অ্যালেকজাণ্ডার।

পঞ্চাঙ্ক ঐতিহাসিক নাটক।

শনিবার ১লা ভাদ্র ১৩৩০ সাল।

মনোমোহন থিয়েটারে প্রথম অভিনীত।

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত।

প্রকাশক—শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স।

২০৩।১।১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

১৩৩০—ভাদ্র।

বাকুলিয়া গ্রাম
জেলা হুগলি

মূল্য—১৲ এক টাকা।

ভূমিকা।

এই পুস্তকের ভূমিকা লিখিতে আরম্ভ করিলে শেষ হইবে না। সুতরাং স্থগিত রহিল। বলিতে হইলে তেত্রিশ কোটী দেবতার কথা বলিতে হয়—কিন্তু স্থানাভাব, সুতরাং মনে মনে তাঁহাদের স্মরণ করিলাম। কাহারও কথা বলিতে ইচ্ছা হয় না—তবে এ কথা না বলিলে নয় যে—সুকবি সরস্বতী শ্রীযুক্ত দেবকণ্ঠ বাক্‌চী মহাশয় এই পুস্তকে কতকগুলি গান রচনা করিয়া দিয়াছেন। যে যে গানগুলি শ্রুতিমধুর হইয়াছে—সেগুলি তাঁহারই জানিবেন। আর একটি কথা বিশেষ করিয়া বলা প্রয়োজন এই যে কোন বিশেষ কারণে *[ ]* এইরূপ চিহ্নিত অংশগুলি সর্ব্বতোভাবে সকল সময়ে অভিনয়কালীন পরিত্যক্ত হয়।

শ্রীশশিভূষণ পাল দ্বারা মুদ্রিত।
মেটকাফ্‌ প্রেস, ৭৯ নং বলরাম দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

উৎসর্গ।

শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি এ,

বন্ধুবরের করকমলে।

ভাই অমর,—

একদিন তোমার দানে আমি আমার "শেরশা" ছাপিয়েছিলুম—যা "মোগল-পাঠান" নামে পরিবর্ত্তিত হ'য়ে আমাকে দশের কাছে পরিচিত ক'রে দিয়েছিল। ভাই, তোমার সে দানের প্রতিদান আমি কোথায় পাব! ধর ভাই—আমার ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষা—ভাল হ'ক, মন্দ হ'ক—তুমি মুখ ফিরিও না। ইতি তোমার—

সুরেন্দ্র।

পরিচয়।

ফিলিপ ... ... ম্যাসিডন সম্রাট।
অ্যালেকজাণ্ডার (সেকেন্দার) ... ... ঐ পুত্র।
পারমেনিও ... ... ঐ সেনাপতি।
অট্টালাস ... ... ঐ সহচর।
সেলুকাস্‌ ... ... ঐ সৈনাধ্যক্ষ।
চিলো ... ... দস্যু সর্দ্দার।
দারায়ুস ... ... পারস্য সম্রাট।
বেসাস ... ... ঐ সহচর।
পুরু ... ... পঞ্চনদ অধীশ্বর।
অজয় ... ... ঐ পুত্র।
আম্ভি ... ... তক্ষশীলার অধিপতি।
অজিত ... ... ঐ পুত্র।
দণ্ডী ... ... ব্রাহ্মণ, পুরুর গুরু।
কল্যাণ ... ... ঐ শিষ্য।
বীরসিংহ ... ... গান্ধার রাজকুমার।
মকর ... ... জনৈক যুবক।

আলম্পিয়া ... ... ফিলিপের স্ত্রী।
ক্লিওপেট্রা ... ... অট্টালাসের ভ্রাতুষ্পুত্রী।
রেজিনা ... ... পারস্য সম্রাটের ভগিনী।
ভবানী ... . পুরুর কন্যা।
.. তক্ষশীলার কন্যা।

অ্যালেকজাণ্ডার।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

তক্ষশীলার রাজা আম্ভির কক্ষ—আম্ভির দ্রুত প্রবেশ।

আম্ভি। অসহ্য, অসহ্য, পুরুর অপমান অসহ্য, শৃগালের অত্যাচার অসহ্য। সমস্ত পৃথিবী স্বীকার করুক আম্ভি কখনও পুরুর সার্ব্বভৌমত্ব স্বীকার ক'রবে না। পুরুর হুকুমে আম্ভি বীরসিংহের রাজত্ব ছেড়ে দেবে! হাঃ হাঃ মূর্খ রাজাগণ! একাপেয়ে সকলে মিলে আমায় আক্রমণ করতে এসেছিলে—বীরসিংহের রাজত্ব আমার হাত থেকে ভয় দেখিয়ে কেড়ে নিতে এসেছিলে—কিন্তু কেমন প্রতারিত করেছি—বীরসিংহ এখনও আমার মতই বেঁচে আছে—তথাপি কেমন ঘোষণা ক'রে দিয়েছি সে মরে গেছে।

বীরসিংহের প্রবেশ।

বীর। আমায় ডেকেছেন ?

আম্ভি। হাঁ—কে আছ—কে আছে—

প্রহরীর প্রবেশ।

বাঁধ—বাঁধ—দৃঢ় করে বন্ধন কর। (প্রহরীর তথাকরণ)

বীর। কেন—কেন—আমায় বন্দী কেন—আমি যে কিছু বুঝতে পারছি না।

আম্ভি। বুঝ্‌তে পারছোনা নির্ব্বোধ ; আমি তোমায় পালন করেছি—নিকট না হলেও দূর আত্মীয় তোমার আমি—তোমার রাজত্ব আমার অধীনে তোমার নামে চালিত হচ্ছে। আমার কন্যার সঙ্গে তোমার বিবাহ দেব—তাও সকলে জানে। কিন্তু বিধির নির্ব্বন্ধ অন্য প্রকার। তোমার আর কেউ নেই—তোমার অবর্ত্তমানে তোমার রাজ্য আমার হবে—তাই সমগ্র পাঞ্জাবে আমি ঘোষণা ক'রে দিয়েছি—কঠিন রোগে তোমার মৃত্যু হয়েছে।

বীর। সে কি ! আমি জীবিত—

আম্ভি। এখন আর উপায় নাই—তোমায় মরতেই হবে—তুমি মলে তোমার ঐশ্বর্য্য আমার হবে—আমার বশীভূত তোমার প্রজারা আমায় রাজা বলে অভিবাদন করবে। তাদের নিয়ে পুরুর বিরুদ্ধে আমি যুদ্ধ যাত্রা করব—আমার সার্ব্বভৌমত্ব সে কেমন করে স্বীকার না করে দেখব। না—আর বিলম্ব করতে পারি না। বল বীরসিংহ ! কি রকমে মরতে চাও !

বীর। হত্যা কেন—আমার রাজ্য নিন—ঐশ্বর্য্য নিন—আমায় ছেড়ে দিন। না—না—প্রাণের ভয়ে কাপুরুষের মত কি বলছি—না তক্ষশীলা—না—আমি মৃত নই—জীবিত—এই পৃথিবীতে তুমি যেমন জীবিত আছ—আমিও ঠিক তেমনি জীবিত।

আস্তি। তুমি জীবিত থাকলে জগতের চক্ষে তক্ষশীলা মিথ্যাবাদী, পরস্বাপহারী, দস্যু বলে পরিগণিত হ'বে। না—তোমার হত্যার প্রয়োজন হ'য়েছে—অস্থি মজ্জা বৃদ্ধি করতে যেমন সময় সময় জীবের হত্যার প্রয়োজন হয়—তেমনি আমার রাজ্য, আমার ঐশ্বর্য্য, আমার অস্থি মজ্জা বৃদ্ধি করতে তোমার রক্ত মাংসের প্রয়োজন হয়েছে। বল বীরসিংহ বল (বেত্রাঘাত) কি রকমে তুমি মরতে চাও—

বীর। উঃ—উঃ—না—না—আমি মরতে পারি না—এখনও দেশ এমন অরাজক হয় নি যে তোমার রাজ্যের বৃদ্ধির জন্য আমার রাজ্যের শোষণ করবে। এখনও এমন যুগ আসেনি যে, বিনা দোষে আমায় ফাঁসি কাঠে ঝুলিয়ে দেবে। একটা ক্ষুদ্র কীটের জন্য আমি মরতে প্রস্তুত—কিন্তু তোর মত রাক্ষসের উপকারের জন্য মরতে প্রস্তুত নই—উঃ উঃ মেরে ফেল—মেরে ফেল—তবু আমি মরব না—মৃত্যুর পরপারে গিয়ে আবার আমি বেঁচে উঠব। পিশাচ! রাক্ষস! এর প্রতিশোধ আমি তোকে দেব।

তক্ষশীলার কন্যা মীরার প্রবেশ।

মীরা। বাবা! বাবা! তক্ষশীলার রাজা তুমি—তোমাকে এই বর্ব্বর এমন করে অপমান করছে। একটা একটা অঙ্গ কেটে দাও। ঐ হতভাগ্যের জিহ্বা টুকরো টুকরো করে কুক্কুরের মুখে নিক্ষেপ কর।

বীর। একি—একি মূর্ত্তি! করুণায় যে মূর্ত্তি এতদিন গলে পড়তে দেখেছি—আজ তা পিশাচ বৃত্তিতে পাথরের মত কঠিন! যে চক্ষে শুধু সহানুভূতি দেখেছি—যে কণ্ঠে শুধু স্নেহের কথা, শুধু ব্যথার কথা শুনেছি—আজ সে চক্ষু থেকে হিংসার উত্তাপ বেরুচ্ছে—সে কণ্ঠ গরল উদ্গার করছে। মার মার তক্ষশীলা—আমায় মেরে ফেল—আর আমার বাঁচতে সাধ নেই—না—না—মরব কেন—পিশাচের কন্যা পিশাচী হবে না ত কি হবে?

মীরা। তোমার তরবারি আমায় দাও বাবা! আমি একটা একটা

অঙ্গ কেটে দেবো আর সেই ক্ষতের মুখে লবণ ছড়িয়ে দেব। তুমি এ স্থান ত্যাগ কর—তোমার কন্যার অপমান করেছে—তাকে নিজের হাতে তার অপমানের প্রতিশোধ নিতে দাও! যাও—

আম্ভি। (স্বগত) মন্দ কি! এত বড় অত্যাচার যদি সুবোধ কন্যার দ্বারা সুসম্পন্ন হয়ত মন্দ কি! কেউ যদি জানতে পারে, বলবে তক্ষশীলার পিশাচী কন্যা এ কাজ করেছে—তক্ষশীলা কিছু জানত না। [প্রস্থান।

মীরা। বল বীরসিংহ, বল! আমি পিশাচী নই—নইলে দেখছ—

বীর। বলতুম—বলতুম—হাত দুটো যদি খোলা থাকত, একখানা অস্ত্র যদি হাতে থাকত—

মীরা। বল—তাই বল—এই তোমার হাতের বাঁধন আমি খুলে দিলুম। বীরসিংহ! এই নাও অস্ত্র নাও! আমায় হত্যা কর—আমার পিতার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে দাও!

(জানু পাতিয়া উপবেশন)

বীর। (স্বগত) এ আবার কি! এ যে—সেই যুগ—এ যে সেই ছবি!

মীরা। হত্যা কর বীরসিংহ! হত্যা কর! পিতার প্রায়শ্চিত্ত করতে সন্তান ত সম্পূর্ণ অধিকারী!

বীর। না—না—তাকি পারি? ভাগ্য দোষে যে উৎপীড়ন আমি ভোগ করছি, সে উৎপীড়ন তুমি সহ্য করতে পারবে না মীরা! তোমার পিতার রোষাগ্নিতে তোমাকে নিক্ষেপ করে যেতে পারব না।

মীরা। আমার জন্য ভাবছ—না—না—আমি পিশাচ পিতার—পিশাচী কন্যা। অস্ত্র নাও বীরসিংহ! রাজ্যে ফিরে যাও—*[স্বাধীনতা কেউ কাউকে হাতে তুলে দেয় না, নিজে স্বাধীন হতে হয়।]* যাও—উপযুক্ত হয়েছো বলে—তোমার রাজ্য তুমি গ্রহণ করগে। সমগ্র পাঞ্জাবকে—সমগ্র পৃথিবীকে জানিয়ে দাও—তুমি জীবিত! তক্ষশীলা মিথ্যাবাদী—দস্যু-পরস্বাপহারী! যাও বীরসিংহ মুক্ত তুমি!

বীর। তাই যাই—আর রাজ্যে ফিরবো না। যার প্রাণে এত দয়া—যার সহানুভূতিতে আমার মৃত্যু আজ জীবনে পরিণত হয়েছে; তার পিতাকে সারা জগতের ঘৃণ্য করে, তার কন্যার মনে কষ্ট দেব না। মীরা! আমি চল্লুম—শুধু পাঞ্জাব ছেড়ে নয়—ভারতবর্ষ ছেড়ে চল্লুম। আর যাবার আগে এ রাজ্য তোমার পিতাকে দিয়ে গেলুম। [প্রস্থান।

মীরা। কি করলে! এত বড় একটা দেনার এক কড়া শোধ কর্ত্তে দিলে না! পাপের ভার আরও গুরু করে দিলে? ভারতবর্ষ ছেড়ে চললে, মীরার যে—বড় কষ্ট হবে। না—না বীরসিংহ! তাই যাও—সেখানে আমার পিতা যেতে পারবে না, তোমাকে কেউ হত্যা করবে না।

তক্ষশীলার প্রবেশ

আন্তি। কই মীরা! বীরসিংহ কই?

মীরা। বাবা! বীরসিংহ মরে গেছে।

আন্তি। কই তার মৃতদেহ কই?

মীরা। প্রমাণ চেয়োনা বাবা! দিতে পারবো না। কিন্তু বিশ্বাস কর! যে বীরসিংহ মরণের দ্বারে দাঁড়িয়েও তোমাকে ভ্রূকুটী করেছিল, মৃত্যুর পরপারে গিয়েও তোমার অত্যাচারের প্রতিশোধ কল্পনা করেছিল—সেই বীরসিংহ দেহত্যাগ করেছে। আনন্দে সে রাজ্য তোমায় দিয়ে, এদেশ ছেড়ে চ'লে গিয়েছে।

আন্তি। চলে গিয়েছে—চলে গিয়েছে—বন্দী চলে গিয়েছে!

মীরা। হাঁ বাবা! বুঝ্‌তে পারলে না—আমি তাকে ছেড়ে দিয়েছি।

আন্তি। ছেড়ে দিয়েছিস্! সর্ব্বনাশি! কি করেছিস্! আমায় জগতের চক্ষে মিথ্যাবাদী পরস্বাপহারী দস্যু বলে ধরিয়ে দিয়েছিস্?

মীরা। স্থির হও বাবা! স্থির হও! তাকি পারি? আমার চক্ষে তোমার চেয়ে কি বীরসিংহ বড় হ'ল বাবা? শুন বাবা! পাছে তোমায়

জগৎ ঘৃণা করে তাই বীরসিংহ এ ভারতবর্ষ ছেড়ে চলে গিয়েছে। তুমি বেঁচে থাকতে সে ভারতবর্ষে আসবে না। বাবা! আমার এই শির তার জন্য জামিন রইল।

আম্ভি। কি করলি—সর্ব্বনাশী, রাক্ষসি—কি করলি—

মীরা। আশ্চর্য্য! এতখানি প্রাণ, এতটা মহত্ত্ব দেখেও তোমার প্রাণে একটু মহত্ত্ব জাগল না! যে রাজ্যের জন্য তুমি নিষ্ঠুর হত্যায় ক্ষেপেছিলে সেই রাজ্য একজন আনন্দে তোমার হাতে তুলে দিলে—এ দেখেও তোমার লালসা একটুও ক'মল না! বুকের যাতনায় পাগল হয়ে ছুটে গিয়ে পায়ে ধরে তার রাজ্য তাকে ফিরিয়ে দিলে না! ছিঃ বাবা, তোমায় শত ছিঃ।

[প্রস্থান।

আম্ভি। পিশাচি—পিশাচি—তুই আমার কন্যা নস—তুই আমার শত্রু, তোকে হত্যা করব, হত্যা করব।

পুরুর কন্যা ভবানীর প্রবেশ।

আম্ভি। কে—কে—ভবানী—পুরুর কন্যা—শত্রু কন্যা—এখানে কেন—এখানে কেন?

ভবানী। রাজা—মায়ের নির্ম্মাল্য এনেছি—মায়ের চরণামৃত এনেছি—মায়ের প্রসাদ এনেছি।

আম্ভি। ওঃ—তোর বাবা সার্ব্বভৌম হয়েছে—তোর মায়ের পূজা মেনেছিল—বলিদান হয়েছিল—বলিদান হয়েছিল—না সেটা বাকী আছে—যা নির্ম্মাল্যে কাজ নেই—রক্ত নিয়ে আয়, রক্ত নিয়ে আয়—

ভবানী। কি বললে—কি বললে—মায়ের নির্ম্মাল্যে কাজ নেই—রাজা—রাজা—রণে-বনে তোমার পূর্ব্ব-পুরুষরা মায়ের পূজা করেছে—মায়ের অঞ্চল ধরে বেড়িয়েছে—আর তুমি কি বললে—মা—মা—

আম্ভি। যা—যা—তোর বাবাকে বলগে তার সার্ব্বভৌমত্ব আমি

স্বীকার করবনা—যে দেবতাকে তোর বাবা পূজা করে—সে দেবতার পূজা আমি কর্ব্বনা। [নির্ম্মাল্য হাত হইতে উল্টাইয়া দিল]

ভবানী। কি করলে—কি করলে—মায়ের নির্ম্মাল্য মাটিতে ফেল্‌লে—মা—মা—

মীরার প্রবেশ।

মীরা। ভবানী—ভবানী—মাকে ডাক বোন মায়ের অবোধ সন্তানের উপর মা যেন ক্রুদ্ধ না হন। (উভয়ে কুড়াইতে লাগিল)

ভবানী। মীরা—মীরা—রাজসভায় তোর পিতার সঙ্কুচিত চক্ষু দেখে বড় ভয় পেয়েছিলুম—বাবা আমায় পাঠিয়ে দিলেন—আমিও বড় আশায় এসেছিলুম। এই নির্ম্মাল্যের তলায় মাথাপেতে দিয়ে তোর বাবা যদি আমার বাবার পার্শ্বে দাঁড়াতেন। মীরা—মীরা—কি হল—মায়ের নির্ম্মাল্য ধূলায় গড়াল—মায়ের চরণামৃত আমাদের চরণ স্পর্শ করল—জ্বলে গেল জ্বলে গেল। একা তক্ষশীলা জ্ব'ল্‌ল না—রাবণের অত্যাচারে ত্রেতার অবসান হয়েছিল—দুর্য্যোধনের দম্ভে দ্বাপর জ্বলে গেছলো—আজ বুঝি তক্ষশীলার পাপে কলিও ছারখার হয়ে গেল—মা—মা—হাস্যময়ী শান্তিময়ী জীবন-দায়িনী মা আমার, অত ব্যাকুল কেন, স্থির হও—এত তোমারি দর্পে-দর্পিত—দশস্কন্ধ রাবণ নয়, দৈত্য-দলনী, এত শুম্ভ-নিশুম্ভ নয়—এ অতি হীন-ক্ষুদ্র জীব, অবোধ সন্তান—অমন করে ব্যাকুল হয়ে রক্তচক্ষু দেখাস্‌নি মা!

ভবানীর গীত।

একি মা একি মা একি মা
কেন মা অট্ট বিকট হাসি।
ঘন ঘন গর্জ্জে খড়্গ ঘোর
নাচিছ নগ্না জট পট কেশী॥

লক্ লক্ লক্ লক্ রসনা
রক্ত শিক্ত দশনা।
ধক্ ধক্ ভালে বহ্নি খেলে
বদন বিশ্ব গ্রাসী॥
পদ ভরে হর কম্পে থর থর
গেলগো সর্ব্বনাশী।
শান্তি দে মা সংহার সম্বর
নয়ন বিশ্ব ত্রাসি॥

দ্বিতীয় দৃশ্য।

পারস্য সম্রাট দারায়ুসের প্রমোদ কক্ষ।

ভারতবর্ষীয় সহচর মকর ও পারস্য সহচর বেসাস ও পারিষদবৃন্দসহ দারায়ুস।

নর্ত্তকীগণের গীত।

এস প্রিয় প্রেমে মাতি।
পিউ পিউ পিয়া বোলে পাপিয়া হাসে বেলা যূথি জাতি।
সিক্ত করিয়া নয়ন সলিলে প্রেম ফুল দল পাতি
রাখিয়া এ প্রাণ তব পদতলে
অঞ্জলি দিব বঁধু কুতুহলে
দোলাইব তব কণ্ঠে আদরে
আঁখি জলে মালা গাঁথি।
লহ বুকে, পিয়াও অমিয়, কর হৃদয়ের সাথী॥

দারা। মকর—মকর—ম্যাসিডনের রাজা ফিলিপের দূতের মুখের উপর বলে দিয়েছি—*[মরব তবু]* বশত্যা স্বীকার করবনা।

মকর। আজ্ঞে বীরের মত হয়েছে—

দারা। তোমার চরিত্রে এক অপূর্ব্ব সমাবেশ দেখতে পেয়েছি—মকর—তুমি যে তোমার স্বদেশ ভারতবর্ষ থেকে বিচিত্রবেশা সুন্দরীগণ সংগ্রহ করে এনেছ, তাদের হাবভাবে নৃত্যগীত নিপুণতায় তাদের উপর আমার যেমন ভালবাসা জন্মেছে—তেমনি তোমারও উপর ভক্তি হয়েছে। মকর! তুমি বিলাস কক্ষে আমার—

বেসাস। নাচওয়ালী—সম্রাট নাচওয়ালী—

দারা। আঃ কি কর—তুমি বিলাস কক্ষে আমার ভরপুর স্ফূর্ত্তি—যুদ্ধক্ষেত্রে তুমি আমার—

বেসাস। নাচওয়ালীদের সেনাপতি—অর্থাৎ বাইজী সম্রাট বাইজী।

দারা। যুদ্ধক্ষেত্রে তুমি আমার সেনাপতি—আমার শোকে তুমি সান্ত্বনা—রোগে আমার—

বেসাস। তুমি মকরধ্বজ!

দারা। রোগে তুমি সুনিপুণ চিকিৎসক্!

বেসাস। আজ্ঞে, আগেই বলেছি মকরধ্বজ!

মকর। আজ্ঞে, আমি কিছুই নই সম্রাট—

দারা। না, তুমিই আমার সব মকর!

বেসাস। তুমিই সব—তুমিই সব—তুমিই হাতী, তুমিই ঘোড়া, তুমিই গরু, তুমিই গাধা। ভিন্ন ভিন্ন অনুপানে তোমার ভিন্ন ভিন্ন কাজ—তোমার ভিন্ন ভিন্ন রূপ! সুরাপাত্র অনুপানে তুমি সম্রাটের বিলাস-কক্ষ! তরবারি হস্তে তুমি যুদ্ধক্ষেত্র হতে পৃষ্ঠ প্রদর্শন—আর রোগীর নাড়ী হস্তে তুমি সাক্ষাৎ সহস্রমারী মৃত্যু! নমস্কার ভারতবাসী! তোমায় নমস্কার! তোমারই প্রসাদে আমরা করে খাচ্ছি।

দারা। দেখ, তোমরা যদি বেশী বাড়াবাড়ি কর তা হ'লে আমি এখনি উঠে যাব বল্‌ছি।

বেসাস। তা' হলে কোন্ কাদব্ আর এ রকম করে সম্রাট!

দারা। দেখ, আজ কিন্তু শেষ স্ফূর্ত্তি; আর এরকম স্ফূর্ত্তি চল্‌বে না। যুদ্ধের সাজ সরঞ্জাম্ সব ঠিক করতে হবে! আজ সব ভোরদম্ স্ফূর্ত্তি করে নাও।

বেসাস। তবে হুকুম করুন মকর প্রভু! আমরা সব হাঁ করে আছি।

মকর। আপনার যেরূপ অভিরুচি! কে আছ—নাচওয়ালী—হিন্দুস্থানী নাচওয়ালী—

বেসাস। ওরে বাপ্‌রে! হিন্দুস্থানী নাচওয়ালী। বড় গরম হয়ে উঠবে যে—!

নাচওয়ালীর প্রবেশ ও গীত।

গীত।

যৌবন লুট্ লিয়া জীউ মেরী টুট্ গিয়া
আব কাঁহা ছুট্ গিয়া পিয়া হামারি।
কেতনা দুখ দিয়া কোন মুলুক গিয়া
ঢুড়ি ফিরি ম্যায় একেলি নারী॥
দিন রয়না ঝুরু ঝুরু নয়না
সুরত সো পিয়া লাগি
উন বিন নিশিদিন তনমন
হু হু জ্বলত য্যায়সা আগি
বেদরদা পিয়া মুঝে দিওয়ানা কিয়া
তুঁহু বিনু জীন্দগী ক্যায়সি গুজারি॥

দারা। চমৎকার! তোমার মহিমা চমৎকার মকর!

বেসাস। প্রাণ বেরিয়ে গেল—বেরিয়ে গেল—বাতাস কর—বাতাস কর!

একজন প্রহরীর প্রবেশ।

প্রহরী। সম্রাট! একজন ভারতবাসী আপনার সাক্ষাৎ চায়।

দারা। ভারতবাসী—ভারতবাসী! নিয়ে এস—মকরের অসুস্থতায় বড়ই অভাব অনুভব করি—নিয়ে এস—নিয়ে এস! [প্রহরীর প্রস্থান।

বেসাস। নিয়ে এস—নিয়ে এস—আর একটা এই রকম মিললে, একখানা লাঙ্গল করে ফেল্‌বো! পারস্য চষে ভারতবর্ষ উৎপন্ন কর্‌বো।

মকর। (স্বগত) আবার ভারতবাসী কোথা হতে আসে?

বীরসিংহকে লইয়া প্রহরীর প্রবেশ ও প্রস্থান।

দারা। তুমি কি ভারতবর্ষ হতে আস্‌ছ যুবক!

বীর। হাঁ সম্রাট! আমি আপনার কাছে কর্ম্ম-প্রার্থী হয়ে এসেছি। আপনার সৈনিক-বিভাগে যে কোন কর্ম্ম কর্‌তে প্রস্তুত আছি।

বেসাস। ওহো সদাশয়—সদাশয়! সেনাপতির কার্য্য দিলে—করবেন নাকি দয়া করে!—

দারা। চুপ্! তোমার পরিচয় যুবক!

বীর। আমি গান্ধার রাজকুমার! পৃথিবীতে আমার আপনার বল্‌তে কেউ নাই। আমি হৃত সর্ব্বস্ব! রাজ্য হতে বিতাড়িত!

বেসাস। আমি বীর—আমি ভারতবাসী—আমি পালায়িত।

মকর। গান্ধার রাজকুমার! কই এ রাজ্যের নাম আমি শুনিনি।

বীর। তবে উপায় নাই—আমি সামান্য কর্ম্মের প্রার্থী, এ পরিচয়েও প্রয়োজন নাই।

মকর। আছে। যে কোন কর্ম্ম হক্ না কেন—তুমি সত্যবাদী কি না—জানতে হবে! তুমি রাজকুমার ছিলে—অন্ততঃ তুমি যে কোন রাজার সংসর্গে কখন এসেছিলে, তা'র প্রমাণ দিতে হবে। কাউকে রাজ্য চালাতে দেখেছ? বল, কি করে রাজ্য চালাতে হয়? যদি বলতে পার—তা'হলে কতকটা বিশ্বাস করব।

বেসাস। এ রাজাটা দিয়ে দেওয়া যাবে—তুমি চালিয়ে দেবে। না পারলে প্রাণ দণ্ড!

মকর। বল, কি করে রাজ্য চালাতে হয়?

বীর। প্রজাকে সুখে স্বচ্ছন্দে রাখতে হয়।

বেসাস। হল না—হ'ল না—রাজকুমার টুমার বাজে কথা! তুমি কোথা থেকে সন্ধান পেয়ে আঙ্গুরের সরবৎ খেতে এসেছ। আচ্ছা বল, আর একটু বল?

বীর। নিরেপেক্ষ বিচার কর্ত্তে হয়, *[আপনার সুখের চেয়ে প্রজার সুখ বেশী দেখতে হয়।]*

বেসাস। তাও হ'লনা! গাছের ডালে যেমন থোলো থোলো আঙ্গুর ঝোলে তেমনি করে মস্তবড় একটা অশত্থ্ গাছের মত গাছ্ তয়ের করে, মেয়েমানুষ ঝুলিয়ে রাখতে হয় আর তার তলায় সিংহাসন পেতে—

দারা। চুপ্ কর, বেয়াদব্ সব্!

বেসাস। যে আজ্ঞে, চুপ্!

মকর। বল, আর কি করতে হয়?

বীর। মাতার স্নেহ, পিতার শাসন নিয়ে প্রজাকে ভালবাসতে হয়।

বেসাস। কেবল সুন্দরী রূপসী প্রজাদের সহধর্ম্মিণীর মত দেখ্‌তে হয়; এই চুপ্!

মকর। আচ্ছা, তুমি যুদ্ধ করতে জান?

বেসাস। হাঁ, বাবা! ঝাঁ করে এই মকর প্রভুকে কেটে ফেল দেখি?

মকর। সম্রাট্, হ'ল না, পরিচয় নেওয়া হ'ল না।

দারা। আঃ কি করছে তোমরা?

বেসাস। আচ্ছা—ও বিবি—ও বিবি—এইধারে এস!

একজন নাচওয়ালীর প্রবেশ।

বেসাস। আচ্ছা, ও চোয়াড় মকরকে দরকার নেই; এই মেয়েমানুষটাকে কেটে ফেল দেখি ঝাঁ করে?

বীর। রমণীর গায়ে কখন হাত দিতে শিখিনি।

বেসাস। এঃ, সম্রাট্! মেয়েমানুষের গায়ে হাত দিতে শেখে নি—একেবারে বদরসিক! কি বল মকর প্রভু!

মকর। প্রমাণ দিতে পারলে না! আচ্ছা, আর কি জান?

বীর। আজ্ঞে, ঠিক বলেছেন, আদত কথা ভুল হয়ে গেছে। রাজত্ব চালাতে হলে কি করতে হয় জানেন? আপনাদের মত পরান্নভোজী চাটুকার গুলোকে রাজত্বের প্রথম দিনেই হত্যা করতে হয়।

মকর। ওরে বাপরে! সম্রাট! এ বলে কি!

বেসাস। ঠিক বলেছে সম্রাট! এ লোকটার দাম আছে। মাতাল হয়েছি—কেন জিজ্ঞাসা করলে—হয়ত বুঝিয়ে দিতে পারব না। তবে একটা কথায় এ লোক্টা নেশা অনেকটা ছুটিয়ে দিয়েছে।

দারা। ঠিক্ বলেছ যুবক! আমার প্রাণেও তুমি একটা ঘা মেরেছো। তোমায় আমি যুদ্ধে পার্শ্বচর নিযুক্ত করলেম।

বেসাস। চমৎকার সম্রাট! আমি এই যুবকের হয়ে অভিবাদন কচ্ছি—গ্রহণ করুন!

বীর। আমি প্রাণ দিয়ে আপনার সেবা কর্‌ব!

দারা। মকর! তুমি রাগ ক'র না! ফূর্ত্তির সময় ফূর্ত্তি! কাজের সময় কাজ! তুমি আমার যেমন তেমনিই রইলে। উত্তম! আজকার সভা ভঙ্গ হল—এস যুবক! [দারা ও বীরসিংহের প্রস্থান।

বেসাস। কি ভাব্‌ছ, বলব মকর!

মকর। বল দেখি?

বেসাস। ভাবছ, সম্রাটের এতদিন তুমিই মরণ কাটি জীবন কাটি ছিলে, আজ নূতন চিকিৎসা, নূতন ঔষধ আবিষ্কার হল! আর কি ভাব্‌ছ জান? আর ভাব্‌ছ, পৃথিবীর সহস্র জাতি—এক যায়গায় এক হয়ে থাক্‌তে পারে, কেবল পারে না—দুজন ভারতবাসী—এক সঙ্গে। কেমন?

মকর। যাও বিরক্ত ক'র না।

বেসাস। তবে দুঃখ জোড়া মিল্‌ল না—লাঙ্গল একখানা হ'ল না! পৃথক পৃথক করে ছালা বওয়াতে হবে। যাই হোক্‌ বন্ধু! রঙ্গ রোসনাইয়ের ছালাটা তোমার পিঠে থাকলেই মঙ্গল। ফুর্ত্তির প্রাণ আমাদের বুঝ্‌লে কি না! [বেসাসের প্রস্থান।

মকর। (স্বগত) এই লোকটা ভারি কটু কটু করে বলে। এই লোকটার জন্য সময় সময় সম্রাট্‌ বিগ্‌ড়ে যায়। এ ভারতবাসীটা আবার এসে জুট্‌ল! না—তা হবে না,—তাড়াতে হবে। সত্যি বলেছে,—দুজন ভারতবাসী—এক যায়গায় কেন?

তৃতীয় দৃশ্য।

ম্যাসিডন—মন্ত্রণা কক্ষ—ম্যাসিডন সম্রাট ফিলিপ ও তাঁহার সহচর অট্টালাস।

ফিলিপ। এমন দেশ—অট্টালাস—পারস্য এমন দেশ—বল বল—এক মুখে যতটুকু পার বল।

অট্টা। সম্রাট! পারস্যের গাছে গাছে সোনার মুকুল ধরে—সোনার ধুলোয় রাজপথ তৈরী—মাঠে, ঘাটে, অন্দরে, বাইরে—যেখানে সেখানে মাণিকের খনি জ্বল জ্বল করে। এতো ছার কথা সম্রাট! সেখানকার মেয়েমানুষের কথা কি বলব! সব যেন ফুটো ফুটো কুসুম কলি—পদ্মরাগ অয়স্কান্ত চুণি পান্নার জ্যোতি—তাদের অধর থেকে অহরহঃ বিদ্যুতের মত ছোটে—প্রেমিকের প্রাণ সে আগুনে পুড়ে একেবারে বেগুণ পোড়া হয়ে যায়—

ফিলিপ। এত রূপ রমণীর সেথায়—আর সেই রূপ উপভোগে আমরা বঞ্চিত—দুঃখ কর না অট্টালাস—শীঘ্রই তোমার মনের ব্যথা ঘুচাব—পারস্য থেকে সমস্ত সৌন্দর্য্য ছেঁচে এনে তুমি আর আমি দুজনে শোষণ কর্‌ব।

অট্টা। উপস্থিত একখানি নমুনা আপনার জন্য সংগ্রহ করে এনেছি—যদি হুকুম করেন ত—

ফিলিপ। এঁ্যা!—বল কি অট্টালাস—পারস্য থেকে নমুনা এনেছ—কোথায় রেখেছ—নিয়ে এস—নিয়ে এস—

অট্টা। অধীর হবেন না—এ মন্ত্রণাগারে নয়—সে আমি অতি সন্তর্পণে আমার গৃহে লুকিয়ে রেখেছি—রাজকার্য্য শেষ করে নিন্—তারপর—

ফিলিপ। শেষ হয়ে গেছে অট্টালাস, রাজকার্য্য কাল হবে, চল—চল—

অট্টা। অত অধীর হবেন না সম্রাট! লোকে বলবে কি? আপনার পুত্র সেকেন্দর ত একে আমার উপর চটা—আরও চটে যাবে।

ফিলিপ। লোকের কথায় ফিলিপকে কার্য্য করতে হবে? পুত্রের ভয়ে ফিলিপকে লুকুতে হবে?—না—তা হবে না।

সেনাপতি পারমেনিওর প্রবেশ।

পারমেনিও। সম্রাট! পারস্য আপনাকে সম্রাট বলে মান্‌তে চায় না।

ফিলিপ। এত স্পর্দ্ধা পারস্যের? যুদ্ধ সজ্জা কর সেনাপতি! অবিশ্বাসী, ধর্ম্মহীন—বিশ্বাসঘাতক—পারস্যকে উপযুক্ত শাস্তি দিতে হবে।

দূত সহ অ্যালেকজাণ্ডারের প্রবেশ।

আলেক। বাবা! পারস্য অবিশ্বাসী ধর্ম্মহীন বিশ্বাসঘাতক নয়—বীর তারা,—তারা যুদ্ধপণ করেছে।

ফিলিপ। দূত—দূত—বল, পারস্যরাজ কি বললে?

দূত। সম্রাট! গর্ব্বভরে আমায় বললে—"যাও দূত, তোমার বৃদ্ধ ফিলিপকে বলগে, পারস্য যুদ্ধ ভিন্ন অন্য কিছু দেবে না।"

পার। হুকুম করুন সম্রাট! দুর্ব্বৃত্তদের—উপযুক্ত শাস্তি দিই।

আলেক। তাদের দুর্ব্বৃত্ত ব'লনা সেনাপতি! দেশের জন্য তারা বুক্ দিয়ে দাঁড়িয়েছে—প্রাণের চেয়ে দেশের মান বড় বুঝেছে—তাদের দুর্ব্বৃত্ত বল না। প্রশংসা না করতে পার, বীর তারা, বীরের যোগ্য সমরে তাদের অহ্বান কর।

ফিলিপ। সেকেন্দর!

আলেক। রাগ করনা—বাবা! তুমি চাইছ একটা দেশকে তোমার বশ্যতা স্বীকার করাতে, আর সেই দেশ নির্জীবের মত পায়ের তলায় শুয়ে না পড়ে স্পর্দ্ধা করে তোমার বিপক্ষে দাঁড়িয়েছে; তারা যদি পরাজিত হয়, তাহলেও পৃথিবীর বুকে একটা দৃষ্টান্ত রেখে যাবে—*[দেশের স্বাধীনতা যে প্রাণের চেয়ে বড়, তা' জগতকে শিক্ষা দিয়ে যাবে।]* বাবা! আজ যদি তোমাকে পারস্য অধীনতা স্বীকার করতে বলত, তা' হলে কি তুমি ও ঠিক্ এমনি করে উত্তর দিতে না?

ফিলিপ। তাই হবে সেকেন্দর! আমি পৃথিবীর মানচিত্র থেকে পারস্য রাজ্য উপড়ে সমুদ্রের জলে ডুবিয়ে দেব।

আলেক। তা হলে পারস্য রাজ্য ও ডুব্‌বে—তোমার নাম ও সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্রের অতল-তলে তলিয়ে যাবে—কেউ তোমার নাম করবে না বাবা! তোমার মতের সঙ্গে—আমার মত মোটেই মিলল না। তুমি ত একটা জাতির উৎসাদন, একটা দেশের উচ্ছেদ করতে যাচ্ছ না—একটা দেশ বিলাস-তরঙ্গে ডুবে যাচ্ছে, সংক্রামক ব্যাধির মত সারা পৃথিবীকে গ্রাস করতে উদ্যত হয়েছে।—ম্যাসিডনেও যার স্রোত উথলে উঠেছে! তুমি যাচ্ছ—সেই দেশটাকে জয় করে তাকে সংস্কার করতে, তাকে পায়ের ওপর ভর দিয়ে দাঁড় করিয়ে দিতে—অক্ষম হয় তাকে শাসন কর্ত্তে, ধ্বংস কর্ত্তে নয়।

ফিলিপ। উত্তম! তাই হবে—চুপ্ কর সেকেন্দর!

সৈন্যের প্রবেশ।

সৈন্য। সম্রাট! সেই দস্যুদের দল ধরা পড়েছে।

ফিলিপ। ধরা পড়েছে? উত্তম নিয়ে এসো। আমি তার বিচার করব।

দস্যুসর্দ্দার চিলো ও বন্দীদের লইয়া প্রহরীদের প্রবেশ।

সৈন্য। সম্রাট! এই সেই দস্যু সর্দ্দার চিলো!

ফিলিপ। বন্দীগণ! তোমরা দস্যু। তোমাদের যাবজ্জীবন কারাগারে বাস কর্ত্তে হবে।

চিলো। কারাগার—কারাগার—হাঃ হাঃ হাঃ—

ফিলিপ। চুপ্ কর, চুপ্ কর। *[ফিলিপের রাজ্যে দস্যুতার শাস্তি বড় ভয়ানক!

চিলো। দস্যুতায় যদি কিছু শাস্তি থাকে তবে তোমাদের শাস্তি—তুমি দস্যু নও? আমরা একটা মানুষ মারি একখানা বাড়ী লুট করি, তুমি যে হাজার হাজার মানুষ মার—হাজার হাজার গ্রাম লুট কর। রাজা সেজে বসেছ—দেশের সমস্ত লোককে কর দিতে বাধ্য করেছ—ভয় দেখিয়ে মাথা নোয়াতে শিখিয়েছ—বিপদে পড়লেই তোমার জন্য তা'দের ধন প্রাণ দিতে বক্তৃতা ক'রছ—রাজা প্রজা এক বলে ঘোষণা করছ! কিন্তু বিনিময়ে সম্পদের একটী কণা ও কি তাদের দিয়েছ? পেট পুরে তারা খেতে পায় কি না তা' দেখ্ছ কি? তোমার মুক্তির জন্য তাদের অনশনে মন্দিরে মন্দিরে প্রার্থনা করতে হবে! আর তোমার সম্পদ শুধু চোখ দিয়ে দেখতে গেলে, তোমার দ্বার থেকে তোমার প্রহরীদের প্রহার খেয়ে ফিরে আসতে হবে। কেমন এই ত তোমার রাজত্ব?

আলেক। চমৎকার বলেছে বাবা! তোমায় হারিয়ে দিয়েছে!]*

ফিলিপ। তোমরা একদিন আমায় হত্যা করতে এসেছিলে, জান তার শাস্তি কি?

চিলো। তার আবার শাস্তি কিসের? দস্যুর মত লোকের সর্ব্বস্ব নিয়ে ফিরে যাচ্ছিলে, আমরা তোমায় হত্যা করে সে গুলো কেড়ে নিতে গেছলুম।

ফিলিপ। তোমাদের প্রাণ দণ্ড দিলুম।

[চিলো। মরতে ভয় করিনা আমরা! যে রাজ্যে রাজায় প্রজায় এত তফাৎ, সে রাজ্যের রাজার হুকুমে বেঁচে থাকার চেয়ে মরাই ভাল।]

আলেক। বাবা! প্রাণ দণ্ডে হবে না—এর চেয়েও গুরুতর দণ্ড এদের দিতে হবে।

ফিলিপ। চুপ কর সেকেন্দার।

আলেক। না বাবা! তোমার এ দণ্ড যখন ওরা তুচ্ছই করলে, তখন ও সুবিধের বিচার হ'ল না। হুকুম কর, আমি এদের বিচার করি, এর চেয়ে কঠিন দণ্ড এদের দিতে হবে।

ফিলিপ। উত্তম! অনুমতি দিলেম। কিন্তু যদি অকৃতকার্য্য হও—পুত্র বলে ক্ষমা পাবে না।

আলেক। বেশ—তোমার সেনাপতিকে তবে আমার হুকুম পালন কর্ত্তে বল।

ফিলিপ। উত্তম! বিলম্ব করনা!

আলেক। সেনাপতি! শৃঙ্খল খুলে দাও! দাও খুলে দাও! (পারমেনিওর তথাকরণ) বীরগণ! মুক্ত তোমরা! যেখানে ইচ্ছা চলে যেতে পার। কিন্তু যাবার আগে একটা কথা শুনে যাও। বীর তোমরা উদ্যমে তোমাদের বুক ফুলে রয়েছে, চক্ষু থেকে অগ্নির দীপ্তি ফুটে বেরুচ্ছে! কিন্তু তোমাদের শৃঙ্খলা নাই স্থির লক্ষ্য নাই; ঈশ্বরের সকল আশীর্ব্বাদ লাভ করেও আজ তোমরা নগণ্য হিংস্র জন্তুর ন্যায় অরণ্যে অরণ্যে বেড়াও, কেউ তোমাদের চেনে না। বীরগণ! দস্যুবৃত্তি ছেড়ে দাও, মানুষের সঙ্গে মেশ রাজনীতি সমরনীতি শেখ, নিজেদের রাজ্য গড়ে নাও, সুসভ্য স্বাধীন জাতি বলে, জগতে পরিচয় দাও। যাও বীরগণ মুক্ত তোমরা!

চিলো। না, না, এতদিন আমরা স্বাধীন ছিলুম, আজ হ'তে পরাধীন হলুম। যদি চোখ ফুটিয়ে দিলে, দেখিয়ে দাও রাজকুমার! কোন্ পথ? আমরা তোমার দাস—দাও আমাদের মানুষ করে দাও!

আলেক। তবে এস বীরগণ, তোমাদের অমিততেজ ম্যাসিডন্ অধিপতির দুর্জ্জয় বিক্রমের সঙ্গে মিশিয়ে দাও। ম্যাসিডনের দিগন্ত মুখরিত কীর্ত্তির সঙ্গে তোমাদের কীর্ত্তি অমর হ'ক্।

চিলো। তাই হ'ক্, আজ হতে আমরা ম্যাসিডনের সেবায় নিযুক্ত হলেম। জয় ম্যাসিডন সম্রাট ফিলিপের জয়! [দস্যু সকলের প্রস্থান।

সেকেন্দার জননী অলিম্পিয়ার প্রবেশ।

অলি। চমৎকার—চমৎকার! মস্ত বড় রাজার মত বিচার করেছো পুত্র! জননীর আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর! তুমি দিগ্বিজয়ী বীর হবে। আজ যে বিচার তুমি করেছ, ঈশ্বর সে বিচার দেখে চমৎকৃত হয়েছেন; একদিন সারা পৃথিবীর বিচার কর্ত্তে তিনি তোমাকে আহ্বান করবেন।

ফিলি। একি রাণী! তুমি এখানে!

অলি। সম্রাট! স্বামী! সেদিন যারা আমাদের হত্যা করতে এসেছিল, তাদের কি রকম প্রাণদণ্ড হয় অন্তরালে দাঁড়িয়ে দেখতে এসেছিলুম! সহসা কি জানি কি আনন্দে, কি জানি, কি গর্ব্বে বক্ষ আমার ফুলে উঠ্‌ল! অন্তরালে দাঁড়িয়ে থাকতে পারলুম না—ছুটে বিচার দেখতে এলুম। এসে দেখলুম, তাদের প্রাণদণ্ড হয়ে গেছে—হিংসা-দৃপ্ত কুটীল প্রাণ বন্ধুর মত সরল হয়ে গেছে—গর্ব্ব দৃপ্ত তুঙ্গ শৃঙ্গ ইঙ্গিতে সমতল ক্ষেত্রে মিশিয়ে গেছে—লৌহ কঠিন প্রাণ—নিমেষে সরল প্রেমের উৎস ছুটেছে!

ফিলি। যাও সম্রাজ্ঞী! এখানে আর দাঁড়িয়োনা।

অলি। অপরাধ নিয়ো না সম্রাট! আর জোর করে কারুর মাথাও নুইয়ে দিতে চেয়ো না।

ফিলি। ক্লান্ত—কান্ত আমি অট্টালাস! মুখরা স্ত্রী আর এই গর্ব্বিত পুত্র আমায় বেশী ক্লান্ত করে দিয়েছে। চল—চল—বিশ্রাম চাই—বিশ্রাম চাই। [সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

অট্টালাসের কক্ষ।

অট্টালাসের ভ্রাতুষ্পুত্রী ক্লিওপেট্রা
ও ফিলিপের স্ত্রী অলিম্পিয়া।

অলি। কি নামটী ব'ললে—ভুলে গেলুম। (চিবুক ধরিয়া)

ক্লিও। ক্লিওপেট্রা!

অলি। খাসা নাম! (স্বগত) খাসা মেয়েটী সেদিন সেই মন্দিরে দেখা পর্য্যন্ত এ মুখ আমি ভুলতে পারিনি—লুকিয়ে আজ ছুটে এসেছি। আমার সেকেন্দারকে এ মেয়েটি দেখাতে হবে, যদি তার পছন্দ হয় তা হ'লে এ মেয়েটীকে যেমন করে হ'ক ঘরে নিয়ে যেতে হবে। এরা কি রাজী হবে না? না হবে। (প্রকাশ্যে) ক্লিওপেট্রা! এখন আমি আসি—আবার তোমাদের বাড়ী বেড়াতে আসব, কেমন?

ক্লিও। (ঘাড় নাড়িল) (অলিম্পিয়ার প্রস্থান) জানিনা ইনি কে? আমাকে দেখলেই ইনি কেবল আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন। কিন্তু বাবা আমায় আজ পারসি পোষাক পরে থাকতে বলে গেলেন কেন?

দৌড়াইতে দৌড়াইতে অট্টালাস প্রবেশ করিল।

অট্টা। ক্লিওপেট্রা! ক্লিওপেট্রা! এতদিনে আমার আশা পূর্ণ হয়েছে।

ক্লিও। কি হয়েছে বাবা কি হয়েছে?

অট্টা। বাবা বলে ডাক্‌ছিস, কিন্তু আমি ত তোর জন্মদাতা পিতা নই—আমি তোর খুল্লতাত।

ক্লিও। না বাবা, আমি জানি তুমিই আমার বাবা—আমি তোমার কন্যা।

অট্টা। তবে আমার হুকুম তুই শুনবি বল?

ক্লিও। শুনবো বাবা! আমি প্রাণ দিয়েও তা পালন করব।

অট্টা। শোন মা! ম্যাসিডন সম্রাট ফিলিপ, তার স্ত্রী ও পুত্র সেকেন্দারের উপর বিরক্ত হয়ে, পারস্য দেশীয় কোন মহিলাকে বিবাহ করতে উদ্যত হয়েছেন, আমার আশ্রয়ে একটি পরমা সুন্দরী পারস্য-মহিলা আছে, আমি তাঁকে বলে ফেলেছি।

ক্লিও। তাই তুমি আমাকে এই পারস্য পোযাক পরে থাকতে বলেছ।

অট্টা। হ্যাঁ, মা! এখনি সম্রাট আসবেন। আজ যদি তুই তাঁকে একটু মুগ্ধ করতে পারিস—একটু তাঁর মনের মত হতে পারিস, তাহলে তুই ম্যাসিডনের সম্রাজ্ঞী হবি—আর আমার দুর্দ্দশা ঘুচে যাবে।

ক্লিও। বাবা! আমি গ্রীসের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা ক'রে খাব, তবু এ বৃত্তি অবলম্বন করে—ম্যাসিডনের সম্রাজ্ঞী হব না। কি বলছ বাবা! একটা গড়া সংসার ভেঙ্গে দেব? না বাবা! তোমার দুর্দ্দশা আমি ভিক্ষা করে দূর করব।

অট্টা। তাই কর—তাই কর—হক্ আমার প্রাণদণ্ড।

ক্লিও। এ্যাঁ প্রাণদণ্ড হবে!

অট্টা। উপায় নাই—উপায় নাই,—বলে ফেলেছি, না—না, তোর বিবেকের বিরুদ্ধে তোকে কিছু বলব না। হয় হবে আমার প্রাণদণ্ড।

ক্লিও। (স্বগত) না—না—মৃত্যু ত আমার হাতেই আছে। (প্রকাশ্যে) না বাবা! আমার জন্য তোমায় মরতে দেব না বাবা! ম্যাসিডনের সম্রাট কেন? গলিত শবকে আমি তোমার জন্য আলিঙ্গন করব—আমি মৃত্যুকে বরণ করে নেব—তবু আমি তোমার প্রাণদণ্ড দেখতে পারব না—তুমি গেলে, আমার কে থাকবে বাবা?

অট্টা। মা আমার—তোর জন্য মা! আমি তোকে ম্যাসিডনের রাণী দেখে সুস্থ হয়ে মরব।

নেপথ্যে। (অট্টালাস্—অট্টালাস্!)

অট্টা। ওই সম্রাট আসছেন! দেখিস মা! আমার প্রাণদণ্ড যেন হয় না। [প্রস্থান।

ক্লিও। (স্বগত) কোথায় আমায় নিয়ে চলেছ ভগবান! না—না, আমার পিশাচ বৃত্তিতে বুক ভরে দাও—আমার হিতাহিত-জ্ঞান লোপ কর!

ফিলিপের প্রবেশ।

ফিলি। (স্বগত) এত রূপ! এত রূপ অট্টালাস, সমস্ত পৃথিবীর রূপ চুরি করে এনে, এখানে লুকিয়ে রেখেছ! (প্রকাশ্যে) সুন্দরি—সুন্দরি! বড় ক্লান্ত আমি!

ক্লিও। কে তুমি বৃদ্ধ? সরে যাও! বৃদ্ধের এত রূপে কোন অধিকার নাই।

ফিলি। কিন্তু হে সুন্দরি! ম্যাসিডনের অধিপতি আমি, আমার জরার সোনার বরণ—আমার ঐশ্বর্য্যের অনন্ত যৌবন—

ক্লিও। কিন্তু এ রূপের কাছে—

ফিলি। অতি তুচ্ছ! কিন্তু, হে সুন্দরি! আর ত আমার কিছু নাই! আমার মুকুটে তোমার চরণ স্পর্শ দাও! ম্যাসিডন সাম্রাজ্যের বিনিময়ে তোমার ঐ অনন্ত যৌবন আমায় দান কর!

(হেটমুখে পায়ের তলায় পড়িল)

ক্লিও। তবে প্রতিজ্ঞা কর সম্রাট! আমায় তুমি ম্যাসিডনের রাণী করবে?

ফিলি। প্রতিজ্ঞা করছি—হে সুন্দরি! তোমার পাদস্পর্শ করে শপথ করছি। বল—আর কি চাও? (জানুপাতিয়া হেটমুণ্ডে পায়ের কাছে পড়িল)

ক্লিও। (স্বগত) চমৎকার—চমৎকার! বৃদ্ধ আমার চরণ-বন্দনা করছে। আর আমি চমৎকার দাঁড়িয়ে আছি! আর কি চাইব—আর কি চাইব—বাবা! আমায় বলে দিয়ে যাও! তোমার জন্য আর কি চাইব?

(চুপে চুপে অট্টালাসের পুনঃ প্রবেশ ও ক্লিওপেট্রার কাণে কাণে কথোপকথন)

ফিলি। হে সুন্দরি! বল আর কি চাও?

ক্লিও। শপথ কর, তোমার স্ত্রীকে নির্ব্বাসিত করবে, আর আমার গর্ভে যে সন্তান জন্মাবে, সেই সন্তান ম্যাসিডনের অধীশ্বর হবে।

ফিলি। শপথ করছি, আবার আমি শপথ করছি।

ক্লিও। বৃদ্ধ! আমি তোমার—এস, আমার এ রূপ-যৌবন তোমায় আজ আমি সমর্পণ করব। (পট পরিবর্ত্তন)

(সুরার পাত্র ইত্যাদি সাজান, উভয়ে একখানি সোফায় বসিল)

ক্লিও। চমৎকার—চমৎকার আয়োজন! হে পিতৃব্য সত্যই তোমার বড় দুর্দ্দশা! (সুরার পাত্র দান) সুরা পান কর!

ফিলি। দাও—দাও—সুরা নয় সুধা পান করি—জ্ঞান চক্ষু উন্মীলিত হক। (পান) হে সুন্দরি! বড় ক্লান্ত! আমার গর্ব্বিত স্ত্রী আর পুত্র আমায় বড় ক্লান্ত ক'রে দিয়েছে, একখানা গান গাও—তোমার ঝঙ্কারের ক্রোড়ে শুয়ে আমি নিদ্রা যাই।

ক্লিওপেট্রার গীত।

কত জীবনের কত সাধনায়
মিলাইল বিধি তোমা হেন নিধি, মরম ভেদী করুণায়।
কত অতীতের—শত মহাপাপ, কত করমের শত মনস্তাপ
মূর্ত্তি ধরিয়া এসেছে ছুটিয়া তোমার চরণ বন্দনায়।
তোমার পুলক হরষ পরশে
শিহরে অঙ্গ আকুলি আবেশে
সুপ্ত সকল হৃদয় বৃত্তি দীপ্ত মরণ কামনায়॥

অ্যালেকজাণ্ডারকে লইয়া অলিম্পিয়ার প্রবেশ।

অলিম্পিয়া। এস বৎস! তোমায় সুন্দর একটা জিনিষ দেখাব। (সহসা সোফার দিকে তাকাইয়া) একি!

আলেক। (তদ্রূপ অবস্থায়) কে মা! বাবা! পার্শ্বে—

অলি। স্বপ্ন শেষ! চলে এস—সেকেন্দার!

ফিলি। একি! অট্টালাস! অট্টালাস! এই উন্মাদ, উন্মাদিনীকে এখানে ঢুক্‌তে দিয়েছ।

অট্টালাসের প্রবেশ।

অট্টা। সম্রাট যা করছেন—তা প্রকাশ হয়ে যাওয়াই ভাল। [প্রস্থান।

ফিলি। ঠিক বলেছ—আমায় চক্ষু লজ্জা থেকে বাঁচিয়েছ। শুন নারি! এই নারীকে আমি বিবাহ করব।

অলি। ম্যাসিডন অধিপতির জয় হ'ক্!

ফিলিপ। আর পুত্র! এ রাজ্যের ভাবী অধিকারী তুমি নও! এই নারীর গর্ভে যে সন্তান হবে, সেই এ রাজ্যের অধিকারী হবে।

আলেক। পিতা!

তব অভিরুচি ঈশ্বর সমান গণি।
নশ্বর জগতে তুমি প্রত্যক্ষ দেবতা!
জন্মদাতা জ্ঞানদাতা শিক্ষাদাতা তুমি।
রসনায় যাঁর ভাষা সঙ্গীতে বাজিয়া উঠে—
বীরত্বে হুঙ্কার করে, কল্পনায় করে গান—
হৃদয়ে শোণিত যাঁর, শক্তিরূপে দৃঢ় হয়ে থাকে।
ভক্তিরূপে গর্ব্বমান নত করে দেয়—
সেই পিতা তুমি,—
কিন্তু এই মাতা—

স্তন দুগ্ধে যার পুষ্ট তব দান
বুক চিরে রক্ত দিয়ে—
যে বাড়ায় তোমার সম্মান—
করুণা ভ্রূভঙ্গে যাঁর—
বৃথা হত তব কীর্ত্তি বৃথা হতে তুমি !
সেই মাতা,
সৃষ্টির বার্দ্ধক্য যেথা শিশুমূর্ত্তি ধরি
ক্রোড়ে শুয়ে ঐশ্বর্য্য বিলায়
সেই মাতা মোর—
রাজ্য দাও বিলায়ে তস্করে—
কিম্বা দাও ডুবায়ে বিলাসে
শুধু অমর্য্যাদা কর না মায়েরে !
এস মাতা— [উভয়ের প্রস্থান।

ফিলিপ। অট্টালাস—অট্টালাস—এই মুহূর্ত্তে—উৎসবের আয়োজন কর—বিবাহ করতে আমি এখনই গমন করব। [প্রস্থান।

অট্টালাস। (নেপথ্যে) যথা আজ্ঞা মহারাজ !

অট্টালাসের প্রবেশ।

অট্টালাস। মা—মা—সুবোধ কন্যা আমার ! আশীর্ব্বাদ করি চির সুখী হও !

ক্লিও। না—না, আশীর্ব্বাদ কর, বিবাহ বাসরে যেন বজ্রাঘাত হয়।

অট্টা। দুদিন—দুদিন —তার পর সব ভাল লাগবে।

ক্লিও। তাই লাগুক—তোমার দুর্দ্দশা দূর হক—কিন্তু বুঝলে না, তোমার যুগের পরিশ্রম ব্যর্থ হল তোমার লালন আজ পিশাচী প্রসব করলে !

পঞ্চম দৃশ্য।

উৎসব মণ্ডপ—বিবাহ বাসর।

অলিম্পিয়া ও ফিলিপ।

ফিলিপ। দাঁড়াও অলিম্পিয়া! এ বিবাহে তোমায় সাক্ষ্য থাকতে হবে।

অলি। সাক্ষ্য কেন স্বামী! নিজের হাতে তোমার বাসর-শয্যা রচনা করে দেব। অনুমতি দাও—নবদম্পতীর সেবা করে রাত্রি যাপন করব।

ফিলিপ। কৌতুক করছ ?

অলি। কৌতুক, স্বামীর সঙ্গে—ছিঃ লক্ষ জন্ম সেবা করলে, যাঁর সেবার শেষ হয় না—কোটী জন্মের তীর্থ যে স্বামী, সেই স্বামীর সঙ্গে কৌতুক! না মহারাজ! এ কৌতুক নয়—।

ফিলিপ। চতুর নারি! দেখা যাক্! অট্টালাস! নিয়ে এস সব ?

অট্টালাস ক্লিওপেট্রাকে লইয়া প্রবেশ করিল ও ফিলিপের বামে বসাইয়া দিল।

ফিলিপ। সুরা সুরা—সুরা দাও! তা নইলে প্রাণ ভরা উৎসব হবে না।

নর্ত্তকীগণের গীত।

আঁধারে ফুটিল আলো।
তড়িত লতা জড়িত হইয়া ভাতিল গগনে ভালো।
গাহিতে মিলন গান বিশ্ব তুলেছে তান
মধুর মিলন নেহারে, কুহু কুহু পাখী কুহরে।
প্রীতি হরষে আশীষ বরষে গগনে তারকা মালো॥
হের বিমল উজ্জ্বল বরণী, গ্রীক গর্ব্ব নব রাণী।
মূর্ত্তিমতী করুণা, মুছাবে মরম বেদনা॥
যুগল চরণে ভক্তি মাখা প্রাণে কুসুম অঞ্জলি ঢালো॥

অট্টা। এবার কেমন আনন্দ হচ্ছে—সম্রাজ্ঞি ?

ফিলিপ। ঠিক জিজ্ঞেস্ করেছ অট্টালাস! কেমন লাগছে অলিম্পিয়া ?

অলিম্পিয়া। চমৎকার অট্টালাস—চমৎকার! ক্লিওপেট্রা, ভগ্নি! তুমি আজ আমার স্বামীকে সুখী করেছ, আমার অসম্পূর্ণ কাজ তুমি সম্পূর্ণ করেছ, আমার সতিনী নও তুমি—আমার হিতৈষিণী, আমার এই ক্ষুদ্র উপহার গ্রহণ কর।

(নিজ গলদেশ হইতে হীরক হার খুলিয়া ক্লিওপেট্রাকে পরাইয়া দিল)

অলি। মহারাজ! কার্য্য শেষ—বিদায় নিতে অনুমতি দাও ?

ফিলিপ। সুরা—সুরা—অট্টালাস—সুরা দাও—নইলে প্রাণ ভরা উৎসব হবে না। (সুরাপান)

অট্টা। চমৎকার সুন্দরি! চমৎকার অভিনয়! বোধ হয় কোন রঙ্গালয়ে ছিলে ?

অলি। অট্টালাস (সহসা ক্রোধ সম্বরণ) না—না—কিছু মনে করনা।

অট্টা। এই যে, একটু গর্জ্জেছ! কিন্তু—আশ্চর্য্য! এই অপমান গুলো কি করে তুমি এমন করে সহ্য করছ ? জোরে একটা তোমার নিশ্বাস পর্য্যন্ত পড়ছে না ?

অলি। অট্টালাস! ব্রত ভঙ্গ হবে—আমার আরাধ্যদেবতা, আমার স্বামীর তৃপ্তিতে ব্যাঘাত ঘটবে! নির্ব্বোধ বেচারী পশু! সতীর নিশ্বাস বজ্রের মত তোমার শিরে পড়ে তোমাকে ভস্ম করে দেবে—তাই স্থির হয়ে আছি।

অট্টা। শুন অলিম্পিয়া! এই নারীর গর্ভে যে সন্তান জন্মাবে সেই সন্তান ম্যাসিডনের অধিপতি হবে।

সহসা অ্যালেকজাণ্ডারের প্রবেশ।

আলেক। তুমিই কি ম্যাসিডনের সম্রাট অট্টালাস ? যে রাজ্যের উত্তরাধিকারী নির্ব্বাচন করছ ?

ফিলিপ। আর যদি আমি নির্ব্বাচন করি—(সুরাপাত্র হস্তে উত্থান)

আলেক। তুমি! উত্তম! এস, মাতা! (উভয়ে যাইতে উদ্যত)

অট্টা। দ্বার রুদ্ধ কর! না—সেকেন্দারকে যেতে দাও, ওকে কিছু প্রয়োজন নাই।

আলেক। (ধীরে) অট্টালাস!

অট্টা। না—না, তোমার কোন প্রয়োজন নাই। প্রয়োজন তোমায় সম্রাজ্ঞী! এস, উৎসবে যোগদান কর—একটু সুরা পান কর।

আলেক। (ভীষণস্বরে) অট্টালাস! (অট্টালাসের হস্ত হইতে পাত্র পড়িয়া গেল)

অট্টা। এ হে হে—সুরা নষ্ট করে দিলে! না, এ সুরার যোগ্য তোমার মা নয়—সেকেন্দার; তোমার মার উপযুক্ত হচ্ছে, এই পাত্রের প্রহার।

(পাত্র ছুড়িয়া সেকেন্দারের মাতাকে আঘাত করিল ও শোণিত প্রবাহিত হইতে লাগিল।)

আলেক। মা—মা—(সেকেন্দার মাকে ধরিয়া ফেলিল ও নিজ বস্ত্র দিয়া রক্ত ধরিল।)

মাতৃ রক্ত! মাতৃ রক্ত!

অট্টালাস! মাতৃরক্ত করিয়াছ পাত!

(অসি লইয়া অগ্রসর ও অট্টালাসের ফিলিপের পশ্চাতে গমন)

ফিলিপ। কে আছ কৈ আছ!! বধকর সেকেন্দারে!

(উঠিয়া যাইতে পড়িয়া গেল)

আলেক। হাঃ হাঃ হাঃ—

পারস্য বিজয় যাবে যেই মহাবীর—

দু'পদ যাইতে তার লুটায় শরীর।

অট্টালাস!

এইবার কোথায় লুকাবে!

মাতৃরক্ত করিয়াছ পাত—
শিরে তব হবে খড়্গাঘাত! (অগ্রসর হইলেন)

ফিলিপ। (উঠিয়া) এখনও কর নাই বধ।
বধ কর—বধ কর—বধ কর সেকেন্দারে। (সম্মুখে দাঁড়াইল)

অলি। সেকেন্দার—সেকেন্দার
পিতৃহত্যা করনা বালক!

আলেক। তবে কি মা মাতৃহত্যা দেখিব নয়নে!

ফিলিপ। মম আজ্ঞা পুরস্কার পাবে!
বধকর দুর্বৃত্ত সন্তানে!

(সেকেন্দারকে সকলে চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিল দেখিয়া অট্টালাস তরবারি বাহির করিয়া আসিল।)

আলেক। চতুর্দ্দিকে শত্রু মাতা! ডরিনা কাহাকে—
কিন্তু আজ একদিকে মাতৃহত্যা।
অন্যদিকে পিতার জীবন—
ভগবন! ভগবন!
তব অংশে জন্ম যদি হয়—
এস দয়াময়—অগ্নিরূপে বজ্ররূপে
প্রলয়ের ধরিয়া মূরতি—
ধ্বংস করে ফেলহ সকল।
এস—এস—দেব—
পিতৃঘাতী করনা আমারে।

(সহসা পার্শ্বে ভীষণ বজ্রপাত ও সকলের মোহ ও অজ্ঞান হইয়া পতন)

(সেকেন্দারের হস্ত হইতে অসি পড়িয়া গেল ও সে পড়িয়া যাইতেছিল)

অলি। সেকেন্দার—সেকেন্দার—(বক্ষে ধরিল)

আলেক। মা—মা—(মাকে জড়াইয়া ধরিল)

—:০:—

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য।

চিলোর পর্ণকুটীর।

সম্মুখে দুইটী কুটীর দ্বার দেখা যাইতেছে, দুইটী পাশাপাশি দুইটীই চিলোর।
একটী কুটীর হইতে সেকেন্দার তরবারি পরিস্কার করিতে করিতে ও
একটী কুটীর হইতে চিলোর হাসিতে হাসিতে প্রবেশ।

চিলো। চমৎকার! নির্ব্বাসিত রাজপুত্রের হস্তে আবার অসি কেন?

সেকে। আশ্রয় দিয়েছ বলে উপহাস করছ বন্ধু?—না তোমার সত্যই আশ্চর্য্য হবার কারণ আছে। তবে কি জান,—এ আমার শৈশবের ক্রীড়নক্—বাল্যের সহচর, যৌবনের বন্ধু। হয়ত বার্দ্ধক্যের যষ্টি হ'বে বলে একে পরিত্যাগ করতে পারিনি।

চিলো। পরিত্যাগ করনি, কিন্তু ও তোমায় পরিত্যাগ করেছে, তা না হলে রাজপুত্র হয়ে আজ তুমি নির্ব্বাসিত হবে কেন?

সেকে। আমি নির্ব্বাসিত হইনি বন্ধু! ঘৃণায় রাজ প্রাসাদ পরিত্যাগ করে এসেছি। মনে পড়েছে চিলো! ম্যাসিডনের সম্রাট—যাঁর কীর্ত্তির

দ্বারে শত শত দেশ মাথা নত করেছে—সেই আমার পিতা, সুরাপান করে, প্রেতের মত অট্টহাস্য করছেন ; আর তাঁরই একজন উচ্ছিষ্ট ভোজী পদলেহী কুকুর, সুরার পাত্র ছুঁড়ে আমার মাকে প্রহার করছে—মাতৃরক্ত মাতৃরক্ত চিলো— (তরবারি বহিষ্কৃত করিয়া যেন কাহাকে কাটিতে গেল)

না, না চিলো ! বন্ধু ! বুঝেছি—তুমি আমায় উত্তেজিত করছ।

চিলো। কিছু অন্যায় করিনি বন্ধু !

সেকে। আমায় উত্তেজিত করনা বন্ধু! আমি বেশ আছি। এখানে উচ্ছিষ্ট ভোজী মদ্যপায়ীর নিকট চীৎকার নাই, বিধ্বস্ত প্রজার নীরব ক্রন্দন নাই, সতীত্বের ভীষণ আর্ত্তনাদ্ নাই ; রাজ প্রাসাদ হতে এস্থান শতগুণ সুন্দর শতগুণ পবিত্র !

চিলো। এই নির্ব্বানোন্মুখ ধ্বংসোন্মুখ ম্যাসিডন্‌কে রক্ষা করা কি—তোমার কর্ত্তব্য নয় ?—তাকে রক্ষা করা কি যায় না ?

সেকে। যায়—চিলো !—যায় ?

[চিলো। চল বন্ধু ! পীড়িত প্রজাদের ডেকে তুলি—তাদের হাতে অস্ত্র তুলে দিই—বক্ষে সাহস ভরিয়ে দিই ; জনকতক পদলেহী কুকুর—তাদের রাজতক্ত থেকে—হিচড়ে টেনে নামিয়ে এনে হত্যা করে ধর্ম্ম-রাজ্য সংস্থাপন করি।]

সেকে। চিলো—চিলো ! তুমি আমায় বিদ্রোহীর পোষাক পরিয়ে জগতের চক্ষে ধরিয়ে দিতে চাও ? চমৎকার বন্ধু তুমি !

(সেকেন্দারের মাতা অলিম্পিয়া ও সেলুকস্ বাহির হইল)

অলিম্পিয়া। সেকেন্দার !

সেকে। এস, মা ! এস, সেলুকস্ ! কিন্তু কেন তুমি আমাদের সঙ্গ নিয়ে কষ্ট পাচ্ছ ?

(অট্টালাস ও ক্লিওপেট্রার অন্তরালে আগমন)

সেলু। কষ্ট—যে কষ্ট তোমরা বহন করছ—সে কষ্ট কি আমার লাগবে ?

অট্টা। সমস্ত ম্যাসিডনে কেউ আশ্রয় দিতে ভরসা করেনি, কেবল এই পশু চিলো ভরসা করে আশ্রয় দিয়েছে; সম্রাটের হুকুম এনে এর ঘর জ্বালাবই জ্বালাব।

ক্লিও। ঘর জ্বালাও আর যাইকর বাবা! এ লোকটা পশু নয়—প্রকৃত বন্ধু—বিপদে বন্ধুকে সাহায্য করেছে।

অট্টা। হ্যাঁ—হ্যাঁ, অনেকদূর এগিয়ে প'ড়েছিস্—আর উপায় নেই। একটু শক্ত হ'—এদের নির্ব্বাসন দণ্ডটা তুই শুনিয়ে দে। যা মা তোরই জন্য—

ক্লিওপেট্রার প্রবেশ।

ক্লিও। এই যে, এইখানে তোমরা আছ। সম্রাট চান্—আমি চাই, তোমরা এই মুহূর্ত্তে সাম্রাজ্য ছেড়ে চলে যাও, নইলে অনর্থ হবে।

চিলো। কে তুমি? তোমার হুকুম আমরা মান্‌তে চাই না।

অট্টালাসের প্রবেশ।

অট্টা। তবে এই সম্রাটের হুকুম। (পরোয়ানা দেখাইল)

সেকে। দেখি (পাঠ)।

চিলো। এ জাল্—এ হতে পারে না। হলেও আমি তোমায় এ হুকুম মানতে দেব না।

সেকে। বন্ধু! পিতার আজ্ঞা মান্‌তে দেবে না? কত দিন এ রাজ্য ভোগ করব—কত দিন এ পৃথিবীতে থাক্‌ব? দুটো দিন—দুটো দিন; কিন্তু বিনিময়ে কি লেখা থাক্‌বে জান? পৃথিবীর মরণের দিন পর্য্যন্ত ইতিহাসের প্রত্যেক পৃষ্ঠায়, প্রতি ছত্রে রক্তাক্ষরে লেখা থাক্‌বে, "অকর্ম্মণ্য সেকেন্দার নিজের হাতে রাজ্য গড়ে নিতে পারেনি, গড়া রাজ্যের লোভে, পিতার বিপক্ষে বিদ্রোহ করেছিল"। *[শুধু পড়ে তা'রা ক্ষান্ত হবে না; দুর্ব্বল সাহস পাবে, সাহসী আমার উদ্যমকে প্রমাণ দেখিয়ে কার্য্য করবে। চিলো! আমার আদর্শে প্রতি রাজ্যে, প্রতি দেশে পিতৃদ্রোহী

জন্মাবে।]* না—বন্ধু! ঝড় বৃষ্টি থেকে তুমি আমায় আশ্রয় দিয়েছ—তা বলে আমার বিবেকের জয়ধ্বনি—আমার আত্মার সন্তোষ—আমার পরকালের আশ্রয় থেকে, আমায় নিরাশ্রয় করনা—বন্ধু বিদায়—

(পরোয়ানা মাথায় ঠেকাইল)

পারি—নিজের হাতে রাজ্য গড়ে নেব; না পারি, মোট্ ব'ব—ভিক্ষাকরে মর্য্যাদার অন্ন মাকে খাওয়াব। এস—মা!

চিলো। তবে দাঁড়াও ভাই! আমি ও যাব—একা তুমি মায়ের সেবা পারবেনা আমি তোমার সাহায্য কর্‌ব।

সেকে। তোমায় ছেড়ে যেতে কষ্ট হচ্ছে চিলো কিন্তু তোমার যাওয়া হতে পারে না। তোমার স্ত্রী, তোমার ভগ্নী রয়েছেন; যদি তাঁদের কোন ব্যবস্থা করে যেতে পার, যেও আমরা পারস্যাভিমুখে চল্লুম। বন্ধু! বিদায়—

(অলিম্পিয়া ও সেকেন্দারের প্রস্থান)

চিলো। হ'লনা। আপনার জন আমায় বাধা দিলে—আপনার জন আমার শত্রু হ'ল! রাজার ছেলে বনে চল্‌ল—শুধু রাজার ছেলে নয়—যে আমার প্রাণ দিয়েছিল, আমার মত হীন দস্যুকে যে মানুষ করে দিয়েছিল,—সেই বন্ধু আমার নির্ব্বাসনে চল্‌ল, আর আমি স্ত্রী ভগ্নীর জন্য তাদের সেবা করতে যেতে পারলুম না। (কুটীর মধ্যে গমন)

ক্লিও। বাবা—বাবা! রাজার ছেলে, রাজার রাণী, রাজভোগ ছেড়ে রাজ প্রাসাদ ছেড়ে, স্বর্ণ পালঙ্ক ছেড়ে পর্ণ-কুটীরের ধূলায় আশ্রয় নিয়েছিল; পিতার স্নেহ—স্বামীর সোহাগ হতে বঞ্চিত হয়ে—পরের স্নেহ ভিখারী হয়েছিল, তাও তোমার সহ্য হ'ল না! বল বাবা,—তোমার দুর্দ্দশা দূর হতে আর কতটা? এই বেলা বল—শয়তানী চক্রান্তে আমার মস্তিষ্ক তপ্ত রয়েছে—পিশাচ বৃত্তিতে আমার বুক্ টগ্ বগ্ করে ফুটছে। বল বাবা, এই বেলা বল? নইলে—উঃ গেল বুক জ্বলে গেল—জ্বলে গেল—

[দ্রুত প্রস্থান।

অট্টালাস। দু'দিন পরে ও বুকে একটুও বেদনা থাকবে না।

সৈন্যসহ ফিলিপের প্রবেশ।

ফিলিপ। চিলো কই? অট্টালাস্ বলে এল—সে সেকেন্দারকে আশ্রয় দিয়েছে। এই যে, অট্টালাস। বাঃ চমৎকার হয়েছে। কই চিলো?

চিলোর প্রবেশ।

চিলো। কে সম্রাট্?

ফিলিপ। বাঁধ—চিলোকে। না আগে ওর স্ত্রী, ভগ্নীকে বেঁধে নিয়ে প্রমোদকক্ষে চল। যাও বাঁধ, বাঁধ। (সৈন্যগণের অগ্রসর হওন)

চিলো। এযে সত্য সত্যই পিশাচ মূর্ত্তি। কি করে স্ত্রী ভগ্নীর মর্য্যাদা রক্ষা করব? একা ত পারব না। শুধু ম'রতে পারব। কিন্তু তা হ'লে না—না, সেকেন্দার যে আমার প্রাণের বন্ধু,—তার পিতার অপবাদ, আমার পিতার অপবাদের মত বুকে বাজবে। সেকেন্দার যদি শুন্‌তে পায় যে, তার পিতার অপকীর্ত্তির সঙ্গ, আমার স্ত্রী, ভগ্নীর নাম আছে—তা হলে সে মরে যাবে। না না, উপায় হয়েছে—উপায় হয়েছে। (প্রকাশ্যে) সম্রাট! আমার পালাবার উপায় নাই। আমায় অনুমতি দিন, আমার স্ত্রী ভগ্নীকে আমি নিজে এনে আপনাকে দিই। আমায় প্রাণে মারবেন না।

ফিলিপ। উত্তম, নিয়ে এস। (চিলোর প্রস্থান) এই, সব সতর্ক থাক। চারিদিক নের বড় দেরী হচ্ছে; একজন দেখত, বড় দেরী হচ্ছে!

(দুইটী ছিন্ন মুণ্ড লইয়া—চিলো বাহিরে আসিল।)

চিলো। একটু দেরী হবে বৈকী, সম্রাট্! এই নাও, *[পিশাচ সম্রাট্! উপভোগ কর—উপভোগ কর। রাজা হয়ে প্রজার ধর্ম্মে হাত দিতে এসেছ?]* কি বলব, সেকেন্দারের পিতা তুমি—

ফিলিপ। একি একি!

চিলো। উপভোগ কর—উপভোগ কর, একটা তুমি নাও, একটা তোমার অট্টালাসকে দাও (নিক্ষেপ) সেকেন্দার ভাই, আমার স্ত্রী ভগ্নীর ব্যবস্থা ভগবান করেছেন—দাঁড়াও ভাই, আমিও যাব। [বেগে প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

পারস্য সম্রাট দারায়ুসের প্রমোদকক্ষ।

বেসাস্, মকর ও বীরসিংহ।

মকর। দেখ, বীরসিংহ! তুমিও ভারতবাসী, আমিও ভারতবাসী। আমায় তুমি সর্ব্বদা বিলাসমগ্ন দেখছ কিন্তু তুমি জাননা কি মহৎ উদ্দেশ্য এর ভেতর লুকানো আছে—

বেসাস। আমি তোমায় এখনি বুঝিয়ে দিচ্ছি শুন। আমাদের সম্রাটের ইনি হচ্ছেন একজন প্রধান হিতৈষী। রাজত্ব কতকগুলো বৃদ্ধি পেয়ে পাছে তার শাসন শৃঙ্খলার ব্যতিক্রম ঘটে তাই মকর মশায় দু একখানা গ্রাম, দু একটা মহল, নিজের নামে করে নিয়ে—সম্রাটের সুশাসনের সুবিধে করে দেন। খাজাঞ্চি খানায় অর্থ জড় হয়ে, দেশের চোর ডাকাত না বাড়ায়,—সে বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা করে, কতকগুলো টাকা রাজার উপকারের জন্য নিজের বাড়ীতে রেখে দেন আর কতকগুলো টাকা পাঁচ দেশের সুন্দরীরা কিনে রেখে দেন, চোরে জালা মাথায় করে কখনই যেতে পারবে না। কে পিতা, কে মাতা, কে –

মকর। দেখ, থাম বল্‌ছি।

বেসাস। আরে থাম থাম'—শেষ হলেই থাম্‌ব। কে ছেলে, কে স্ত্রী—সংসারের আদর যত্নে, ভক্তি শ্রদ্ধায়, সম্রাটের মন পাছে সংসারে আবদ্ধ হয়ে, নরকের পথ পরিষ্কার করে—পাছে, স্ত্রী পুত্র তা'র সংযম

দুর্গ জয় করে ফেলে, তাই সেই দুর্গের চতুর্দ্দিকে গড় কেটে, সুরাতরঙ্গে ভর্ত্তি করে রাখেন, তবকে তবকে নাচ্‌ওয়ালী ফৌজ সাজিয়ে রাখেন।

মকর। বড় বাড়াবাড়ি ক'রে তুললে বেসাস্! ভাল হবেনা বল্‌ছি।

বেসাস। আরে থাম! আর শেষ করে এনেছি। রক্তমাংসের শরীর থেকে জোর করে, তার অধিকার কেড়ে না নিলে, সে অধিকার সে কিছুতে ছাড়তে চায় না। দেহে এক বিন্দু শোণিত থাকৃতে, রূপের মোহ—ঐশ্বর্য্যের সমারোহ কেউ ভুলতে পারে না; তাই সৌম্য মূর্ত্তি মকর মশায় সম্রাটের আত্মার সদ্গতির জন্য পরলোকে তাঁর প্রতিষ্ঠার জন্য, তাঁকে সর্ব্বত্যাগী করে সন্ন্যাসী সাজাবার জন্য কখনও তহবিল গরমিল ক'রছেন, কখনও প্রজার দ্বারা রাজস্ব লুট করাচ্ছেন, কখনও বা আত্মীয় স্বজনকে তাঁর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করাচ্ছেন।

মকর। এমন করে রহস্য করলে মারা যাবে বল্‌ছি।

বেসাস। রহস্য করলেত মারা যাব।—না মকর প্রভু! আমি রহস্য করিনি—আমি স্বরূপ বলছি। যাক্, শুনে যাও বীরসিংহ!

বীর। আপনি কি উদ্দেশ্যে এসেছেন, তা আমায় শুনাবার অর্থ?

বেসাস। তার অর্থ এই যে, হে ভারতবাসী ছত্রভঙ্গ যুবক! আমি এখানে রীতিমত কাজ করছি, আর তুমি এখানে স্ফূর্ত্তি ক'রতে এসেছ। অর্থাৎ তুমি যদি এখানে থাক, তা হলে আমার একটু বাধ বাধ ঠেকবে।

মকর। (স্বগত) কটু কটু করে বলে বটে কিন্তু ঠিক বলেছে। (প্রকাশ্যে) দেখ, বীরসিংহ! তুমি যে কাজ পেয়েছ, তা সম্মানের বটে! তবে শেখবার কিছু নাই; শুধু চুপ করে বসে থাকা, আর আহার, নিদ্রা।

বেসাস। এই আহার আর নিদ্রা! আর একটা কাজ ছিল তা তুমি ছেলে মানুষ। সেটার মৌরসী এঁর নামেই হয়ে গেছে। নূতন প্রজাবিলি আর হবে না।

বীর। উত্তম। সম্রাটকে আমি আপনার শুভ ইচ্ছা, আর আমার বিদায় জানাব।

বেসাস। তা জানিও; তোমার মাথা মোটেই নেই বীরসিংহ! ভারতবাসীর যে মাথা আছে, এ আমি মকরের মাথা দেখে বুঝ্‌তে পেরেছি।

মকর। কি রকম—কি রকম?

বেসাস। এই যে, হাসি এসেছে। দেখলে, কি রকম তোমার মাথা? যা' ব'লব, তা' ধাঁ করে ধরে ফেলেছ।

মকর। আরে যাও—কি বল—তা' বুঝতে পারি না।

বেসাস। বুঝতে না পারলে, হাসবে কেন দাদা।—এঁ্যা।

মকর। আরে যাও—

বেসাস। ভারতবর্ষের মাটীও যেমন উর্ব্বরা—তোমার মাথাও ঠিক তেম্‌নি উর্ব্বরা। নিশ্চয় বলতে পারি, রীতিমত পুরাণ পচা গোবর তোমার মাথায় ঠেসে পূরে দিয়ে ভগবান তোমায় পাঠিয়েছেন। দুর্গজয়ের ব্যাপার তুমি শুনেছ বীরসিংহ?

বীর। একটা দুর্গ কাঠ দিয়ে তৈরী হয়েছে তা কি হবে জানিনা।

বেসাস। অত্যন্ত কুড়ে তুমি! ঐ জন্যই তোমার অন্য জায়গায় যাওয়া দরকার! যাক্! এখন শুন—আমাদের বীর সম্রাটের হঠাৎ ইচ্ছে হ'ল, ম্যাসিডন্ জয় করব। যেমন ইচ্ছে, অমনি প্রতিজ্ঞা। "যতদিন ম্যাসিডন দুর্গ জয় না করি, ততদিন খাদ্য জল স্পর্শ করব না।" কিন্তু বাবা—একটা দেশ জয় করা ত সহজ কথা নয়—শুধু সুরাপান করে, কতক্ষণ চ'লবে? ক্রমে বেলা বাড়তে লাগল, এধারে ক্ষিদে তেষ্টায় সম্রাট যায় যায়! কি করে প্রতিজ্ঞা রক্ষা হয়? কি করে প্রতিজ্ঞা রক্ষা হয়? মকর প্রভু অমনি ধাঁ করে মাথা থেকে বার করে বললেন, "সম্রাট! একটা কাজ করুন, উপস্থিত ধাঁ করে একটা কাঠের দুর্গ করে ফেলুন, আর ম্যাসিডনের রাজার একটা কাঠের মূর্ত্তি তোয়ের করে তার ভেতর রেখে দিন।"

ব্যস্ ধন্যি ধন্যি হয়ে গেল। দুর্গ তৈরি হয়েছে এখনি সেটা জয় করা হবে আর সেই ম্যানিডনের মূর্ত্তি পুড়িয়ে ফেলা হবে।

বীর। কিন্তু একি একটা বেশ সম্মানের কাজ হচ্ছে?

বেসাস। হক্ না হক্ একটা মাথা বটে! মৌলিকত্ব আছে।

সম্রাট দারায়ুসের প্রবেশ।

দারা। তেষ্টা—তেষ্টা বড় তেষ্টা। সুরা দাও। দুর্গ জয় করতে একটু দেরী হবে। (উপবেশন ও সুরাপান)

একজন প্রহরীর প্রবেশ।

প্রহরী। সম্রাট। এই দু'জন আপনার সৈনিক বিভাগে কর্ম্ম-প্রার্থী হয়ে এসেছে।

সেকেন্দার ও সেলুকসের প্রবেশ।

দারা। আবার এসময় কেন? যাক;—আমার লোক্ দরকার। কত মাইনে চাও বল?

সেকে। কিছু না সম্রাট। আমাদের মার ভরণ-পোষণ করতে পারি যাতে—তাই হলেই হল।

মকর। তোমার মা কিছু নৃত্যগীত জানে যুবক?

সেকে। নির্ব্বোধ পশু! সন্তান এসে মার ভরণ-পোষণ চাইছে, আর তুমি তোমার মার সম্মান রাখতে জাননা? কখন কি মার স্তন্যপান করনি?

(তলোয়ার বাহির করিল)

মকর। বটে! তলোয়ার দেখাচ্ছ? চাকরী করতে এসে চোখ রাঙান? (প্রহার করিতে উদ্যত)

বেসাস। ধীরে মকর—ধীরে। ভারতবাসী তুমি চাকরী করতে এসে সব করতে পার, কিন্তু সকলে তা পারে না। সাবধান।

দারা। আহা হা করকি যুবক! তোমাদের কর্ম্ম দিলুম। এদের বিশ্রাম করতে দাও।

(প্রহরীর সেকেন্দার ও সেলুকসকে লইয়া প্রস্থান)

বেসাস। কিছু মনে করনা মকর! আমি মাতাল কখন কি বলি কিছু ঠিক থাকে না। সম্রাট, মকর প্রভু রাগ করেছে। কিন্তু মুখটা বড় খারাপ হয়ে গেল! আপনি একটু হুকুম করে দিন, আজ গুজরাটী নাচের সঙ্গে একটু মদ্ খাব।

দারা। দাও হে দাও মকর! ওটা জানোয়ার! ওর উপর আবার রাগ করে।

মকর। না সম্রাট! তা আর জানি না? আমি রাগ করিনি। এই কে আছিস্? রাগ করব কার উপর? রাগ করলে নিজেরি ক্ষতি।

বেসাস। হাঁ প্রভু! তোমার ভারতবর্ষের উপর দিক্‌টা প্রায় শেষ হয়ে গেছে। দিল্লী, আগ্রা, কাশ্মীর, এ সব কারখানার মাল সব বোঝা গেছে। আজ একটু নীচের দিকে নাম—গুজরাট মন্দ হবে না। হুকুম কর—হুকুম কর!

মকর। কে আছিস—গুজরাটী—গুজরাটী—

নর্ত্তকীর প্রবেশ ও গীত।

কাঁহা মেরী চিত চোরা।
তার লাগি বহি শিরে দুখ পসরা।
নিমেষে হেরিয়া তায় পরাণ সঁপিনু পায়
এখন কেঁদে কেঁদে দিবানিশি আমার যে প্রাণ যায়,
মুখ চেয়ে চেয়ে তার, বহি এ জীবন ভার।
সে তো হায় জানে না আমি কত কাতরা॥

বেসাস। (গীতান্তে) ওহো হো—বন্ধু! মদের সঙ্গে গুর্জ্জরের নাচ্—ওহো হো! একেবারে ঘিয়ের সঙ্গে পান্তা ভাত! বন্ধু! বন্ধু! —তুই আমার সৎমা!

এক ব্যক্তির একটী মূর্ত্তি লইয়া প্রবেশ।

ব্যক্তি। সম্রাট! এই ম্যাসিডন সম্রাট্ ফিলিপের মূর্ত্তি!

মকর। যাও—যাও—দুর্গের ভেতর বসিয়ে দাও গে!

বেসাস। সম্রাট—গোঁপটা একটু ছোট হয়েছে—বড় করে দিতে বলুন

দারা। চল—চল— [সকলের প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য।

কাষ্ঠ নির্ম্মিত ম্যাসিডন দুর্গ।

সেকেন্দার ও অলিম্পিয়া।

সেকে। মা—রাজ্য হ'তে বিতাড়িত হয়েছি, পিতৃ স্নেহ হ'তে বঞ্চিত হ'য়েছি—কিন্তু তথাপি এ ভগ্ন হৃদয়ের উন্মাদনা হ'তে ত নিষ্কৃতি পাচ্ছি না। মনে হচ্ছে কতদিনে সমস্ত গ্রীসকে একত্রিত ক'রব—কতদিনে পারস্য জয় করব—কতদিনে সারা পৃথিবীকে একটা মস্ত বড় গ্রীসে পরিণত ক'রব। পারস্যের অধীনে কর্ম্ম নিয়ে গুপ্ত ভাবে পারস্যের রাজনীতি যুদ্ধনীতি পর্য্যালোচনা ক'রতে এসেছিলুম—কোন বলে পারস্য বলীয়ান দেখতে এসেছিলুম—কিন্তু—দেখলে মা—কি জঘন্য পারস্যজাতি—এই বিলাস স্রোত ম্যাসিডনে পৌঁছেচে। এই পারস্যের বিলাস সমস্ত পৃথিবীকে নষ্ট করবে।

অলিম্পিয়া। তবু মানুষ আছে—দয়া আছে—সহানুভূতি আছে। সেকেন্দার! আমি আর কোথায় যাব না। পারস্য ম্যাসিডনের অধীনতা স্বীকার করতে চায় না, সে জন্য পারস্য ম্যাসিডনের শত্রু—শত্রুর অত্যাচার সহ্য করতে পারব, কিন্তু মিত্রের অত্যাচার সহ্য করতে পারব না।

সেকে। জানি না মা! তোমার মর্য্যাদা রক্ষা কর্ত্তে পারব কি না?

উচ্চ হাস্য করিতে করিতে সেলুকসের প্রবেশ।

ব্যাপার কি—সেলুকস্? অত হাসছ কেন?

সেলু। হোঃ—হোঃ—হোঃ—

সেকে। ব্যাপার কিহে—ব্যাপার কিহে—দম্ বন্ধ হয়ে গেল যে!

অলি। কি হ'ল সেলুকস্? এই দুর্দ্দিনেও যে, তুমি হাসালে।

সেলু। হোঃ হোঃ হোঃ—

সেকে। যাও বিরক্ত করনা সেলুকস্!

সেলু। বিরক্ত করছি কি! হোঃ হোঃ হোঃ—তোমরা এখন কোথায় দাঁড়িয়ে আছ জান?

সেকে। কেন, পারস্যে—

সেলু। তবে আর হাসছি কেন? তোমরা পারস্যে নও—তোমরা একেবারে ম্যাসিডনে।

সেকে। কি রকম—কি রকম!

সেলু। এই ম্যাসিডনের দুর্গ!

সেকে। ব্যাপার কি, বল দেখি স্পষ্ট করে?

সেলু। শুন, পারস্য সম্রাট দারার নেশার ঝোঁকে হটাৎ ইচ্ছা হ'ল যে, ম্যাসিডন দুর্গ জয় করব। যেমন ইচ্ছা—অমনি প্রতিজ্ঞা কারণ তখন তেজে শরীর পরিপূর্ণ হয়ে রয়েছে—দুর্গ জয় না করতে পারলে, অন্ন জল গ্রহণ করব না! কিন্তু বাবা—এতো চারটী খানি কথা নয়—কি করবে? এ ধারে ক্ষিদে তেষ্টায় প্রাণ যায় যায়। তখন তা'র সভার একটী মনীষি বললেন—যে দুর্গ পরে জয় করা যাবে। উপস্থিত একটা ম্যাসিডনের কৃত্রিম দুর্গ আর সম্রাট ফিলিপের একটা মূর্ত্তি তয়ের করে, সেটা সসৈন্যে জয় করা হক্। সে মনীষিটি কে জান? সেই যে, তোমায় যে চোখ রাঙিয়ে ছিল! দুর্গ এখনি জয় হবে, তারপর ঐ মূর্ত্তিতে আগুণ দেওয়া হবে! হোঃ হোঃ ওরে বাবারে!

সেকে। হাস্‌ছো সেলুকস? এত বড় একটা ব্যাপারকে হেসে লঘু করে দিচ্ছ?

সেলু। অনেক রকম চেষ্টা করেছি—করুণ, বীভৎস, বীর! কিন্তু হাস্য ছাড়া—আমি আর কিছু করতে পারছিনি।

সেকে। হেস না সেলুকস! হেস না। তোমার দেশের কথা মনে কর—তোমার জাতির গৌরব অনুভব কর—তোমার রাজার সম্মান স্মরণ কর! ক্রীড়ায় হ'ক, কৌতুকে হক্, তোমাদের যশোরাশি নিয়ে শত্রু খেলা করছে! নেশার ঝোঁকে হ'ক্, বীরত্বের ব্যভিচারে হ'ক, তোমাদের সম্মানের মাথায় তা'রা পা তুলে দিচ্ছে।

আলি। সেকেন্দার—পুত্র

সেকে। ম্যাসিডনের কৃত্রিম দুর্গ হলেও, এই আমাদের ম্যাসিডন! সম্রাটের নির্জীব মূর্ত্তি হলেও আমাদের সম্রাট্—আমার পিতা!

সেলু। একি- একি - মূর্ত্তি! চক্ষে একি দীপ্তি! অপরাধ হয়েছে—বল—কি করতে হবে?

সেকে। দেশের সম্মান রাখতে হবে, জাতির গৌরব রাখতে হবে। পারস্যের হস্ত হতে এ দুর্গ রক্ষা করতে হবে।

সেলু। কিন্তু আমরা যে মাত্র দু'জন?

আলি। দু'জন নয়, সেলুকস্—আমরা তিন জন।

সেকে। এই তিন জনে তিন শত পারস্যকে হত্যা করে যেতে হবে। দুর্গ জয় না করতে পার সেলুকস্! মরতে হবে। পারস্যকে জানিয়ে যেতে হবে - ম্যাসিডন—ম্যাসিডন! পারস্য তার কৃত্রিম দুর্গ ও সহজে জয় করে ম্যাসিডনের সর্ব্বাঙ্গে কলঙ্ক দিতে পারবে না এস— (যাইবার উদ্যোগ)

বেগে চিলোর প্রবেশ।

চিলো। সেকেন্দার ভাই—আমি এসেছি। ভগবান আমার স্ত্রী, ভগ্নির ব্যবস্থা করেছেন।

সেকে। এসেছ ভাই! তবে চার জন হয়েছি। এস, চিলো! সময় নেই একটা মস্ত বড় কাজ—একটা মস্ত বড় কীর্ত্তি! (সকলের দুর্গ মধ্যে প্রবেশ)

ম্যাসিডনের পরিচ্ছদ পরাইয়া কতকগুলি সৈন্য লইয়া মকরের প্রবেশ।

মকর। তোমরা যেন ম্যাসিডনের সৈন্য বুঝ্‌লে? যাও—ঐ দুর্গের ভেতর। এখনি সম্রাট তাঁর দিগ্বিজয়ী পারস্য সৈন্য নিয়ে এই দুর্গ আক্রমণ করবেন! অমনি তোমরা ওর ভেতর থেকে ফাঁকা তীর আকাশের দিকে ছুড়তে থাকবে। সঙ্গে সঙ্গে সম্রাটের পক্ষ থেকে ও ফাঁকা তীর ছোঁড়া চ'লবে। তোমরা দুর্গের ভেতর থেকেই দু' একজন আর্ত্তনাদ করে দেখাবে—যেন তোমরা মরে গেছ।

বেসাসের প্রবেশ।

বেসাস। না—হয় দু'চার জন মরেই যাবে, দেখতে ও সেটা ভাল হবে।

মকর। তারপর বাদবাকী সব এসে সম্রাটের হাতে আত্মসমর্পণ করবে যাও—ঐ সম্রাট আসছেন। (সকলের দুর্গ মধ্যে প্রবেশ)

দারায়ুসের প্রবেশ।

দারা। দুর্গ জয় কর—দুর্গ জয় কর!

(সম্রাটের সৈন্য সকল অগ্রসর হইল)

(দুর্গ হইতে ফাঁকা তীর আসিল, সৈন্যগণ আরও অগ্রসর হইল, সহসা উপর্য্যুপরি পাঁচ সাতটি তীক্ষ্ণ তীর আসিয়া সৈন্যগুলি মারা গেল।)

সৈন্যগণ। সম্রাট—সম্রাট ঝাঁকে ঝাঁকে তীর ঝাঁকে ঝাঁকে তীর—মলুম—মলুম—

মকর। ওরে বাবারে—এ যে সব ধারাল তীর—আপনি বাঁচলে বাবার নাম। [প্রস্থান।

দারা। মকর—মকর—

বেসাস। মকর আপনার প্রমোদ কক্ষ রক্ষা করতে গেছে। আমার পেছনে আসুন সম্রাট! ঝাঁকে ঝাঁকে তীর আসছে—মরি, আমি মরব।

দারা। (বেসাসের পশ্চাৎ যাইয়া) একি—একি, এযে সত্যি কারের তীর—কোথা থেকে আসছে! কোথা থেকে আসছে?

বেগে সেকেন্দারের প্রবেশ—বক্ষে মূর্ত্তি ও পশ্চাৎ অন্যান্য সকলের প্রবেশ।

সেকে। ম্যাসিডন থেকে সম্রাট্! ম্যাসিডনের দুর্গ জয় করতে এসেছেন এ সব ম্যাসিডন থেকে আস্‌ছে।

দারা। কে—কে—একি! এ যে আজকার সেই কর্ম্ম প্রার্থী যুবক!

সেকে। হাঁ সম্রাট! আমি ম্যাসিডনের অধিবাসী—আমি সম্রাট্ ফিলিপের পুত্র! সম্রাট! এমন করে রাজ্য করে না—পরের ইজ্জত নিয়ে এমন করে খেলা করে না। শক্তি দিয়ে যে রাজ্য জয় করা যায় না, তার সম্মুখে সসম্ভ্রমে শির নত করতে হয়। তা'কে এমন করে ব্যঙ্গ করে না। না সম্রাট! কিছু মনে করবেন না—আমি আপনার কাছে ঋণী। আমি অভিমানে দেশ ছেড়ে চ'লে এসেছিলুম *[আপনি শিখিয়ে দিয়েছেন—দেশ দেশ—বিদেশ বিদেশ। দেশের অত্যাচার—সিংহের অত্যাচার—বিদেশের অত্যাচার শৃগালের অত্যাচার]* বিদায়! সম্রাট! আমি দেশে ফিরে চললুম— [ম্যাসিডন বাসীগণের প্রস্থান।

মকরের প্রবেশ।

মকর। আক্রমণ কর—আক্রমণ কর—

দারা। থাক মকর—থাক্। তুমি পদচ্যুত!

মকর। এ্যাঁ—এ্যাঁ—

দারা। হাঁ তুমি পদচ্যুত! ফিলিপ পুত্র আমায় বলে গেল,—যে বিপদের সময় বন্ধুকে ফেলে পলায়ন করে সে পরিত্যজ্য, যাও—যাও—এই মুহূর্ত্তে যাও—নইলে—(মকরের প্রস্থান পশ্চাৎ দারার প্রস্থান)

বেগাস। না বাবা! ভারতবাসীটা কুকুরের মত এতদিন পা চেটেছে—এবার ক্ষেপে না কামড়ায়—! পেছু নিতে হ'ল! [প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

ম্যাসিডন।

জনকতক গ্রীক।

সকলেরই হাতে ছুরি।

১ম গ্রীক। তুমি স্ত্রী হারিয়েছ—তুমি ভগ্নী হারিয়েছ—আমি কন্যা হারিয়েছি; এক আঘাতে শেষ করলে, এতগুলো অত্যাচারের প্রতিশোধ হবে না! বন্য জন্তুকে যেমন করে শীকার করে, ঠিক তেমনি করে ফিলিপকে হত্যা করতে হবে। শপথ কর!

২য় গ্রীক। কিন্তু একটা কথা ফিলিপের পরাক্রমেই আমরা স্বাধীন বলে পরিগণিত; এই ফিলিপের বীরত্বেই গ্রীস্ পৃথিবীর শীর্ষে অধিষ্ঠিত।

১ম গ্রীক। আজ আবার সেই ফিলিপের অত্যাচারে আমরা জর্জ্জরিত! পৃথিবীর চক্ষে গ্রীক অধঃপতিত। না—যে বাহুর সেবায় এতদিন ধন্য হয়েছ—সে বাহুতে সর্প দংশন করেছে—সে বাহু ছিন্ন করে ফেলতে হবে।

৩য় গ্রীক। সে সর্প—অট্টালাস! আগে তার ধ্বংসের প্রয়োজন!

১ম গ্রীক। না—তার কি অপরাধ? অপরাধ রাজার—আগে ফিলিপ, তারপর অট্টালাস! আগে বিষের ক্রিয়া থেকে দেহ মুক্ত কর, তারপর সর্পের ধ্বংসে ছুটে যেও। শপথ কর, আজ রাত্রে ফিলিপের শেষ ক'র্‌ব। (ঠিক্ সেই সময়ে সেকেন্দার প্রভৃতির অন্তরালে আগমন)

সকলে। শপথ করছি, আজ রাত্রে—

সেকেন্দার চিলো ও অলিম্পিয়ার প্রবেশ।

সেকে। না শপথ ক'র না—ক্ষমা কর। সর্দ্দারগণ! আমার পিতাকে ক্ষমা কর!

১ম গ্রীক। কে রাজকুমার—আপনি এসেছেন? আশ্চর্য্য হচ্ছি! যে পিতা, পুত্রকে পথের ভিখারী করে ছেড়ে দিয়েছে—সেই পিতার জন্য পুত্র প্রাণ ভিক্ষা করছে!

সেকে। সর্দ্দার! দেশের রাজা—প্রজাকে আহ্বান করে, তা'র—স্ত্রী, পুত্র, কন্যাকে জন্মের মত পরিত্যাগ করে, মৃত্যুর মুখে ঝাঁপিয়ে পড়তে!—সর্দ্দার! সে যদি হাস্য মুখে রাজার জন্য প্রাণ দিতে পারে, তখন নিগৃহীত পুত্র নিষ্ঠুর পিতার জন্য প্রাণ ভিক্ষা করবে—একি অসম্ভব!

১ম গ্রীক। যান্ যুবরাজ! বিশ্বাসঘাতক নিষ্ঠুর অত্যাচারী রাজাকে যথেষ্ট সহানুভূতি দেখান হয়েছে! আজ পর্য্যন্ত দেবতা জ্ঞানে ভক্তি করে এসেছি; কিন্তু আর নয়—এখন তাকে সিংহাসন হতে বিচ্যুত করে, পশুর মত হত্যা ক'র্‌ব। যান্—আপনার কথা শুনবোনা।

চিলো। তবে আমার কথা শুন সর্দ্দারগণ! তোমরা ত পর, তাঁর নিজের স্ত্রী পুত্রের দুঃখ স্মরণ করে, তোমরা ক্ষমা কর। মনে কর তার স্ত্রী পুত্র আজ কুক্কুরের মত পৃথিবীর দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

১ম গ্রীক। সেই জন্যই তার ধ্বংসের প্রয়োজন হয়েছে; কিন্তু আশ্চর্য্য হচ্ছি, তুমি এই কথা বলছ! এই পিশাচ সম্রাটের হস্ত হতে তোমার স্ত্রী ভগ্নির ধর্ম্ম রক্ষা করতে, তোমাকে তা'দের শীতল শোণিতে হত্যা ক'র্‌তে হয়েছিল—নয়?

চিলো। চুপ—চুপ—

সেকে। চিলো—চিলো—একি সত্য?

চিলো। সেকেন্দার ভাই! ভগবান তাদের ব্যবস্থা করেছেন।

সেকে। এতদূর—এতদূর—এতদূর হয়েছে? না, পিতার পাপ উপযুক্ত

পুত্রকে পাপের পথে ডুবিয়ে দেয় ; চিলো ! এতদূর হয়েছে ? না, দাঁড়াও আমি আসছি ! [প্রস্থান।

১ম গ্রীক। কারও কথা শুনবো না। আমরা চীৎকার করে বল্‌ছি, আজ ফিলিপকে হত্যা করব—সাধ্য কারও থাকে রক্ষা কর।

(চিলো ও অলিম্পিয়া ব্যতীত সকলের প্রস্থান)

চিলো। মা ! মা ! পার যদি তুমি প্রতিবিধান কর ! রাজ্যের সমস্ত প্রজা ক্ষেপে গিয়েছে—তারা আজ রাত্রে সম্রাটকে হত্যা করবে।

অলি। একজন নয়, দু'জন নয়, সমস্ত প্রজা যখন তাঁর হত্যাই প্রয়োজন বিবেচনা করেছে—তখন হয়ত তাঁর হত্যার প্রয়োজন হয়েছে, বুঝতে হবে।

চিলো। নারি ! সম্রাট্ যে তোমার স্বামী !

অলি। আর রাজ্যের সমস্ত প্রজা—তাদের রক্ষা করা যে, আমার ধর্ম্ম ! চিলো ! আমার স্বামী—আমার স্বামী, ইহকালের যদি আজ অবসর হয়, পরকালে আবার দেখা পাব। কিন্তু ধর্ম্ম, ইহকালে গেলে—পরকালেও যাবে। [প্রস্থান।

চিলো। তবে আর আমি একা কি করব ? না- -না, ঠিক বলেছ মা ! রাজ্যের সমস্ত প্রজা—তাদের রক্ষা করা যে আমাদের ধর্ম্ম ! সেকেন্দার ভাই, তোর দুঃখ কি করে দূর হবে—তোর দুঃখ কবে দূর হবে ?

[চিলোর প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

ফিলিপের প্রমোদ কক্ষ।

অট্টালাস ও ফিলিপ।

ফিলিপ। অট্টালাস—অট্টালাস ! ম্যাসিডনের সম্রাট আমি, দুদিন

বাদে পারস্যের অধিপতি হব। আমার জন্ম তিথির উপযুক্ত ভরপুর স্ফুর্ত্তি আদৌ হয় নি!

অট্টা। না সম্রাট! তেমন কিছু হয়নি বটে—তবে আমিও সমস্ত পৃথিবী খুঁজে নর্ত্তকী আমদানী করেছি।

ফিলিপ। বেশ—দেখা যাক্ (সুরাপান) আচ্ছা অট্টালাস! শুনছি নাকি স্থানে স্থানে রাজ বিদ্রোহীর দল জমায়েত হয়েছে?

অট্টা। কে বলেছে সম্রাট—তা হলে কি আমি নিশ্চিন্ত থাকি!

ফিলিপ। ঠিক—ঠিক—তবু একবার খোঁজ নাও—আমার কাছ থেকে তারা কি চায়—জিজ্ঞেস্ কর।

অট্টা। কিছু না—কিছু না—আপনি বোধ হয় স্বপ্নে দেখেছেন।

অট্টালাসের ইঙ্গিতে নর্ত্তকীগণের প্রবেশ ও

গীত।

ধ্যান না লাগে কিসিপর পিয়ারা সওয়ায় তুমারা।
জাগে দিলমে মোহন সুরতিয়া মুস্কিল মেরা গুজারি।
জাগে জাগত রহি নিদিস্বপন মে
বোলি না ফুটে আগি কলিজামে
গুমরি গুমরি মরি আঁখো মে ধারা॥

ফিলিপ। সুন্দর—সুন্দর—

অট্টা। বলুন—বলুন—

ফিলিপ। গাও—গাও—যতক্ষণ না—সমস্ত ম্যাসিডন তোমাদের চরণ প্রহারে ক্লান্ত হয়ে উঠে—ততক্ষণ তোমাদের ও মধুর ভাণ্ডারে চাবি দিয়োনা! (শয়ন)

অট্টা। ব্যস্—হয়েছে—এখন তোমরা বিশ্রাম করগে যাও!

[নর্ত্তকীগণের প্রস্থান।

অট্টা। এমনি করে কোন রকমে দিনগুলো কাটিয়ে দেওয়া।

ফিলিপ। গাও—গাও—এই নাও—এই সব তোমরা নাও—

(গলার হার, হাতের আংটী ইত্যাদি প্রদান ও তাহা অট্টালাসের গ্রহণ)

গাও—গাও—

(উঠিয়া টলিতে টালিতে পতন ও মুকুট ছিট্‌কাইয়া পড়িল)

(ইতি মধ্যে অতি সন্তর্পণে সেকেন্দার আসিয়া ভিতরে দাঁড়াইল)

অট্টা। (স্বগত) যাক্‌; আজ একটা মস্ত বড় দাঁও মেরে নেওয়া গেল! আচ্ছা! আমি যদি ফিলিপ হতুম—তা হলে কি কিছু গর্‌মানান্‌ হত? আচ্ছা—একবার দেখাই যাকনা কি রকম দেখায়! (মুকুট লইয়া এদিক ওদিক লক্ষ্য) কেউ এসে পড়বে না ত? কে আর আসবে—দ্বারে কড়া পাহারা আছে। (মুকুট মস্তকে দিয়া) একবার পড়ি বসে— (পুনর্ব্বার লক্ষ্য) কে আর আসবে পড়ি বসে (বসিয়া দর্পণে নিজাকৃতি দেখিয়া) এই তো তোফা মানিয়েছে! কে বলে মানাবে না? আচ্ছা, কোন রকমে এই রাজ্যটা হাতে আনা যায় না? কেন আনা যাবে না? লোকের রাজ্য—লোকে তবে সাত সমুদ্র তের নদী পার হয়ে এসে নেয় কি করে? না না, এতবড় মতলব ভাবিনি কখনও, এতবড় রাজ্য না—না—ঠিক্‌ মাথায় আসছে না।

সহসা সেকেন্দারের প্রবেশ।

সেকে। কেন মথায় আস্‌ছে না? যাঁর গ্রাসাচ্ছাদনে তোমার কলেবর পুষ্ট হয়েছে, যাঁর অনুকম্পায় সামান্য তৃণ হতে একটা বিরাট: মহীরুহের মত হয়ে উঠেছ! আজ সেই সম্রাটকে ভূপাতিত করে, তাঁরই মাথার মুকুট পরে বসেছ! আর এই একটা সামান্য বিষয় ভেবে উঠতে পারছ না? সিংহাসনে বসে ছিলে, উঠলে কেন? তোমাতে আর এই জ্ঞানহীন সম্রাটে কি তফাৎ! অট্টালাস! যে অপরাধে আজ তুমি অপরাধী তার শাস্তি প্রাণ দণ্ড! :তা দেব না,: আমার আদেশ, তোমার ঐ সাধের

মুকুট নিয়ে, এই মুহূর্ত্তে এ স্থান ত্যাগ কর! সমস্ত ম্যাসিডনে দেখিয়ে দাও, এ রাজ্যের অধিপতি এতদিন তুমি ছিলে। যাও—যাও—যদি না যাও—এখনি তোমায় হত্যা করব।

অট্টা। (স্বগত) একা ফেলেছে ভারী জব্দ করেছে—যাই সরে পড়ি!

[প্রস্থান।

সেকে। সম্রাট! ম্যাসিডন্ অধিপতি! এই কি রাজনীতি! তুচ্ছ আনন্দে বিভোর হয়ে, আপনাকে ভুলে গিয়েছেন? এই কি কর্ত্তব্য? না না এ যে কর্ত্তব্যের কঠোর পরিহাস পিতা!

ফিলি। গাও—গাও—থেমনা থেমনা।

সেকে। ওহো ভগবান! এমন সামঞ্জস্য কেন সৃষ্টি করলে? ধনরত্ন পরিপূর্ণ অতুল সাম্রাজ্য গড়েছ, ভক্ত প্রজাদের হৃদয় গলিয়ে ঢেলে রেখেছ— আর এমন জনকতক মানুষ গড়তে পারনি? যারা—এই চির বিশ্বস্ত-প্রজাদের হৃদয়ে মিলিয়ে থাকে, রাজ্যের প্রকৃত রক্ষক বলে পরিচয় দিতে পারে। এই পিতা আমার, এই ম্যাসিডনের অধিপতি—এঁর অধীনে শত সহস্র নরনারী—নীতি, ধর্ম্ম, জ্ঞান শিক্ষা করছে,—না হত্যা ক'র্‌ব হোক পিতা, কোন পাপ নেই—হত্যা করব। (ছুরী বাহির করিয়া) কিন্তু আমার এই হত্যা ত কেউ প্রজার জন্য বলবেনা! যে শুনবে, সেই বলবে, পিতার মৃত্যু পর্য্যন্ত অপেক্ষা ক'রতে পারেনি। কিন্তু এখনি যে সমস্ত প্রজা এসে হত্যা ক'রবে! পশুর মতন নির্য্যাতন করে বধ করবে! হয়ত মৃত দেহের উপর পদাঘাত করবে; না—না—তা হ'তে দেবনা, তার চেয়ে পুত্র আমি, আমি হত্যা করি। তবু একটু কোমল হবে, একটু কম যন্ত্রণা পাবে। (হত্যা করিতে গমন) কিন্তু ঐ যে সেই মুখ! আমায় কত চুম্বন করেছে—ঐ যে সেই বক্ষ! কতদিন ঐ খানে শুয়ে ঘুমিয়েছি— না—না—পারব না—পারব না! যাক্ রাজ্য—যাক্ প্রজা—কিন্তু—কিন্তু— তারা আমায় দেখে বলবে, এই লম্পটের পুত্র—এই ব্যভিচারীর বীজ!

না—সহ্য করতে পারব না—আর সহ্য করতে পারব না। তার চেয়ে নিজের বুকে নিজে ছুরী বসাই।　(আত্মহত্যা করিতে উদ্যত)

বেগে চিলোর প্রবেশ।

চিলো। সেকেন্দার! সেকেন্দার! ভাই! আত্মহত্যা মহাপাপ!

(ছুটীয়া হস্ত ধরিয়া ফেলিল)

সেকে। কে চিলো—চিলো—আমায় ধর—

(হস্ত হইতে ছুরীকা পড়িয়া গেল ও মূৰ্চ্ছিত হইয়া পড়িল চিলো তাহাকে শোয়াইয়া দিল।)

চিলো। উঃ মূর্চ্ছা গেছে—প্রবৃত্তির সঙ্গে দ্বন্দ্ব করে পরাজিত হয়েছে। ভাই—বন্ধু—না—তোমার এ যন্ত্রণা আমি আর দেখতে পারছি না। আর তোমায় এ স্বর্গ নরকের মাঝখানে পড়ে ছট্‌ফট্‌ করতে দেবনা—আমি হত্যা করব! ঈশ্বর! তুমিই সাক্ষী, এ আমার স্ত্রী ভগ্নী হত্যার প্রতিশোধ নয় —এ হত্যা আমার বন্ধুর জন্য। *[এ হত্যা প্রজার জন্য]* (ফিলিপকে উপর্য্যুপরি অস্ত্রাঘাত)

সেকে। (চেতন পাইয়া উঠিল) কে—কে - একি! চিলো! বন্ধু —তুমি আমার পিতাকে হত্যা করলে!

ফিলি। উঃ—উঃ—গেলুম—গেলুম—সেকেন্দার—সেকেন্দার—(মৃত্যু)

চিলো। হত্যা করেছি—হত্যা করেছি—সেকেন্দার! আমি তোমার পিতৃহন্তা আমায় বন্দী কর—বধ কর।

সেকে। চিলো—চিলো! এ তুমি কি করলে? আমি উন্মাদ হয়েছি—তুমি তো উন্মাদ নও—পিতার অত্যাচারে অভিমানী পুত্রের হৃদয়ে দাবানল জ্বলে উঠেছিল সত্য—প্রবল উত্তেজনায় আত্মহারা হয়ে ছিলুম সত্য কিন্তু তাই বলে তুমি আমার পিতাকে হত্যা করলে! পিতৃঘাতী তুমি—আমি তোমার প্রাণদণ্ড দেব।

চিলো। নিশ্চয় দেবে। তুমি বিচার করে প্রাণদণ্ড দেবে। আমি

সে বিচার মাথা পেতে নেব। তুমি রাজা হয়েছ দেখে—দেশের দুঃখ দূর হল দেখে আমি আনন্দ করে মরব।

সেকে। চিলো—বন্ধু—না—না—সমগ্র ম্যাসিডনে কেউ আমাদের আশ্রয় দিতে চায়নি—এই চিলো দিয়েছিল। একদিন আমার পিতাকে অপবাদ হতে রক্ষা করতে নিজের হাতে নিজের স্ত্রী ভগ্নীকে হত্যা করেছিল। চিলো—বন্ধু—মুক্ত তুমি—মুক্ত তুমি। চলে যাও এই বেলা চলে যাও।

চিলো। না—না—আজ চিলো ঘাতক। ঘাতকের শাস্তি প্রাণদণ্ড। আজ আর তুমি ফিলিপের পুত্র সেকেন্দার নও—আজ আর তুমি আমার বন্ধু নও। আজ তুমি সম্রাট। আজ যদি তুমি আমায় ক্ষমা কর—পৃথিবী তোমায় ক্ষমা করবে না। আবাল বৃদ্ধ বনিতা বলবে তোমার প্ররোচনায় আমি তোমার পিতাকে হত্যা করেছি। এ হত্যাকাণ্ডে তুমি সম্পূর্ণ লিপ্ত। আমার প্রাণদাতা—আমার দস্যু জীবনের মুক্তিদাতা—সে অপবাদ তোমার আমি সহ্য করতে পারব না। আমায় দণ্ড নিতেই হবে—তুমি না দাও—আমায় নিজের হাতে নিজের দণ্ড নিতে হবে।

(ছুরি নিজ বক্ষে আঘাত ও মৃত্যু)

সেকে। চিলো—চিলো—চিলো—ওহো হো—আমি একদিনে পিতা হারালুম—বন্ধু হারালুম।

(নেপথ্যে ফিলিপ মৃত—মরবার সময় সেকেন্দারকে সিংহাসন হতে বঞ্চিত করে গেছেন)

সেকে। একি! অট্টালাসের স্বর নয়! না—না—অট্টালাস—আর তা হয় না। যে সাম্রাজ্যের সেবা এতদিন সেকেন্দার করেছিল—সে সাম্রাজ্যের শেষ হয়ে গেছে। আজ হ'তে সেকেন্দার সংহার মূর্ত্তি ধরবে—সেকেন্দারের তরবারি সম্মুখে যে এসে দাঁড়াবে তারই শিরে সেকেন্দার খড়্গাঘাত করবে। [প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

দরবার গৃহ।

তরবারি হস্তে অট্টালাসের প্রবেশ।

অট্টা। সর্ব্বনাশ ক'র্‌লে—সর্ব্বনাশ ক'র্‌লে!

বেগে পারমেনিওর প্রবেশ।

পার। অট্টালাস—অট্টালাস—এই যে এখানে! কই, তোমার ক্লিওপেট্রা কই? এসময় সে যেন সিংহাসন না ছাড়ে? আমি প্রকাশ্যে কিছু করতে পারবনা—এ ধারে কিন্তু ঠিক থাকৃব!

অট্টা। ক্লিওপেট্রা সর্ব্বনাশ করেছে! সে কোথায় চলে গেছে!

পার। তাইত! (স্বগত) কিন্তু সর্ব্বনাশ তোমাদের করেনি—সর্ব্বনাশ আমার করেছে! আজ যদি কোন রকমে তোমাদের উপলক্ষ করে সিংহাসনখানা আলেকজাণ্ডারের হাত থেকে সরিয়ে রাখতে পরি—তা' হলে কাল তখন দেখা যাবে। (প্রকাশ্যে) দেখ, নিরাশ হয়োনা—ক্লিওপেট্রাকে খোঁজ! তাকে বুঝিয়ে বল—না শুনে ভয় দেখাও—যে কোন রকমে তাকে রাজী কর। [প্রস্থান।

অট্টা। ঐ আমাদের সৈন্যদের সঙ্গে সেকেন্দারের যুদ্ধ হচ্ছে! সর্ব্বনাশ করলে—সর্ব্বনাশ করলে! [প্রস্থান।

নেপথ্যে যুদ্ধকোলাহল বেগে সেকেন্দারের প্রবেশ।

সেকে। কই—কোথা অট্টালাস?
কোথা তার দামামা নির্ঘোষ!
সিংহাসন অধিকৃত মোর।

জনকতক সৈন্যের ও সেলুকসের প্রবেশ।

সেলু। সাধ্য কি—আমরা বেঁচে থাকতে এ সিংহাসনে আর ফিলিপের

বংশধর বসবে না। সেকেন্দার! রাজ্যের অধিকার ছেড়ে প্রাণভিক্ষা কর, প্রাণভিক্ষা পাবে কিন্তু রাজ্য পাবে না।

সেকে। কে—সেলুকস্—তুমি আমার বিরুদ্ধে!
রাজ্য চাও—প্রাণ-ভয় দেখাও আমায়?
বুঝিয়াছি উৎকোচে বিক্রীত তব প্রাণ—
কিন্তু সাবধান—সিংহের শাবক আমি!

সেলু। একা তুমি কি করিতে পার?

সেকে। একা আমি—
সেলুকস—এক সূর্য্য পৃথিবী পুড়ায়—
একা আমি শত হব লক্ষ হব—
কোটী হয়ে পিতৃ-কীর্ত্তি করিব রক্ষণ—
সেলুকস্—
দেহ রণ শূন্য সিংহাসন! (অসিহস্তে আক্রমণ)

জনৈক সৈন্যের প্রবেশ।

সৈন্য। যুবরাজ—
বিপন্না জননী তব শত্রু আক্রমণে!

সেলু। এইবার কোন্ দিকে যাবে—
একদিকে পিতৃরাজ্য বিপন্ন তোমার,
অন্য দিকে মাতার জীবন।

সেকে। একা আমি ধ্বংস করি সারা ম্যাসিডন,
রক্ষিব পিতার রাজ্য মাতার জীবন।

সেলু। বৃথা দম্ভ—
মুহূর্ত্তেকে কার্য্য শেষ হবে
জননীর শির তব ধূলায় লুটাবে।

সেকেন্দার! ছাড় রাজ্য—
পাবে তব মাতার জীবন।

সেকে। বিপন্না জননী মোর—
ইহকাল পরকাল বিপন্ন আমার—
সেলুকস্—
প্রাণ ভয়ে রাজ্য নাহি দিব ;
কিন্তু এবে বিপন্না জননী মোর ;
সেলুকস—সেলুকস্—
লহ রাজ্য—লহ সিংহাসন—
মুক্তি দাও, ভিক্ষা দাও মাতার জীবন!
সেলুকস! রাজ্য গেলে রাজা হবে,
মা গেলে মা নাহি পাব।

সেলু। তবে যাও লয়ে মাতার জীবন,
রাজ্য ছাড়ি করহ প্রস্থান। (সেকেন্দারের গমনোদ্যোম)

অলিম্পিয়ার প্রবেশ।

অলি। সেকেন্দার!
নহিক বিপন্না আমি ;—
শত্রু নহে সেলুকস্—
এরা তব মিত্র মহাজন! [প্রস্থান।

সেলু। হে রাজন!
বড়সাধ জাগিল পরাণে।
তব প্রাণে কত আলো দেখিতে নয়নে।
পুলকিত সর্ব্বাঙ্গ মোদের,
ঝলসিয়া গেছে দু নয়ন।
তোমার মর্য্যাদা তুমি করিতে রক্ষণ ;

অটুট রাখিতে তব পুণ্য অধিকার—
মৃত্যু তুচ্ছ কর—
শত শত্রু কর অবহেলা।
সাধনার রূপ তব, নিভৃতে জাগিয়া—
ছড়ালো বিশ্বের মাঝে কি জ্যোতি মহান!
রাজ্যস্পৃহা যশোস্পৃহা বিজয় উল্লাস—
সে রূপে গলিয়া গেল।
মাতৃভক্তি অমৃত বহিল।
হে রাজন,
তব রাজ্য – তব সিংহাসন—
দাস মোরা প্রাণ দিয়া করিব রক্ষণ।

অট্টালাসের ও ক্লিওপেট্রার জনকতক সৈন্য লইয়া প্রবেশ।

অট্টা। কারসাধ্য কেবা করে কাহার রক্ষণ!
ক্লিওপেট্রা এ রাজ্যের রাণী!
সৈন্যগণ কর আক্রমণ!

সেকে। এ উত্তম অট্টালাস্—এ অতি উত্তম!
(অস্ত্রাঘাতের উদ্যোগ)

অট্টা। কর কর আক্রমণ।

১ম সৈন্য। কে তুমি?
শুনিব না তোমার হুকুম।

ক্লিও। তবে শোন আমার হুকুম!
কর আক্রমণ—এ রাজ্যের রাণী আমি
আমার এ সিংহাসন— (সিংহাসনে গিয়া বসিল)
ধর অস্ত্র প্রতিদ্বন্দ্বী কে আছ আমার!

সেকে। তোমার হুকুম মাতা?

কোষ বদ্ধ হল তবে এই তরবারি।
এ সিংহাসন যদি এবে তোমার জননী!
সেত হবে গৌরব আমার!
তুমি মাতা, আমি পুত্র তব
তব কীর্ত্তি করিয়া বহন --
তব নামে ধর্ম্ম-রাজ্য করিয়া স্থাপন—
অক্ষয় অমর হব—
জননী গো করুণার রাণী!
তব নামে ধনরত্ন দরিদ্রে বিলাব—
স্বাস্থ্য হর্ষ সুবিচার বিলাব প্রজায়।
যদিও তুমি গো মাতা জঠরে ধর নি—
তথাপি যে মাতা তুমি— তুমি যে জননী!

ক্লিও। জননী—জননী,
কি মধুর, কি মধুর ধ্বনি!
মর্ত্তে হ'ল ধ্বনি—স্বর্গ হতে আসে প্রতিধ্বনি!
রূপ রস গন্ধ এযে একত্র গলিয়া
উজান বহিয়া যায়—
ডুবে গেল, ডুবে গেল সব—
হে পিতৃব্য—মাতৃত্বে ডুবিয়া গেল সাধনা তোমার।

অটো। ক্লিওপেট্রা—ক্লিওপেট্রা—বিশ্বাসঘাতিনী!

ক্লিও। জাগায়ো না—জাগায়ো না পিতা!
এ স্বপন ভাঙ্গিওনা মোর।
নরকের কলরবে ভরে ছিল প্রাণ—
আজি স্বপ্নে পাইয়াছি স্বর্গের সন্ধান!
একি দৃশ্য—একি কলরব!

হে বিরাট ! হে অচিন্ত্য—একি তব সৃজন গৌরব !
ডুবে গেল ডুবে গেল সব—
হে পিতৃব্য ! মাতৃত্বে ডুবিয়া গেল সাধনা তোমার।

অট্টা। রাক্ষসি—পিশাচি !—

ক্লিও। ক্রীড়ায় কৌতুকে কিম্বা স্বার্থের সেবায় --
স্বামী বলে এক বৃদ্ধে দিয়ে ছিলে মোরে,
আজ সেই সাধনা সফল,
বীর পুত্র পাইয়াছি কোলে,
তব স্বার্থ করিতে উজ্জ্বল—তব পাপ করিতে প্রচার,
যে বিষ-বৃক্ষের শাখা রোপেছিলে হৃদয়ে আমার —
আজ তা অমৃত ফল করেছে প্রসব—
হে পিতৃব্য ! ডুবে গেল সব—
মাতৃত্বে ডুবিয়া গেল সাধনা তোমার।
সেকেন্দার · সেকেন্দার, পুত্র যদি তুমি
আমি যদি জননী তোমার
তবে ক্ষমা কর অভাগি মায়েরে,
রাজ্য তব করহ গ্রহণ। (জানুপাতিয়া উপবেশন)

সেকে। উঠ উঠ মাতা !—তুমি যদি রহ ভূমিতলে,
সন্তানে তোমার রসাতলে নামিতে হইবে—
তব পদ করিতে বন্দনা।
উঠ উঠ গো জননী,
বসুন্ধরা কেঁপে ফেটে যাবে—প্রলয় গর্জ্জিবে,
পুত্র শিরে অশনি পড়িবে।
উঠ উঠ—মাতা—
মা হয়ে সন্তানে বধ করনা জননী ! (ক্লিওপেট্রার আশীর্ব্বাদ)

তৃতীয় অঙ্ক।

—:*:—

প্রথম দৃশ্য।

পারস্য—উপকণ্ঠ।

মকর। এমন চাকরিটা আমার শেষকালে কিনা স্বজাতিতে খেলে! বীরসিংহ যেদিন থেকে রাজ্যে ঢুকল, সেইদিন থেকে যেন আমার শনির-দশা পড়ল। ভাগ্যদোষে বেসাস্‌টাও কোথায় চলে গেল; যতই বদ হ'ক্ সে আমায় ভালবাসত; তাকে ধরে আর একবার সম্রাটের কাছে যেতুম। এখন করি কি—যাই কোথায় খাই কি!

[নেপথ্যে গীত।]

কে—বাবা! এই তেপান্তর মাঠে আমায় গান শোনাতে আস্‌ছো? আমার মোটেই মন ভাল নেই! (তাকাইয়া) আরে বাঃ বাঃ! এ যে একখানা ছবি! আরে এযে আমাদের দেশের আমদানী! প্রাণে যে স্বদেশ প্রেম জেগে উঠ্‌ল! এ রকম একখানা প্রশংসাপত্র হাতে করতে পারলে—আবার কি না করতে পারি? না বাবা! দেখতে হল—বিবাগিনী কি বিরহিনী দেখতে হ'ল— [অন্তরালে প্রস্থান।

গান গাহিতে গাহিতে তক্ষশীলার কন্যা মীরার প্রবেশ ও গীত।

করুণা সিন্ধু করুণা বিন্দু বিতর করুণা করিয়া
তোমার করুণা পীযুষ নিঝর বিশ্বে পড়িছে ঝরিয়া ॥
করুণায় তুমি উষার মুকুটে পরাও তরুণ অরুণ আলো।
তব করুণাকণা দিয়ে নিশাভালে কোটী মণি মাণিক জ্বালো।
তোমার করুণা প্রবাহিনী ধার মরুরে পরাও কুসুমের হার
রাখ করুণায় এই অবলার মরম-দহন হরিয়া।

মীরা। (গীতান্তে) পারস্ত—পারস্ত—আর কতদূর পারস্ত? বাবা! বাবা! একটু দয়া হ'ল না! পায়ে ধরে কাঁদলুম, পদাঘাতে দূর করে দিলে! আমার মাথায় কলঙ্ক ঢেলে দিয়ে, বীরসিংহকে অনুসন্ধান করতে বললে; গ্রামের পর গ্রাম,—নগরের পর নগর, দেশের পর দেশ, পার হয়ে এলুম; আর ত পারি না—বীরসিংহ—বীরসিংহ—! দেখা দাও—তোমার মীরা আজ তোমারি মত গৃহ প্রতাড়িত,—পিতৃ স্নেহ হতে বঞ্চিত! (উপবেশন)

মকর। (স্বগত) এর নাম হচ্ছে মীরা! বীরসিংহের প্রনয়িণী—বিবাগিনী এবং বিরহিণী—স্থলচর—এবং জলচর! পিতা পদাঘাত করে দূর করে দিয়েছে,—কলঙ্কের বোঝা চাপিয়ে দিয়ে বীরসিংহের অনুসন্ধান করতে বলেছে! বোধ হয় ধরে ফেলে তাড়িয়ে দিয়েছে।

মীরা। (স্বগত) বীরসিংহ! তখন মনে করেছিলুম,—তোমায় ছেড়ে থাকতে পারব; কিন্তু আজ—না—না—আবার যেতে হবে,—যতক্ষণ তোমায় না পাই—ততক্ষণ—আবার চলতে হবে। (উত্থান)

মকর। (স্বগত) না বাবা! এইবার প্রকাশ হতে হল!

(দৌড়িয়া মীরার কাছে আসিল)

(প্রকাশ্যে) মীরা—মীরা—তুমি—তুমি—এখানে?

মীরা। (প্রকাশ্যে) কে তুমি? পরিচ্ছদ্ দেখে বুঝছি,—তুমি ভারতবাসী! কে তুমি?

মকর। এঁ্যা! চিন্তে পারলে না? মীরা—মীরা—হতভাগ্য বীরসিংহকে চিন্‌তে পারলে না?

মীরা। তুমি বীরসিংহ—অসম্ভব!

মকর। অসম্ভব নয়! এদেশের কড়া জল হাওয়ায় আমার চেহারাটা একটু চোয়াড়ে হয়ে গেছে; আর একবার সম্রাটের ঘরে আগুন লেগেছিল, সেই আগুনের ঝাঁজে আমার চোখ্ নাক্ গুলো একটু ছোট ছোট হয়ে গেছে, নইলে সেই বীরসিংহ আমি। মীরা—মীরা! সেই বীরসিংহ আমি! মনে পড়ে সেই জ্যোৎস্নারাতে—সেই কুঞ্জবনে—তুমি আর আমি? আর ঠিক্ সেই সময়ে তোমার পিতা তোমাকে আর আমাকে—

মীরা। চুপ্ কর! তুমি বীরসিংহ নও—তুমি দস্যু!—

মকর। (স্বগত) ঝাঁজ আছে—এ রাস্তায় তা হলে হবে না। (প্রকাশ্যে) দেখ সুন্দরী! আমি দস্যু নই—তবে তুমি ও যা ধরেছ, সেটা ঠিক্। আমি বীরসিংহ নই, আমি তোমায় পরীক্ষা করছিলুম। বীরসিংহ আমার পরম বন্ধু ছিল; তুমি বীরসিংহকে ভালবাস তা'ও সে আমায় বলে গিয়েছে। অভাগিনা! সে কঠিন সংবাদটা তোমায় দিতে পারছিনা। মীরা! বীরসিংহ যুদ্ধে মারা গিয়েছে।

মীরা। যুদ্ধে মারা গিয়েছে? বীরসিংহ—বীরসিংহ! পিতৃমাতৃহীন অনাথ বীরসিংহ; পিতার অত্যাচারে রাজ্যেশ্বর হয়ে ও আজ এমন করে প্রাণ দিয়েছ? আমার জন্য এত কষ্ট সহ্য করেছ!

মকর। কেঁদনা সুন্দরী! অতীতের উপর অনুশোচনায়—কোন লাভ নেই! তুমিও ভারতবাসী—আমিও ভারতবাসী। আমার গৃহ আছে—এস এস! (অগ্রসর হইল) আজ হতে তুমি আমার।—

মীরা। স্পর্শ করনা পিশাচ! না এ মিথ্যা কথা!

মকর। মিথ্যা হ'ক—সত্য হ'ক্—তুমি আমার—তোমার হাত ধরে আমায় নূতন কর্ম্মে ব্রতী হতে হবে। (গিয়া হস্ত ধরিল)

মীরা। তা হয় না —পিশাচ—রাক্ষস্! (বক্ষদেশ হইতে ছুরি বাহির করিল)

(মকর হাত ছাড়িয়া দূরে গিয়া দাঁড়াইল ; এমন সময়ে টলিতে টলিতে বেসাসের প্রবেশ ও দূর হইতে বলিল)—

বেসাস। কে বাবা! এই যে—এ যে মকর—! বোধ হয় সাপের মুখে হাত দিতে গেছলো, সাপ ফণা ধরেছে! আচ্ছা বাবা ;—দেখা যাক্!

(অন্তরালে অবস্থান)

মকর। বটে—বটে—কিন্তু দেখছো, আমার হাতে এখানা ছুরী নয়—একখানা তিনহাত লম্বা তলোয়ার!

মীরা। ও তলোয়ার নিয়ে তুমি তোমার প্রবৃত্তির তাড়নায় শীকারের পেছু ছুটেছ পিশাচ! আর আমি এই ছুরী নিয়ে আমার প্রাণের চেয়ে বড়, ধর্ম্মরক্ষা কর্ত্তে দাঁড়িয়েছি—সাবধান!

মকর। (স্বগত) তাইত! তলোয়ার দেখেও ভয় খেলে না! (প্রকাশ্যে) বটে সুন্দরী! বটে! তা হলে তোমায় সত্য কথা বল্‌তে হল। শোন সুন্দরি! যার প্রেমে রাই-উন্মাদিনী হয়ে, তুমি সাপের মত ফণা তুলেছ সেই বীরসিংহ মরেনি ; সম্রাটের মেয়েকে বিয়ে করে, সুখে এইখানে ঘরকন্না কর্‌ছে।

মীরা। তাই হ'ক্! মিথ্যাবাদী! তোমার এই মিথ্যা সত্য হ'ক্। বীরসিংহ বেঁচে আছে, সুখে আছে ; পিশাচ,—আমি বড় সুখী হলুম!

মকর। কিন্তু আমি তোমায় না পেলে, মোটেই যে সুখী হবনা? চল যদি অন্যথা কর তোমায় আমি হত্যা করব! (তরবারি উত্তোলন).

মীরা। উত্তম! সাধ্য থাকে অগ্রসর হও—এ ছুরীতে বিষ আছে।

মকর। (স্বগত) তাইত! এতো বড় ফাঁসাদে ফেললে! আঘাত করতে ও সাহস হচ্ছে না—যদি ফস্‌কে যায়! পেছু ফেরবার ভরসা হচ্ছে

না—যদি তাড়া করে! এ রকম করে তলোয়ার তুলে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাক্‌ব? তা হলে ও ভয় দেখাতে হবে—(প্রকাশ্যে) পিশাচি, রাক্ষসি—তোকে হত্যা ক'রব!

টলিতে টলিতে বেসাসের প্রবেশ।

বেসাস। আরে, মকর! করকি; আরে এমন একটা মেয়ে মানুষকে দু' আধখানা করে নষ্ট ক'রবে? সাপটে ধরনা—সাপটে ধরনা।

মকর। বেসাস এসেছ ভাই! বড় বিপদে পড়েছি!

বেসাস। ছুঁচো গিলেচ ভাই—ছুঁচো গিলেচ! দেখ, তুমি একে কেটে ফেলতে যাচ্ছিলে; এতে আর তুমি লোভ করতে পারবে না। যদি বাগাতে পারিত—আমার। ধর তুমি তলোয়ার আমি সাপটে ধরি।

মীরা। ভগবান -ভগবান—কি করে উদ্ধার হব।

মকর। না ভাই, ও হিন্দু রমণী! তুমি স্পর্শ করে, হিন্দুর অবমাননা করনা। বরং তুমি তলোয়ার ধরে ভয় দেখাও,—আমি পেছুদিক থেকে ধরি।

বেসাস। মকর! ধর্ম্মে তোমার মতি হক্‌ --তাই কর, দাও তলোয়ার।

মকর। এইবার শয়তানি! (তলোয়ার দান)

মীরা। এস, যার শক্তি আছে। একজন হও, একজন এস! একসঙ্গে পার—একসঙ্গে এস—(ছুরী উত্তোলন)

বেসাস। ওরে বাপরে! মাগী ছুরী তুলেরে! মকর! আমার ভয় কচ্চে পালাই! এইবার মর তুমি মকর! (ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন)

মকর। বেসাস—বেসাস—যাও কোথা—?

(মকরের পশ্চাৎ দৃষ্টি ও দ্রুত আসিয়া মীরার তাহাকে ধৃত করণ)

মীরা। এইবার পিশাচ—রাক্ষস! না—না—পালাবার চেষ্টা করেছ কি, এই ছুরী তোমার বুকে বসিয়ে দেব। শয়তান! যে গ্রামে, যে নগরে পা দিয়েছি, যে দেশে গিয়ে দাঁড়িয়েছি—সেই গ্রামের, সেই দেশের, সেই

নগরের লোক রমণী বলে সম্মান করেছে মা বলে পথ ছেড়ে দিয়েছে। আর তুমি ভারতবাসী তুমি—বক্ষে একটু করুণা নাই, চক্ষে একটু সহানুভূতি নাই—ভ্রাতা হয়ে ভগিনীর সর্ব্বনাশে উদ্যত হয়েছ।

মকর। ছেড়ে দাও—আর করবনা না—আমায় মেরনা!

মীরা। উত্তম! বল তবে বীরসিংহ মরেনি, এ তোমার চাতুরি?

মকর। বীরসিংহ মরেনি এ আমার চাতুরি!

মীরা। বল সম্রাটের কন্যা—সে বিবাহ করেনি?

মকর। না।

মীরা। বল, তবে সে কোথায়?

মকর। পারস্য সম্রাট দারার পার্শ্বচর রূপে সে এই পারস্যে অবস্থিতি করছে।

মীরা। উত্তম—যাও! (মকরের প্রস্থান) পারস্য সম্রাট দারার পার্শ্বচর! কি করে যাব—কে নিয়ে যাবে?

বেসাসের প্রবেশ।

বেসাস। এস মা! আমি তোমায় বীরসিংহের কাছে নিয়ে যাব। আজ একটু মাতাল হয়েছি তাবলে ভয় করনা! কত মায়ের কত নেশাখোর সন্তান আছে।

মীরা। চল, আমি নিরাপদ! [উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

পারস্য অভ্যন্তর।

সুসজ্জিত রাজপথ।

নাগরিকাগণের প্রবেশ ও গীত।

মজা—মজা—মজা
গলিয়ে দাও প্রাণের বেদন নামিয়ে দাও বুকের বোঝা
ভুলে যাও যতেক ভুল—প্রাণটা হ'ক মসগুল
রেখোনা হিয়ার মাঝে, লুকায়ে দুঃখের পাঁজা
বছরের নূতন সুরায়, ভরে নাও কানায় কানায়
পাবেনা এমন দিন, বছরের এমন মজা ॥

[গীতান্তে রমণীগণের প্রস্থান।

টলিতে টলিতে বেসাসের প্রবেশ।

বেসাস। আজ বাবা—সাতশো মজা—নশ ফুর্ত্তি চাই—আর পারছিনা বাবা—এই খানেই শুলুম—কাজ মিটিয়ে দিয়ে এসেছি বাবা—বীরসিংহের মেয়ে মানুষকে বীরসিংহের কাছে পৌছে দিয়েছি বাবা। [রাস্তায় শয়ন]

পারস্যের অধীনস্থ গ্রীক সৈন্যগণের প্রবেশ।

সৈন্য। এই —হট—হট —রাস্তা থেকে ওঠ—তা নইলে চেপটে যাবি—

বেসাস। আরে যাও না বাবা বুকের উপর দিয়েই। উঠতে ও সেই কষ্ট হবে। না হয় তোমার পায়ের তলায় পড়ে শুয়ে শুয়ে একটু কষ্ট পাব—না বাবা—আমি উঠছিনে, ঝাঁক ঝাঁক সুন্দরী বায়না হয়েছে শুনেছি—তোমাদের দু-দশখানা লাঙ্গল চষা পা ছাড়া—এক আধখানা ঘুম পাড়ানীর সন্ধান ত পাব—

সৈন্য। আরে ওঠ—

বেসাস। হা হা হা নেড়োনা বাবা নেড়োনা—একেবারে কানায় কানায় হয়ে আছে—নেড়েছো কি চলকে তোমার গায়ে পড়েছে—

সৈন্য। তবে থাক পড়ে—মাগীদের নেতুনি খা—

বেসাস। তাই খাই বাবা—মদের মুখে ও ছাড়া আর আমার কিছু রুচবে না বাবা—

সৈন্য। এই ধর্ ত—

বেসাস। তাই দাও বাবা—একটু সরিয়ে দাও—

কতগুলি পারস্যের অধীনস্থ গ্রীক সৈন্যের প্রবেশ।

১ম সৈন্য। (২য় প্রতি) কি হে—কি হে পোষাক খুলছ কেন—

২য় সৈন্য। নিশ্চয় খুলব—তোদের কোন বেইমানকে ভয় করি না—

১ম সৈন্য। আ মল'—কতদিন চাকরী করছি—আর তিনদিন চাকরী করতে এসে আমায় অপমান!

২য় সৈন্য। মার ভাই—মেরে ফেল আমায়—এ আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারছি না।

১ম সৈন্য। আরে পাগল হয়ে গেছে—পাগল হয়ে গেছে। দেখ সে দেখ সে—

আরও কতকগুলির প্রবেশ।

আরে একদম পাগল হয়ে গেছে—পোষাক খুলছে—বলে কিছুতেই সহ্য করতে পরছি না।

২য় সৈন্য। পাগল হইনি—কিন্তু পাগল হব—এ আমরা কি করছি ভাই সব! গ্রীসের আধিপত্য মানতে পরিনি—স্পার্টান বলে ম্যাসিডনের শাসন মানতে পারিনি। কিন্তু দেশ ছেড়ে বিদেশে এসেছি—ঘরের খাবার ফেলে এসে—পরের দ্বারে উচ্ছিষ্ট কুড়িয়ে খাচ্ছি—স্বাধীন আমরা—হিংসায় উন্মাদ হয়ে পারস্যের পরাধীনতা স্বীকার করেছি।

৩য় সৈন্য। একি! এ যে আমাদের শুদ্ধ বাধিয়ে দেবে—সেনাপতি জানতে পারলে ঘাড় থেকে মাথা নামিয়ে দেবে। ধরিয়ে দাও লোকটাকে ধরিয়ে দাও—

২য় সৈন্য। তাই দাও—আমার ফাঁসী হয়ে যাক—কিন্তু একবার ভেবে দেখ আজ কদিন পারস্য উৎসবে মেতেছে—সাজ সজ্জায় বেশ ভূষায় রত্নালঙ্কারে পারস্য জ্বল জ্বল করে জ্বলে উঠেছে—নৃত্য গীতে পারস্য মুখরিত—আনন্দ কল্লোলে আজ সর্ব্বাঙ্গ তার কল্লোলিত। পারস্যবাসী আপন ভুলে সেই তরঙ্গে গা ঢেলে দিয়েছে আর আমরা—আমাদের আমার বলতে কিছু নাই—তাকিয়ে দেখতে অনুমতি নাই—পারস্যের আনন্দে—পারস্যের ব্যভিচারে কোন বাধা কোন বিশৃঙ্খলা যাতে না হয়—তাই আমরা অহোরাত্র খাড়া হয়ে পাহারা দিচ্ছি *[কুক্কুরের মত]* দ্বার রক্ষা করছি।—

৩য় সৈন্য। সর্ব্বনাশ—তোমরা ত খাসা শুনছ সব—ছেলে পুলে নিয়ে আমরা ঘর করি—এ যে একেবারে আগুণ ধরিয়ে দেবে—চাকরী গেলে একবারে আমাদের মরতে হবে—

সকলে। চুপ কর—শুনতে দাও—তারপর চীৎকার কর—

২য় সৈন্য। কি জঘন্য জীবন আমরা যাপন করছি ভাই—চাকরী গেলে খেতে পাব না! এত বড় পৃথিবী, অনন্ত সমুদ্রের মত কর্ম্ম ক্ষেত্র যার সেই পৃথিবীতে আমরা চাকরী সার করেছি—*[...........................
মাসান্তে দশ বিশ টাকার জন্য বুক ভাঙ্গা চাকরী—এই পরিশ্রম যদি দেশে ব'সে করতুম—এই হাত গুলো যদি দেশের সেবায় লাগাতুম—এই মস্তিষ্কে যদি দেশের কথা ভাবতুম—এই বুকে যদি দেশের শত্রুর আঘাত গুলো নিতুম—তা হলে ছেলে পিলেদের বুকগুলো স্বাধীনতার নিশ্বাসে দশ হাত ফুলিয়ে দিতে পারতুম]* তা না করে আলেকজাণ্ডারের উপর হিংসা করে নিজেদের সর্ব্বনাশ করেছি—দেশকে দুর্ব্বল করেছি—আলেকজাণ্ডারকে

শক্তিহীন করেছি আবার হয়ত এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে পারস্যের হুকুমে আমাদেরই গ্রীস আক্রমণ করতে হবে।

৩য় সৈন্য। এ ভয়ানক ব্যাপার—আমাদের সর্ব্বনাশ করবে—আমাদের পাকা রাজদ্রোহী করে দেবে। এমন বিশ্বাসী নাম সব নষ্ট করে দেবে।

সকলে। খবরদার চেচিয়েছো কি খুন করব। (৩য়কে ধাক্কা দিল)

২য় সৈন্য। সত্যি—এমন লড়ায়ে নাম আমরা পরের জন্য লড়াই করে নষ্ট করছি—এমন বিশ্বাসী নাম বুকের রক্ত দিয়েও ক্ষুণ্ণ করছি। ভাই সব পারস্য আমাদের একটু ও বিশ্বাস করে না—তা যদি করতো আমাদের সেনাপতি আমাদের দল থেকে একজনকে বেছে নিয়ে করতো। এক এক দল গ্রীকের মাথায় এক একজন পারস্য সেনাপতি বসিয়ে দিত না।

১ম। আমাদের উদ্ধার এখন কি করে সম্ভব?

২য়। চল—এই মুহূর্ত্তে আমরা প্রস্থান করি—

১ম। সেও যে অসম্ভব—আমরা যে আত্ম হত্যা করেছি। ছেলে পিলে ফেলে রেখে কি করে যাব?

২য়। গ্রীসের সমস্ত শক্তি নিয়ে এসে তাদের উদ্ধার করব ভয় কি—

১ম। সে যে বিলম্ব হবে—হতভাগারা ধৃত হবে—বন্দী হবে নিহত হবে

২য়। উপাই নাই হয়ত ভালই হবে—আমরা হীন—হীন পরাধীন বংশের লোপ হবে—

১ম। সেও যে বড় গুরু—

২য়। *[তবে এস—এই মুহূর্ত্তে আমরা বিদ্রোহী হব—]*

১ম। আমরা মাত্র কয়েক হাজার—

২য়। কোন ভয় নাই—চল ঐ দূরে আলেকজাণ্ডার তার বিশাল-বাহিনী নিয়ে তোমাদের সাহায্য ভিক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে—

১ম। কে তুমি কোথায় আলেকজাণ্ডার—

আলেকজাণ্ডারের প্রবেশ।

আলেক। ভাই আমিই আলেকজাণ্ডার—আর এই আমার সেনাপতি সেলুকস—জলস্রোতের মত উদ্দাম উত্তেজনায় পারস্য ধ্বংস করতে ছুটে আসছিলুম—সম্মুখে তোমাদের দেখে সে গতিতে আমার বাধা পড়ল—ভাই ভাই যে রক্ত তোমাদের ধমনীতে প্রবাহিত সেই রক্তে যে আলেকজাণ্ডারের বক্ষ উষ্ণ হয়ে রয়েছে। ভ্রাতৃহত্যা কি করে করব ভাই—আজ আমি কাতর নয়নে তোমাদের করুণাপ্রার্থি—আমায় সাহায্য কর—দেশকে দিগ্বীজয়ী কর—তার মাথায় বিজয় মুকুট পরিয়ে দাও—

সকলে। জয় আলেকজাণ্ডারের জয়—

৩য়। না—না কিছুতেই হবে না—সেনাপতি—সেনাপতি—আলেকজাণ্ডার—গ্রীক সৈন্য বিদ্রোহী—

১ম। (ধৃত করিয়া) কিছুতেই হবে না—কাপুরুষ বিশ্বাসঘাতক—এতখানি বুকের মধ্যে দেশের জন্য একবিন্দু করুণা জাগলো না! তোমায় দয়া করা যায় না—তোমায় হত্যা করে জাতির সম্মান রক্ষা করব।

(ছুরীকাঘাত)

আলেকজাণ্ডারের জয়। [সকলের প্রস্থান।

(পার্শ্বে শায়িত বেসাসের অর্দ্ধ উথান)

বেসাস। তাইত, সত্যি সত্যিই সর্ব্বনাশ হল—না—না আর ত শুয়ে থাকলে চলবে না—উঠতেই হবে—কিন্তু সব যে আজ আমার মত মাতাল হয়ে পড়ে আছে—কি করব, চীৎকার করব! দেখি কেউ উঠে কি না—কে কোথায় আছ—আর বিলাসে মগ্ন থাকলে চলবে না—আলেকজাণ্ডার বিশাল গ্রীক বাহিনী নিয়ে পারস্য জয় করতে ছুটে আসছে—যে যেখানে আছ ছুটে এস—যে যেখানে ঘুমিয়ে আছ জাগ—কই কেউত এলনা—আমার ও যে সর্ব্বাঙ্গ কাঁপছে—দয়া কর ভগবান—আমায় শক্তি দাও—মস্তিষ্কে বুদ্ধি দাও—হৃদয়ে সাহস দাও—আমার রাজা আজ বিপন্ন

[আমার দেশের স্বাধীনতা আজ শত্রু করতলগত। দয়া কর—দয়া কর। দেশের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করে দাঁড়াতে—এই মাতালের প্রাণে সৎসাহস দাও।] [প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

রাজ প্রাসাদ।

মাতাল অবস্থায় দারায়ুস টলিতেছে বেসাস তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া আনিতেছে।

দারা। আরে যাও বেসাস্! আমি যাব না। আজ তারা আমোদ করছে—আর তুমি বল কিনা—গ্রীকেরা আক্রমণ করেছে? তুমি মাতাল হয়েছ বেসাস্!

বেসাস। সম্রাট! আর একটু—এখনি প্রাসাদ আমরা অতিক্রম করতে পারব। চ'লে আসুন সম্রাট! আপনি বাঁচলে পারস্যের আবার সব হবে।

নেপথ্যে। (ঘোরতর কোলাহল) "জয় ম্যাসিডন সম্রাটের জয়"]

বেসাস। ঐ ঐ এসে পড়ল!—

দারা। কি বলছে বেসাস—ম্যাসিডন্ সম্রাটের জয়!—

বেসাস। সম্রাট—সম্রাট—বিশ্বাস করুন—গ্রীকরা আপনার প্রাসাদ বেষ্টন করছে—আমাদের সৈন্যেরা আলেকজাণ্ডারের নাম শুনছে আর পালাচ্ছে—

(নেপথ্যে জয় ম্যাসিডন সম্রাটের জয়)

দারা। তাইত—তাইত তারা এসে পড়েছে! বেসাস্—বেসাস—কোথায় পালাবো? আমি সম্রাট—এখনি তারা আমার বেশভূষা দেখে জানতে পারবে—আমাকে তারা আগেই হত্যা করবে। বেসাস্ রক্ষা কর—রক্ষা কর। আমাকে বাঁচাও।

বেগে বীরসিংহের প্রবেশ।

বীর। প্রাণের আশঙ্কাই যদি এত তবে দিন সম্রাট—আপনার মুকুট আমাকে দিন, তাদের জান্‌তে দিন আমি পারস্য সম্রাট! তারা পারে আমাকে বন্দী করুক—আমায় হত্যা করুক।

দারা। কি বললে—বীরসিংহ! একদিন মৃত্যু স্থির জেনেও যে প্রাণ বাঁচাতে আমি ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছি—সে প্রাণ তুমি আনন্দে আমার জন্য তুচ্ছ কর্‌ছ?

বেসাস। একি মূর্ত্তি! একি আবিষ্কার! প্রাণ দেবার একি সমারোহ। প্রভুর জন্য আত্মোৎসর্গের একি আয়োজন! বীরসিংহ—বীরসিংহ—তুমি কখনও মকরের দেশের নও—কখনও তুমি ভারতবাসী নও—

দারা। না—বীরসিংহ! ঠিক তুমি মকরের দেশের লোক, ঠিক তুমি ভারতবাসী! তুমি তার চেয়েও বিশ্বাসঘাতক! তুমি তার চেয়েও বড় শয়তান! সে আমায় মাতাল লম্পট বিলাসী করে রেখে গেছে, কিন্তু তুমি আমাকে নীচ-হীন কাপুরুষ করে রেখে যেতে চাও? সে আমার উপরটা নষ্ট করে দিয়ে গেছে, তুমি আমার ভেতরটা নষ্ট করে দিয়ে যেতে চাও? সে আমার ইহকাল নষ্ট করে দিয়েছে, তুমি আমার পরকাল নষ্ট করে দিতে চাও?

বীর। বিলম্ব কর্‌বেন না সম্রাট। আজ যদি আমি যাই, শুধু আমি যাব কিন্তু আপনি গেলে,—না সম্রাট! আপনাকে বাঁচতে হবে! ঘুমন্ত দেশকে জাগাতে হবে; সম্রাট—সম্রাট—মরবার এমন সুযোগ আর আমি পাব না। দিন সম্রাট—মুকুট দিন, একজন বীরসিংহকে বলিদান দিয়ে দেশ রক্ষা করুন! লক্ষ বীরসিংহকে পরাধীনতার মৃত্যু থেকে রক্ষা করুন। *[একটা দেশের স্বাধীনতা হরণ করা—একটা জাতের মাথায় পা তুলে দেওয়া সহজ নয়—তা গ্রীকদের বুঝিয়ে দিন।]*

দারা। এত বড় একটা কীর্ত্তি সঞ্চয় করতে ব্যাকুল হয়ে কেঁদে উঠ্‌ছে প্রাণ। এই নাও ভাই আমার মুকুট নাও—ঈশ্বরের শপথ আমার প্রাণের জন্ত নয়, আমি দেখতে চাই, এ আত্ম বলিদানের পুরস্কার কি? এ মহাপ্রাণতার স্থান কোথায়? এই ঘৃণিত জীবন রক্ষা করে, কাল যদি আমি সদর্পে আমার রাজ্য অধিকার ক'রতে পারি তথাপি পৃথিবী আমায় ঘৃণা করবে। এ আমার জীবন নয়, এ আমার ঘৃণিত মরণ! তথাপি যাও বীর-সিংহ, উচ্চে আরও উচ্চে ঐ স্বর্গে প্রস্থান কর! আর আমি নরকের নিম্নস্তরে নেমে যাই। দেখি, সেই অন্ধকার সেই পূতিগন্ধে শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে গিয়ে, আমার আবার বাঁচতে ইচ্ছা হয় কিনা? যাও ভাই, বিদায়! [প্রস্থান।

মীরার প্রবেশ।

(জয় ম্যাসিডনের জয়)

মীরা। ঐ গ্রীকরা এই ধারেই আস্‌ছে। একজন ও তাদের গতিরোধ করতে নেই?

নেপথ্যে "জয় ম্যাসিডন সম্রাটের জয়"

বীরসিংহ। তরবারি কোষ মুক্ত কর মীরা! ঐ ঐ শত্রু আসছে।

(সেলুকস ও গ্রীক সৈন্যের প্রবেশ—বীরসিংহের ও মীরার যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান)

সেলু। বন্দীকর! আগে রাজাকে বন্দীকর (পশ্চাদ্ধাবন)

দারার পুনঃ প্রবেশ।

দারা। অবাক হয়ে দেখছ কি বেসাস। মাতাল আমরা এসব বুঝ্‌তে পারবো না। বেসাস, এ সম্রাটের বেশ আমার সর্ব্বাঙ্গে কণ্টকের মত বিঁধছে, বৃশ্চিকের মত দংশন করছে, খুলে দাও বেসাস, একটা প্রহরীর বেশ আমাকে পরিয়ে দাও। তারপর চল, পালাই চল পালাই চল। না বেসাস!

আর ত পালাতে ইচ্ছা হচ্ছেনা, আর ত শত্রুকে ভয় হচ্ছে না, আর ত মরতে ভয় হচ্ছে না। বেসাস্ বীরসিংহই আজ হতে পারস্যের রাজা। দাঁড়িয়ে থাকলে চলবে না। সমস্ত সৈন্যকে ডেকে তোল বেসাস, গ্রীক হস্ত হতে রাজাকে রক্ষা করি চল। [সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

প্রাসাদ দরবার কক্ষ।

সেকেন্দার ও রেজিনা।

রেজিনা। যেখানে দাঁড়িয়ে আছ, সেইখানে থাক পিশাচ! এক পা এগিও না, জীবন্ত এ সিংহাসনের আশা ক'রনা।

সেকে। কে তুমি সুন্দরী? এখনও অস্ত্র পরিত্যাগ করনি! আমি এখন তোমাদের ভাগ্য বিধাতা। জানো, ইচ্ছা করলে আমি তোমাকে কঠিন দণ্ড দিতে পারি।

রেজিনা। দণ্ড দেবার তুমি কে? তুমি পারস্যকে অস্ত্র নেবার অবসর দাওনি, চোরের মত উৎসবের সুযোগ বুঝে, পারস্য প্রাসাদ অধিকার করেছ! আমাদের অধীনস্থ গ্রীক সৈন্যকে বিদ্রোহী করেছ। এ অধিকার তারা মানবে না।

*[সেকে। আমার এ অধিকার সসম্মানে যদি তারা মাথায় ক'রে না নেয়—আমি শুধু তোমায় দণ্ড দিয়ে ক্ষান্ত হব না, সুন্দরি! আমি পারস্যের—প্রত্যেক রমণীকে নির্য্যাতন ক'রব—প্রতি লোমকূপে—সূচিবিদ্ধ ক'রে—তাদের মুখ থেকে বলিয়ে—নেব, আমিই—তাদের ভাগ্য-বিধাতা!

রেজিনা। যা'রা তোমার মত ভীরু কাপুরুষ—মানের চেয়ে—যাদের প্রাণ বড়—কুক্কুরের মত তারা তোমার পদলেহন ক'রবে। যে হস্তে তুমি

তাদের নিগৃহীত, লাঞ্ছিত, উৎসাদিত ক'রবে, সেই হস্ত তারা আগ্রহে চন্দন চর্চ্চিত ক'রে দেবে! কিন্তু যারা—তোমার মত ক্লীবত্ব প্রাপ্ত হয় নি—যারা মানুষ—তারা তোমার এ অধিকারের মাথায়—পদাঘাত করে চলে যাবে।] *

সেকে। না সুন্দরি! বিলাসী পারস্য আমাকে বাধা দেওয়া প্রয়োজন ভাবেনি, ভয়ে বোধ হয় তারা আমার বিরুদ্ধে দাঁড়ায়নি—দাঁড়ালেও আমি তাদের জয় করতুম। কিন্তু সুন্দরি! এ দম্ভত সামান্য রমণীর নয়, বল তুমি কে?

রেজিনা। কে আমি শুনবে সম্রাট শোন! যে দেশের সম্মুখে যুক্ত-করে বসে ম্যাসিডন একদিন রাজনীতি—ধর্ম্মনীতি, দর্শন বিজ্ঞান শিক্ষা করেছে—যার সভত্যার আলোকে ম্যাসিডন মানুষ হয়েছে, আজ আবার সুযোগ বুঝে যে দেশের ঐশ্বর্য্য লালসায় ম্যাসিডন চোরের মত প্রাসাদে ঢুকেছে। সেই পারস্য সম্রাট দারায়ুসের ভগিনী আমি।

সেকে। সম্রাট ভগিনী! কিন্তু সুন্দরি! বিলাসে পারস্য অর্থের অপব্যবহার করছে; প্রতারকের মত, দস্যুর মত জাতীর উন্নতির হন্তারক হয়ে জগতের শ্রীকে বঞ্চিত করে বসে আছে। আমি এ দেশকে নিজের হাতে শাসন করব—বিলাসী পারস্যকে পৃথিবীর কার্য্যে লাগাব।

রেজিনা! হ্যাঁ বড় জোর, তুমি তার সর্ব্বাঙ্গ লৌহ শৃঙ্খলে আবদ্ধ না করে স্বর্ণ শৃঙ্খলে আবদ্ধ করবে—স্বর্ণ পিঞ্জরে বসিয়ে তোমার ইচ্ছামত আহার দেবে! উত্তম, তাই কর, কিন্তু কৌশল কেন? বিলাসী হলেও পারস্য বীর কি না তা অনুসন্ধান কর।

সেকে। দেখেছি রাজপুত্রি! পারস্য সম্রাজ্ঞীর অদ্ভুত অসি চালনা দেখে বিস্মিত চমৎকৃত হয়েছি, জনকতক মাতাল আর সেই বীর দম্পতি আমার অচ্ছেদ্য গ্রীক ব্যূহ ভেদ করে চলে গেল। সে বীরত্ব দেখে বিস্মিতের মত চিত্রাপিতের মত দাঁড়িয়ে ছিলুম না—স্পার্টান বিজয়ীর বীরত্ব, থিবস

বিজয়ীর গৌরব—মিশর বিজয়ীর কীর্ত্তি ম্লান, নত সমভূমি হয়ে যায় দেখে সমস্ত শক্তি নিয়ে আক্রমণ করেছিলুম—পারলুম না। আমি মুগ্ধ হয়েছি! আমি সে কীর্ত্তি সে গৌরব ম্লান করে দিতে চাই না। সম্রাটের অনুসন্ধানে চতুর্দ্দিকে আমি সৈন্য পাঠিয়েছি—সুন্দরি, আমি সন্ধি করব।

রেজিনা। সন্ধি! উন্মাদ তুমি সম্রাট! যুদ্ধের জয় পরাজয় এখনও স্থির হয়নি—পারস্যের একজনও এখনও দেশের স্বাধীনতার জন্য বুকের রক্ত দেয়নি; তাও যদি হয়, আজকার চৌর্য্য বৃত্তি যদি তোমার বিজয় গরিমার নামান্তর মাত্র হয়—তা হলে হে শঠ—হে প্রবঞ্চক—এ মহত্ব তোমার সাজে না—এ মহত্বে শত্রু মুগ্ধ হবে না।

সেকে। তবে কি মহত্বে শত্রু মুগ্ধ হবে সুন্দরি?

রেজিনা। কি মহত্বে শত্রু মুগ্ধ হবে? তাকি পারবে? যদি পার—শোন- এই মুহূর্ত্তে সিংহাসন ত্যাগ কর—তোমার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পারস্যকে আহ্বান কর। পারস্য সম্রাট দারা বড় কি দিগ্বীজয়ী বীর সেকেন্দার বড়, আগে তা প্রমাণ কর—তার পর সন্ধির কথা বলো। তাকি পার! এতটা লোভ কি সম্বরণ করতে পার? বিনা পরিশ্রমে এত বড় একটা স্বর্ণ-প্রসূ সাম্রাজ্য অধিকার করেছ, তস্কর—কাপুরুষ, প্রাণ থাকতে তাকি তুমি ছেড়ে দিতে পার?

সেকে। উত্তম! তবে তাই হ'ক সুন্দরি। তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হ'ক; এই আমি সিংহাসন ত্যাগ করলুম—

রেজিনা। সত্যই তুমি সিংহাসন ত্যাগ করলে—

সেকে। শুধু সিংহাসন নয়—আমার সমস্ত সৈন্য নিয়ে আমি এই মুহূর্ত্তে প্রাসাদ ছেড়ে চলে যাচ্ছি। যাও সুন্দরী! তোমার ভাইকে সংবাদ দাও আমি অবসর দিচ্ছি—সমস্ত সৈন্য নিয়ে সে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী হ'ক! আবার আমি নূতন করে আক্রমণ করব। যদি যুদ্ধ জয় করতে পারি—পারস্য সাম্রাজ্য আমার হবে। আর যদি পরাজিত হই, শুধু পারস্য তোমাদের

থাকবে না, পুরস্কার স্বরূপ আমি হাস্‌তে হাস্‌তে সমস্ত ম্যাসিডন তোমার ভাইয়ের হাতে তুলে দেব। (প্রস্থানোদ্যোগ)

রেজিনা। উত্তম! তবে প্রস্তুত হন্ সম্রাট। [প্রস্থান।

(সেলুকসের প্রবেশ)

সেলু। সম্রাট! পারস্যরাজ সাংঘাতিকরূপে আহত! নিকটেই এক পর্ব্বতের তলদেশে একটি রমণী তার সেবা করছে।

সেকে। সাংঘাতিকরূপে আহত! একি! ক্রন্দনধ্বনি কোথা থেকে আসে—

দারার মাতার প্রবেশ।

দারার মাতা। কি ক'রলে সম্রাট! বীরের মত প্রতিদ্বন্দ্বীতায় আহ্বান করে তাকে হত্যা করলে না—ঘুমন্ত তার বুকে ছুরী বসিয়ে দিলে?

সেকে। কে আপনি!

দারারমাতা। আমি মা। তোমারি মায়ের মত একজন মা! তুমি বুঝ্‌তে পারছোনা! তুমি যে মায়ের অশ্রু মুছিয়ে দিতে আমাদের দ্বারে এসে সামান্য সৈনিকের কার্য্য গ্রহণ করেছিলে; তুমি মায়ের অশ্রুজল চিন্‌তে পারলে না? সম্রাট,—তাহলে কি তুমি কখনও মা দেখনি? কি করলে রাজ্য নিয়ে শান্তঃহলে না—মা বেঁচে রইল পুত্রের প্রাণ নিলে! পুত্রের হাত ধরে ভিক্ষা করে মাকে খেতে দিলে না? মায়ের সম্মুখে তাকে বধ ক'রলে।

সেকে। আমি মা দেখিনি! ঈশ্বর—ঈশ্বর! দেশের পর দেশ ধ্বংস করে এসেছি? এমন দৃশ্য ত কখনও দেখাও নি? দেখালে যদি এ অশ্রু মুছিয়ে দিতে আমায় শক্তি দাও! চিনেছি চিনেছি—হতভাগিনী সম্রাট জননি! তোমার অশ্রুজলে আমার মায়ের মুখ প্রতিবিম্বিত হয়ে উঠেছে! এতটুকু বেদনার অশ্রুজলে মায়ের বুক ভেসে যাচ্ছে দেখতে পাচ্ছি। ওঠ মা ওঠ! পারস্য জয় আমার শেষ হয়ে গেছে। পৃথিবী

খুঁজে ভাইকে এনে আবার সিংহাসনে বসাব। আহত হয়ে যদি থাকে ভাই, অতিরিক্তি রক্তস্রাবে দুর্ব্বল হয়ে যদি ভাই আমার কোথাও পড়ে থাকে, আমি আমার বুকের রক্ত দিয়ে, তাকে সবল করব! মা—মা!! পদধূলি দাও মা! আমি মায়ের অশ্রুজল মুছিয়ে দেব।

[সেকেন্দার ও সেলুকসের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

আহত বীরসিংহ ও মীরার প্রবেশ।

মীরা। আর কেন এই বেশ গুলো এইবার খুলে ফেলি এস।

বীর। না মীরা! আর একটু থাক। আলেকজাণ্ডার আর একটু এধারে ছুটে আসুক। সম্রাট আরও একটু নিরাপদ হ'ক। (উপবেশন) মীরা অভাগিনী! আমার জন্য কেন এ বিপদে পড়লে?

মীরা। তুমি কেন দেশ ছেড়ে এলে? আমার জন্য তুমি কেন রাজ্য ছেড়ে এলে? স্বর্ণ সিংহাসন ছেড়ে এসে কেন এমন করে ধূলায় গড়ালে!

বীর। মীরা! যদি মরি!

মীরা। তাকি পার—মীরাকে ফেলে মরতে পার?

(নেপথ্যে আলেকজাণ্ডারের জয়)

বীর। মীরা মীরা—এ যে তুমুল যুদ্ধ চলছে! একদিকে পারস্ত একদিকে ম্যাসিডন! মীরা—মীরা—আলেকজাণ্ডার ছুটে আসছে। বুঝেছ? পারস্ত-রাজকে বন্দী করতে ছুটে আসছে, দেহে আর শক্তি নাই, তরবারীতে আর তীক্ষ্ণতা নাই—চল, পালাই চল—আলেকজাণ্ডারকে আরও দূরে নিয়ে যাই চল—সম্রাটকে আরও নিরাপদ করি চল

[উঠিয়া উভয়ের দ্রুত প্রস্থান

মকরের প্রবেশ।

মকর। এখন ও যুগলে আছ! দাঁড়াও দাঁড়াও—আমি সব নিরাপদ করে দিচ্ছি। বেশ হয়েছে! এখন ও বেশভূষা খোলেনি; যাই আলেক-জাণ্ডারকে ঐ পারস্যরাজ বলে বীরসিংহের পিছনে লেলিয়ে দিই। তারপর যেমন বলিদান হয়ে যাবে, অমনি ভুল হয়ে গেছে বলে দারাকে দেখিয়ে দেব। ব্যস্ আবার বলিদান! বাহবা কি বাহবা! ঐ আলেকজাণ্ডার আসছে। দেখ্‌ব মীরা! কতদিন তুমি আমার হাত থেকে পালাতে পার।

আলেকজাণ্ডারের প্রবেশ।

মকর। সম্রাট—সম্রাট—ঐ পারস্যের রাজা রাণীকে নিয়ে পালাচ্ছে!

আলেক। ঐ পারস্যের রাজা যাচ্ছে! ঐ পারস্যের রাজা যাচ্ছে! রাজাকে যে জীবন্ত ধরে দিতে পারবে, আমি তাকে লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা পুরস্কার দেব!

(আলেকজাণ্ডারের গমনোদ্যোগ—তরবারি হস্তে দারার প্রবেশ ও বাধা দিয়া)

দারা। রাজার সেনাপতি বেঁচে থাকতে রাজাকে বন্দী কেউ কর্‌তে পারবে না।

আলেক। তোমার সমস্ত সৈন্য পরাজিত হয়েছে—তোমার রাজা ঐ পালাচ্ছে!

দারা। কিন্তু আমি পরাজিত হই নি—আমি এখনও পালাই নি—অস্ত্র ধর আলেকজাণ্ডার! (অস্ত্রাঘাত)

আলেক। ক্ষান্ত হও—ক্ষান্ত হও—আমি রাজাকে বন্দী কর্‌তে যাচ্ছি না—হত্যা করতে যাচ্ছি না—আমি সম্রাটের বন্ধুত্বের জন্য চলেছি।

দারা। (ক্রমাগত অস্ত্রাঘাত ও আলেকজাণ্ডারের আঘাত নিবারণ করণ) মিথ্যা কথা—মিথ্যা কথা। রাজার সেনাপতি বেঁচে থাকতে কেউ রাজাকে বন্দী কর্‌তে পারবে না।

আলেক। না তবে আমার অপরাধ নাই—আলেকজাণ্ডারের আঘাত সহ্য কর। (যুদ্ধ ও দারার পতন)

সেনাপতি—আমি যে সত্যই দারার উদ্ধারে চলেছি—কেন অবিশ্বাস কর্‌লে—কেন বৃথা প্রাণ হারালে— [প্রস্থান।

রেজিনার প্রবেশ।

রেজিনা। না—না—কিছু বৃথা হয় নি। ভাই—ভাই—চমৎকার মরেছ—আমার ভাইয়ের মত সম্রাটের মত আজ বীর শয্যায় শুয়েছ, বীরসিংহের দেনা শোধ করেছ—পারস্যের কলঙ্ক বুকের রক্তে ধুয়ে দিয়েছ—ভাই—ভাই—

দারা। কে? রেজিনা—বেঁচে আছিস—মর্য্যাদা রাখ্‌তে পেরেছিস্!

(উঠিয়া বসিতে যাইয়া মূর্চ্ছিত হওন)

রক্তাক্ত বেসাসের প্রবেশ।

বেসাস। পারলুম না—ফেরাতে পারলুম না—ঈশ্বর—ঈশ্বর—কোন্ পাপে পারস্যের লক্ষাধিক সৈন্য আজ মুষ্টিমেয় গ্রীক সৈন্যের কাছে পরাভূত পর্য্যুদস্ত হল—কোন পাপে এত বড় একটা রাজ্যের স্বাধীনতা নষ্ট হ'ল। সব গেছে কেবল একা বীরসিংহ এক সহস্র হিন্দু সৈন্য নিয়ে যুদ্ধ ক'রছে—কিন্তু কতক্ষণ সে আর এমন করে যুদ্ধ করবে—কতক্ষণ সে নিজেকে রক্ষা করতে পারবে—(অগ্রসর হওন) এ্যা! একি—একি! সম্রাট—সম্রাট—এ যে রক্তের ঢেউয়ে ডুবে যাচ্ছে। ও হো হো—পারস্যের সব গেল—

দারা। কে বেসাস—মরতে এখনও একটু সময় লাগবে—তার আগে তারা যদি আমায় বন্দী করে। (পুনর্ব্বার উঠিতে যাইয়া মূর্চ্ছিত)

নেপথ্যে। জয় আলেকজাণ্ডারের জয়।

বেসাস। ঐ আস্‌ছে—ঐ আস্‌ছে—উন্মত্ত গ্রীক-বাহিনী সম্রাটকে

বন্দী করতে আসছে—বধ করতে আসছে। না—না—আমার রাজা—আমার দেবতা—উঠ সম্রাট-নন্দিনী—পার, চোখ দুটো আকর্ণ বিস্তৃত করে বুকখানা পাথরের মত শক্ত করে দাঁড়িয়ে তোমাদের অন্নপুষ্ট বেসাসের কার্য্য দেখ—না পার চোখ বুজে সরে যাও। বেসাসের রাজা বেসাসের দেবতা। সেই দেবদেহ বিদেশীর পদে মর্দ্দিত হতে দেবে না—জীবন্ত বন্দী করে নিয়ে যেতে দেবে না। (অস্ত্রাঘাত ও দারার ছিন্নমুণ্ড হওন)

রেজিনা। (উচ্চৈঃস্বরে) বেসাস—বেসাস—

বেসাস। কার্য্য শেষ—আর অস্ত্রে প্রয়োজন নাই—(অস্ত্রত্যাগ) এ জীবনেও আমার প্রয়োজন নাই— (পতন)।

রেজিনা। ভাই—ভাই—[ছিন্ন মুণ্ড লইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

প্রাসাদ কক্ষ।

পাগলের মত দারায়ুসের মাতা কক্ষে প্রবেশ করিল।

দারার মাতা। কে—কে—ডাকলে—কই—কই—কোথায় দারা কোথায় দারা ?

এক হস্তে বীর সিংহ ও এক হস্তে মীরাকে লইয়া আলেকজাণ্ডারের প্রবেশ।

আলেক। এই যে মা—এই যে—এই যে আমার ভাই—এই যে, মা, তোমার দারা !

দারার মাতা। কৈ—কৈ—(হঠাৎ থামিয়া) না—না—এ যে বীরসিংহ ! দারা কই ? আমার দারা কৈ ?

দারার ছিন্ন মুণ্ড লইয়া রেজিনার প্রবেশ।

রেজিনা। এই যে মা—এই যে মা—তোমার দারা! এই যে মা, তোমার বীর পুত্র।

(ছিন্ন মুণ্ড মায়ের সম্মুখে ধরিল)

দারার মাতা। এঁ্যা—এঁ্যা—এ যে দারার ছিন্ন মুণ্ড—

(আছড়াইয়া পড়িল)

বীর। মীরা! মীরা! রাজাকে রক্ষা করতে পারলুম না।

আলেক। এঁ্যা—এই দারা—না—না—এ সম্রাটের সেনাপতি। না না, হতে পারে না—হতে পারে না। একে যে আমি হত্যা করেছি।

দারার মাতা। দারার—ছিন্ন মুণ্ড! দারার—ছিন্ন মুণ্ড—

রেজিনা। কাঁদছ মা! পলায়িত পুত্রের জন্য কেঁদেছিলে কিন্তু আজ ত তোমার পুত্র পলায়ন করেনি! *[দেশের জন্য, জাতির জন্য, স্বাধীনতার জন্য]* দিগ্বীজয়ী বীরের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়িয়েছিল, বীরের মত যুদ্ধ করতে করতে তরবারি মাথায় রেখে অনন্ত শয্যায় শুয়েছিল। মা—মা—ওঠ মা! আনন্দ কর! পুত্র তোমার মরেনি, বিধাতার দান্ অমরত্ব পেয়েছে। পারস্যের প্রতি ঘরে, বীর মাতা, বীর জায়া বীর ভগ্নীর অন্তরে আজ তোমার পুত্রের নাম সাধনার মন্ত্রের মত উচ্চারিত হচ্ছে।

আলেক। ঈশ্বর—ঈশ্বর—আজ তুমি আলেকজাণ্ডারের বিরুদ্ধে—নইলে তার স্বর্ণ মুষ্টি আজ ধূলি মুষ্টিতে পরিণত হবে কেন? আমি যে বুকের কাছে পেয়েছিলুম—পেয়ে তাকে হারাব কেন? ওঠ মা ওঠ—ব্যাধি বলে আমায় ক্ষমা কর—অত্যাচারী সন্তান বলে আমায় মার্জ্জনা কর! এক পুত্র গেলে আর এক পুত্রকে বুকে করে মা শান্ত হয়। ওঠ মা, যে সম্রাট জননী ছিলে সেই সম্রাট জননী তুমি! দারা যেমন করে তোমায় মা বলে ডাকত আমিও তেমনি করে তোমায় মা বলে ডাকব।

সপ্তম দৃশ্য।

পারস্য রাজপ্রাসাদস্থিত কক্ষ।

বীরসিংহ ও মীরা।

মীরা। আর কেন চল—আমরা ভারতবর্ষে ফিরে যাই।

বীর। মীরা—মীরা! হতভাগা আমরা—আমরা বেঁচে রইলুম, সম্রাট মারা গেল!

আলেকজাণ্ডারের প্রবেশ।

আলেক। ভাগ্যবান বীর দম্পতি! দুঃখ করনা—নিয়তির আঘাত কি করে রোধ করবে?

মকরের প্রবেশ।

মকর। এই যে, সম্রাট—সম্রাট—আপনার অনুসন্ধানে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।

আলেক। পেয়েছি—পেয়েছি—আমিও তোমার জন্য পাগল হয়ে উঠেছি—ভগবানের দয়ায় তোমায় পেয়েছি।

(বেগে গিয়া দৃঢ় মুষ্টিতে ধারণ)

মকর। বলতে ভুল হয়ে গিয়েছিল সম্রাট! না সম্রাট—মিথ্যা করে বলেছিলুম। এ রাজা নয়—এ বীরসিংহ! রাজার পোষাক পরে আপনাকে এত কষ্ট দিয়েছে। আর এই সেই নারি।

আলেক। বীরসিংহকে এখনি শাস্তি দেব, আর এই নারীকে তোমার হস্তে অর্পণ করব।

মকর। সম্রাট দয়ার সাগর! দয়ার সাগর!

আলেক। সেলুকস! শৃঙ্খল নিয়ে এস—শৃঙ্খল নিয়ে এস।

মকর। শৃঙ্খল কেন—শৃঙ্খল কেন ?

আলেক। এই নারীর হস্ত পদ বন্ধন করে তোমায় দেব—তুমি নিয়ে চলে যাবে।

মকর। সম্রাট! দয়ার সাগর—দয়ার সাগর—অন্তর্য্যামী!

সৈন্যের প্রবেশ।

আলেক। সৈনিক! এই পাপিষ্টকে বন্ধন কর!

মকর। এঁ্যা—এঁ্যা!—

আলেক। এইবার নতজানু হয়ে ঐ রমণীর সম্মুখে বস দুর্ব্বৃত্ত! বস—বস—তোমার ঐ পাপ হস্ত যা তুমি ঐ রমণীর সম্মান-হানী করতে উত্তোলন করেছিলে, সেই হস্ত দিয়ে ঐ পদস্পর্শ করো! বিলম্ব করনা—(মকরের তথাকরণ) আর বেশী পরিশ্রম তোমায় করাব না। কেবল একটা ছোট কথা তোমায় বলতে হবে; ঐ রমণীকে একবার মা বলে ডাক—ডাক—ডাক—বল, মা আমায় ক্ষমা কর।

মকর। মা, মা, আমায় ক্ষমা কর!

আলেক। যাও একে নিয়ে গিয়ে পিঞ্জরেয় পুরে রাখ।

বীর। সম্রাট—আমরা ভারতবর্ষে ফিরে যাব—বিদায় হই—

আলেক। আমিও যে ভারতবর্ষে যাব বন্ধু!

মীরা। আপনি ভারতবর্ষে কেন যাবেন সম্রাট ?

আলেক। ভারতবর্ষ জয় করতে। বীরসিংহ ভাই—তোমার বীরত্ব আমি নিজে পরীক্ষা করেছি, বল ভাই—ভারতবর্ষে গিয়ে তোমার কি কোন উপকারে আসতে পারি না।

বীর। উপকার করবেন সম্রাট—তবে শুনুন—এই নারী আমার প্রণয়িনী তা বুঝতে পেরেছেন—এঁর পিতা কর্ত্তৃক আমি লাঞ্ছিত হই—আমার রাজ্যের লোভে এঁর পিতা আমাকে হত্যা করতে উদ্যত হন—এঁর

কৃপায় আমি মুক্ত হই—এঁর মুখচেয়ে সমস্ত রাজ্য আমি এঁর পিতাকে দিয়ে চলে আসি। কিন্তু তথাপি তিনি সন্তুষ্ট হননি—কন্যাকে পদাঘাত করে দূর করে দিয়েছেন। সম্রাট! রোষে ক্ষোভে দুঃখে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে —আমায় সৈন্য দিন, আমার হৃত রাজ্য আমি উদ্ধার কর্‌ব।

আলেক। উত্তম! চল আমি তোমার রাজ্য উদ্ধার কর্‌ব—প্রয়োজন হয় সমস্ত ভারতবর্ষ আমি ধ্বংস কর্‌ব।

মীরা। বিদায়—বীরসিংহ! বিদায়!—

বীর। বুঝেছি মীরা! এ প্রস্তাব তোমার মনোমত হয়নি! বুঝেছি, এই তোমার ভালবাসা—

মীরা। আমার ভালবাসা বীরসিংহ! আমার ভালবাসা তুমি প্রশ্ন কর্‌ছ? নারীর প্রেম তুমি তুলাদণ্ডে মাপতে এসেছ! ভুল করেছ— পিতার উপর প্রতিশোধ চাও? বল্‌লেনা কেন—অত্যাচারী পিতার বুকে আমি স্বহস্তে ছুরী বসিয়ে দিতুম। *[কিন্তু কি করলে—দেশের উপর প্রতিশোধ নিতে বিদেশীকে আহ্বান করলে—স্বজাতীকে দমন করতে বিধর্ম্মীর আশ্রয় নিলে।]* উত্তম—এস বীরসিংহ! তুমি তোমার বীরত্ব—তোমার আত্মাভিমান নিয়ে, তোমার দিগ্বীজয়ী সেকেন্দারশাকে নিয়ে;—আর আমি চল্লুম, তোমাদের সাদর-অভার্থনার জন্য—আমার দেশবাসীকে জাগাতে— তোমাদের পূজার জন্য যৎকিঞ্চিৎ উপচার সংগ্রহ করতে। ক্রুদ্ধ হয়োনা বীরসিংহ! অভিমান করনা বীরসিংহ! তুমি আমার ইহকাল—আমার পরকাল। কিন্তু দেশ—ইহকালের জন্মদাতা—পরকালের পরিত্রাতা— জন্মভূমি—তোমার চেয়ে বড়, পিতার চেয়ে বড়, সৃষ্টির চেয়ে বড়। তবে আমি আসি

(বীরসিংহ হেটমুণ্ডে রহিল)

আলেক। অপূর্ব্ব চরিত্র! অপূর্ব্ব সমাবেশ! অপূর্ব্ব প্রেম! যাবার আগে একবার দাঁড়াও প্রেমময়ী! চক্ষে যে প্রেম আলেকজাণ্ডার কখনও

দেখেনি—ধ্যানে ধারণায় যে প্রেমের ছবি—আলেকজাণ্ডার কখনও হৃদয়ে অঙ্কিত করেনি ;—কাব্যে-ইতিহাসে পুরাণে যে প্রেমের কথা আলেকজাণ্ডার কখনও পড়েনি—সেই প্রেমময়ী মূর্ত্তিতে একবার দাঁড়াও—গরিমাময়ী মহিমাময়ী নারি! তুমিত শুধু প্রেমময়ী স্বামী সোহাগিনী—প্রণয়িনী নও—তুমি জন্মভূমির জননী! যাবার আগে আলেকজাণ্ডারের পূজা নিয়ে যাও—তাকে আশীর্ব্বাদ করে যাও!

মীরা। ম্যাসিডন সম্রাট! তোমার জয় হক্। [প্রস্থান]

আলেক। হেঁটমুণ্ডে কেন বীরসিংহ ?

বীর। সম্রাট! ভারতবর্ষ আমারও দেশ! *[তার উৎসাদন করতে বিদেশী বিধর্ম্মীকে আমি আহ্বান করতে পারি না।]* সম্রাট! বন্ধু আপনি! ভারতবর্ষ যাওয়ার সংকল্প ত্যাগ করুন।

আলেক। বীরসিংহ! এ আমার বহুদিনের পুঞ্জীকৃত আশা! এ আমার বহুদিনের সাধনা। না বীরসিংহ! ছেড়ে যেতে পার্ত্তুম! কিন্তু এ আজ আমার তীর্থ হয়ে দাড়িয়েছে।

বীর। তবে বিদায় সম্রাট! একটা ভুল করেছি বলে—আর একটা ভুল করতে পারি না—অসি হস্তে ভারতবর্ষের দ্বারে আমার সাক্ষাৎ পাবেন।

আলেক। তবে দাঁড়াও বীরসিংহ! তুমি আমার অর্থবল—বাহুবল কৌশল সব জেনে যাচ্ছ—তুমি আমার বন্দী! বন্দী কর!

বীর। ভারতবর্ষের—শত্রু আপনি, আপনাকে তবে এইখানেই বাধা দেব— (তরবারি উন্মোচন)

আলেক। আমার অগণিত সেনার হস্ত হতে তুমিত আত্মরক্ষা কর্ত্তে পারবে না বীরসিংহ!

বীর। মরতে পারব—বন্দীত্ব স্বীকার করতে পারব না।

আলেক। তবে যাও বীরসিংহ! দেশে ফিরে যাও! মীরার ছোট্ট চেষ্টাটুকুকে শতমুখী করে, রণরঙ্গিণী মূর্ত্তিতে আমার বিপক্ষে দাঁড় করিয়ে

দাও! যাও বীর দম্পতি! পারস্যের আকাশে বাতাসে যে প্রেমের তরঙ্গ তুলেছিলে, আবার সেই তরঙ্গ তুলে দাঁড়াও গে। আর আমি! আমি ফিরে যেতে পাচ্ছিনা বীরসিংহ! পারস্যের উপকূলে দাঁড়িয়ে যে ত্রিধারা আজ বয়ে যেতে দেখলুম—তাতে আমি বিস্মিত চমৎকৃত স্তম্ভিত—যেখানে একসঙ্গে মকরের মত পিশাচ, তোমাদের মত বীর, মীরার মত প্রেমিকা জন্মায়—সে দেশটা আমায় দেখতেই হবে। পারি সে দেশ জয় করে ধন্য হব—না পারি সে দেশের ধূলি সর্ব্বাঙ্গে মেখে অমর হব।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

পঞ্চনদ।

ভবানী মন্দির।

পুরু ও অজয়।

পুরু। মা—জগজ্জননী, আজ বড় কাতর হৃদয়ে তোর সন্তান তোর পায়ের তলায় ছুটে এসেছে—তার কোন অপরাধ নাই মা—তক্ষশীলার অত্যাচারে সমগ্র দেশবাসী সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছে। আজ লক্ষ লক্ষ নরনারী গৃহহীন বন্ধুহীন সহায় সম্পদহীন। আজ তারা তোর পদপ্রান্তে ছুটে এসেছে—তোর রাঙ্গাপদে তাদের স্থান দে মা—(প্রণাম) বড় অনিচ্ছায় আজ এই অস্ত্র ধরে ভারতবাসীর রক্তে ভারতভূমি প্লাবিত করতে দাঁড়িয়েছি কিন্তু তুইত জানিস জননী স্বার্থরক্ষার জন্য নয়। পীড়িতের আর্ত্তনাদ তোরই বুকে আগে বেজেছে—তোরই ইঙ্গিতে এই অস্ত্র তুলেছি—আজ যদি জয় না দিস্ মর্য্যাদার মরণ আমাকে দিস মা—(প্রণাম) (উঠিয়া) পুত্র অজয় তুমি মাকে কি জানালে ?

। মার কাছে—আমি তোমার জয় ভিক্ষা করলুম!

পুরু। শুধু এইটুকু! না পুত্র, মাকে জানাও—আমি যদি আজ তক্ষশীলার হস্তে নিহত হই—তুমি আমার জন্য অধীর হবে না, দ্বিগুণ-উৎসাহে অস্ত্র ধরে দেশবাসীকে রক্ষা করবে।

ভবানীর প্রবেশ।

ভবানী। বাবা—সৈন্য সব সেজে দাঁড়িয়ে রয়েছে, ঘোড়াগুলো সব ছট্‌ফট্ করছে—কিন্তু যুদ্ধের এখনও ত সময় হয়নি। তুমি আবার রাজা তক্ষশীলার কাছে যাও—যুদ্ধ ত আছেই, তার আগে তাঁকে আর একবার বুঝিয়ে বল। দেখ্‌ছ না বাবা, মায়ের মুখ দেখে—টের পাচ্ছনা—মায়ের মুখ ত মেঘাচ্ছন্ন নয়। মা আমার এখন জগত পালন করছেন। সারা সৃষ্টি ক্রোড়ের উপর পড়ে আছে, মা আমার সন্তানের মুখে স্তন্য দিয়ে আকুল হয়ে সেই মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন—সর্ব্বাঙ্গে তার পদ্মহস্ত বুলিয়ে দিচ্ছেন। দেখ দেখ বাবা! মায়ের মুখে হাসি দেখ।

ভবানীর গীত।

দেখ আঁখি ভ'রে মৃগরাজ পরে—জগত জননী বিহরে,
পদ নখে কতচন্দ্র তপন উল্লাসে ঘন শিহরে,
মনুজ দনুজ দেববৃন্দ ও পদ কমল সদা পূজে
বিতরে বিশ্বে করুণা শান্তি জগন্ময়ী মা চারিভূজে
ঋদ্ধি সিদ্ধি দাত্রী, জয়দে জগদ্ধাত্রী—
তোমা বিনে দুঃখ কে হরে।

মীরার প্রবেশ।

মীরা। না, না ও গানের দিন চ'লে গেছে এখন এমন গান গাইতে হবে, যা শুনলে—আবাল বৃদ্ধ বনিতা নিষ্কোষিত অসি হস্তে—শত্রুর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়বে—ভারতের আজ বড় দুর্দ্দিন রাজা! ভারতের আজ বড় দুর্দ্দিন!

পুরু। কে, মীরা! জীবন মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ ক'র্‌তে ক'র্‌তে উন্মাদিনীর মত কোথা হতে এলি মা?

মীরা। রাজা, দিগ্বিজয়ী বীর ম্যাসিডন সম্রাট আলেকজাণ্ডার গ্রীস—মিসর—পারস্য, দেশের পর দেশ জয় ক'রে লক্ষাধিক সৈন্য নিয়ে, ভারতের সিংহদ্বারে উপস্থিত। শুধু উপস্থিত নয়, গান্ধার রাজকুমার বীরসিংহ তা'কে পথ দেখিয়ে নিয়ে আস্‌ছে।

পুরু। গান্ধার রাজকুমার বীরসিংহ! সে যে মৃত!

মীরা। না রাজা সে জীবিত। মিথ্যা ক'রে পিতা তাঁর মৃত্যু রটনা ক'রেছিলেন। রাজা! যে বীরসিংহ একদিন আনন্দে আমার রাজ্যলোভী পিতাকে তার রাজ্য ছেড়ে দিয়ে স্বেচ্ছায় নির্ব্বাসন বেছে নিয়েছিল, সেই বীরসিংহ আজ মৃত নয় জীবিত নরক গ্রস্ত *[আজ সে নিজের রাজ্য অধিকার ক'র্‌তে বিজাতির আশ্রয় ভিক্ষা ক'রে নিয়েছে, নিজের দেশ নিষ্পেষিত ক'র্‌তে বিধর্ম্মীকে ডেকে আনছে]*—রাজা! আমি পিতাকে এ বার্ত্তা জানালুম, আমার প্রস্তাব পিতা ঘৃণায় পরিত্যাগ ক'রলেন। পিশাচের মত অট্টহাস্য ক'রে—আমায় বল্‌লেন "আমি বীরসিংহের রাজত্ব আলেকজাণ্ডারকে অর্পণ ক'রে সন্ধি ক'রব। রাজা—রাজা, আমি অন্যান্য রাজন্যবর্গের কাছে এ সংবাদ জানালুম—দেশের গৌরব জাতির গৌরব রক্ষা করুন ব'লে আছ্‌ড়ে পড়্‌লুম, কেউ শুন্‌লে না—সব যেন সশঙ্কিত হ'য়ে গেল। রাজা! রাজা! তুমি সকলের রাজা! তুমি আমার পিতাকে রক্ষা কর। *[গ্রীকের আক্রমণ হ'তে তোমার দেশকে পবিত্র রাখ।]*

অজয়। তা না ক'রলে হয়! রাজন্যবর্গের সমক্ষে সহস্র অপমানে তোমার পিতা আমার পিতাকে অপমানিত করেছে, বার বার—পাঁচবার বিনা কারণে—আমাদের আক্রমণ করেছে। নারি! রাজন্যবর্গ চমৎকার ক'রেছে। তোমার পিতাকে তক্ষশীলা হ'তে পদাঘাতে দূর ক'রে দিয়ে, আলেকজাণ্ডার রাজত্ব ক'রবে—তা দেখে তারাও আনন্দ ক'রবে, আমরাও আনন্দ ক'রব—যাও—

মীরা। এ্যাঁ, এ কথা তোমাদের মুখে শুন্‌তে হ'ল! হিন্দুর যশের কিরীট

তোমরা, জাতীর গৌরবের ইতিহাস তোমরা, ভারতের মেরুদণ্ড তোমরা, তোমাদের মুখ হতে এ কথা শুনতে হ'ল! তবে বীরসিংহের কি অপরাধ! কিছু না—কিছু না। কিন্তু আমি যে বড় স্পর্দ্ধায়—তাদের পূজার উপচার সংগ্রহ ক'রব ব'লে এসেছি—কি ক'রব—কি ক'রব! না— আমি মরব— না ম'লে বীরসিংহ আমায় ঘৃণা ক'রবে। *[ব্যক্তিগত বিদ্বেষে যে দেশের প্রাণী তার জাতির মর্য্যাদা ভুলে যায়—সে দেশে বেঁচে থাকতে পারবো না।]* (নিজ বক্ষে ছুরিকাঘাত করিতে উদ্যত)

পুরু। শান্ত হ' মা—শান্ত হ'! তোর গর্ব্বের উপচার আমি সংগ্রহ ক'রে দেব—তোর পূজার ডালি আমি সাজিয়ে দেব, পৃথিবীর কেউ তোর সাহায্য না করুক, আমি তোর পিতাকে সাহায্য ক'রব—মীরা! দশ সহস্র সৈন্য নিয়ে—তোর পিতার বিরুদ্ধে অগ্রসর হচ্ছিলুম—আর তা যাব না—তোর পিতার রাজত্ব রক্ষা করতে এখনি সমস্ত সৈন্য ভারতের সীমান্ত অভিমুখে ছুটিয়ে দেব—

মীরা। রাজা

পুরু। মীরা, দেখলুম—আমার পুত্রের কতটা বিবেক! কতটা বুদ্ধি! কতখানি প্রাণ! দেখলুম—আর সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুর কামনা আমার প্রাণে জেগে উঠল। অজয়সিংহ, তুমি আমার জ্যেষ্ঠপুত্র কিন্তু আজ হ'তে—তুমি ত্যজ্যপুত্র।

অজয়। বাবা—বাবা!

পুরু। পদাঘাতে তক্ষশীলাকে দূর ক'রে দিয়ে আলেকজাণ্ডার রাজত্ব করুক—এ বলতে তোমার জিহ্বায় জড়তা এল না! একবার ভেবে দেখলে না—তক্ষশীলার পরাজয়—শুধু তক্ষশীলার নয়—সে পরাজয় তোমার—সে পরাজয় আমার—সে পরাজয় সমগ্র ভারতের! *[বিংশতি কোটি সন্তানের মধ্যে একজন একটা অপরাধ ক'রেছে, বিশকোটি সহোদরের মধ্যে একটা ভাই আজ আর একটা ভাইয়ের উপর অত্যাচার ক'রেছে ব'লে

তা'র বিচার, বিদেশী গ্রীক এসে কর্‌বে! কেন কে সে!]* ভারতের সিংহদ্বার হ'তেই তাকে ফেরাতে হবে, আলেকজাণ্ডারকে বুঝিয়ে দিতে হবে—এ তার অনধিকার চর্চ্চা—আর বুঝিয়ে দিতে হবে—*[ভারতবাসী নিদ্রিত নয়—তার আইন শাস্ত্র সে নিজে তৈরি কর্‌বে, তার অপরাধের শাস্তি সে নিজে দেবে।]*

অজয়। বাবা—বাবা—আমায় ক্ষমা কর—আমি ভাবতে পারিনি, আমি তোমার পা ছুঁয়ে শপথ ক'রছি—তোমার রাজ্যের অধিকারী হ'ব ব'লে নয়; যে প্রাণে—তক্ষশীলার প্রতি এ বিদ্বেষ পোষণ করে এসেছি—সেই তক্ষশীলার জন্য প্রয়োজন হয় আমি প্রাণ দেব।

মীরা। রাজা—রাজা! তবে আমার গর্ব্বের শির সোজা হ'য়ে থাকবে? তবে এস রাজা! একা তুমি আজ শত, সহস্র, লক্ষ, কোটি হ'য়ে সারা পাঞ্জাবে কোলাহল তুলে ভারতের সিংহদ্বারে ছুটে এস! আর আমি তোমার অনুষ্ঠানে অনুপ্রাণিত হ'য়ে তোমার উদ্দীপনায়—উদ্দীপিত হ'য়ে সারা ভারতে বিদ্যুতের মত ছুটে বেড়াব! ঘুমন্ত যে তাকে ডেকে তুল্‌ব, জাগ্রত যে, তার হাতে অস্ত্র তুলে দেব। [প্রস্থানোদ্যোগ।

অ্যালেকজাণ্ডারের দূত বেসে বীরসিংহের প্রবেশ।

বীরসিংহ। এই জ্বালামুখীর উন্মাদনায় আত্মহারা হ'য়ে আগুনে ঝাপ দেবেন না সম্রাট!

পুরু। কে তুমি?

বীরসিংহ। আমি গ্রীক দূত—পুরুরাজ! ভারতের সমস্ত রাজা মহামতি আলেকজাণ্ডারকে কর দিতে স্বীকৃত। আপনিও প্রস্তুত হ'ন। নিশ্চিন্ত রাজ্য ভোগ করুন।

পুরু। গ্রীক দূত—উপদেশ দিতে তোমার অধিকার নাই—বক্তব্য শেষ কর।

বীরসিংহ। আমি গ্রীকদূত—উপদেশ দেবার অধিকার আমার আছে। সামান্য করের জন্য আলেকজাণ্ডারকে ক্ষেপিয়ে রাজ্যভ্রষ্ট হ'য়ো না।

পুরু। দূত তুমি অবধ্য—তোমার সর্ব্ব অপরাধ মার্জ্জনীয়।

বীরসিংহ। স্পর্দ্ধিত রাজা—আলেকজাণ্ডারের দূতকে স্বপ্নেও বধ করতে কল্পনা করতে না—যদি জানতে আলেকজাণ্ডার—কে—আলেকজাণ্ডারের সৈন্য যেখানে পদার্পণ করেছে আততায়ী সৈন্য আতঙ্কে তাদের পদতলে অস্ত্র ত্যাগ করেছে। যে প্রাসাদে আলেকজাণ্ডার প্রবেশ করেছে সেই প্রাসাদই সিংহাসন নিয়ে তাঁকে অভিবাদন করেছে। গ্রীস বিজয়ী স্পার্টান বিজয়ী—থিবস বিজয়ী আলেকজাণ্ডার—মিসর বিজয়ী—পারস্য বিজয়ী—দিগ্বীজয়ী আলেকজাণ্ডার।

পুরু। আমার স্বাধীনতা ত্রিভুবন জয়ী—যাও দূত পুরুকে জয় করে—তোমার সম্রাটকে ভারত বিজয়ী হ'তে বলগে।

বীরসিংহ। নিরস্ত হও রাজা—তুমি জাননা—আলেকজাণ্ডার যে মুহূর্ত্তে জন্মগ্রহণ করেছিল—সেই মুহূর্ত্তে বজ্রপাত হ'য়েছিল, ভূমিকম্প হয়েছিল গ্রীসের পরমারাধ্যা ডিয়ানা দেবীর—মন্দির ভস্মসাৎ হয়েছিল।

পুরু। কিন্তু তুমি জান না দূত! স্বাধীন ভারতবর্ষ যে দিন জন্মগ্রহণ করেছিল—আকাশে বাতাসে কি সমারোহ সৃষ্ট হয়েছিল। একটি মন্দির কোথাও পুড়েনি একটি বৃক্ষ কোথাও দগ্ধ হয়নি—নিদ্রিত পাষাণ খণ্ডগুলো বিগ্রহ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে মন্দিরে মন্দিরে জাগ্রত হ'য়েছিল। দগ্ধ বৃক্ষ সবুজ হয়ে ছিল—বন্ধ্যা নারী পুত্রবতী হয়ে ছিল—লক্ষ রত্নাকর বাল্মীকি হয়ে ছিল। গ্রীক, সেই দিন তৃষ্ণার জন্য জল হল—ক্ষুধার জন্য আহার হল সূর্য্যের উত্তাপ হল, চন্দ্রের আলোক হল। যাও গ্রীক দূত, রণক্ষেত্রে তোমার প্রভু আমার দেখা পাবে। এই অসি তোমার প্রভুর কর হবে—আমার হাত হতে জীবিত তা গ্রহণ করতে বল।

বীর। তবে এ হীন পরিচ্ছদে সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করে এ পুণ্য ভূমিতে আর

দাঁড়াব না—যাবার আগে বীরসিংহের সেই অতীত দৃষ্টি দিয়ে—দেবমূর্ত্তি সন্দর্শন করে যাই। (ছদ্মবেশ উন্মোচন)

পুরু। এ্যাঁ একি, বীরসিংহ তুমি—তুমি আজ আলেকজাণ্ডারের দূত—ওহো – হো—

বীর। (স্বগত) কি বলব – বলব কি যে বীরসিংহ ছিলুম—সেই বীরসিংহই আছি—না মীরা, তা বিশ্বাস করবে না। মনে করবে—তার রূপের লোভে আমি আজ ছুটে এসেছি— (প্রকাশ্যে) রাজা! আপনি দেবতা—বীরসিংহ নরাধম। [প্রস্থানোদ্যোগ।

মীরা। তাই যদি তবে আবার কেন এ মুখ দেখালে—না – না—কোথায় যাবে? মীরার সাধনা এমন করে নিষ্ফল করে দিয়ে কোথা যাবে? তোমার কলঙ্ক আমি ঘুচাব তোমায় হত্যা করে আমি আত্মঘাতী হব।

বীর। মীরা—দূতের অপরাধ মার্জ্জণীয়, দূত অবধ্য—(স্বগত) মরতে কোন দুঃখ ছিল না কিন্তু কাজ বাকী রয়েছে। দুর্দ্ধর্ষ আলেকজাণ্ডার ভারতবর্ষ ধ্বংস করতে ছুটে আসছে এখন দেশের সকলকে বাঁচতে হবে; মরতে ত পারি না। [প্রস্থান।

মীরা। রাজা! রাজা! আমি যে দেবতার মত পূজা ক'রে এসেছি। আমি যে পৃথিবীর সমস্ত ঐশ্বর্য্য দিয়ে ভালবেসেছি—আমায় হত্যা কর এ আমি সহ্য করতে পারছি না।

পুরু। শান্ত হ' মা, শান্ত হ—এই ত ষোড়শোপচার! মায়ের পূজা সাঙ্গ করতে হবে। একটু বিলম্ব করলে চলবে না চল ভবানী, চল অজয়, চল মীরা ভারতবর্ষের উপযুক্ত করে অতিথি সৎকার করতে হবে—ম্যাসিডনের মুণ্ড কেটে মায়ের বুকে মুণ্ডমালা করে ঝুলিয়ে দিতে হবে—ম্যাসিডনের অস্ত্র এনে মায়ের হাত ভরিয়ে দিতে হবে। আলেকজাণ্ডারকে ধরে নিয়ে এসে অসুরের মত অসুর নাশিনীর পায়ের তলায় বসিয়ে দিতে হবে। [প্রস্থান।

ভবানী। এ আবার কি করলি মা, পলকে প্রলয় ঘোষণা করলি!

দয়া মায়া স্নেহ মুহূর্ত্তের মধ্যে সংসার থেকে সরে গেল, সন্তানের মুখ থেকে স্তন্য কেড়ে নিয়ে তাকে বুক থেকে আছড়ে ফেলে দিলি! মা, মা, এক বিপদ থেকে আবার ঘোরতর বিপদের দিকে টেনে নিয়ে চল্লি! এই যে হাসছিলি, উষার অরুণরাগে মুখখানি এই যে দীপ্ত হয়ে ছিল! আবার কেন অন্ধকার করলি! তোর কাজ তোকেই শেষ করতে হবে তবে নিজের কাজ কেন বাড়ালি মা!

ভবানীর গীত।

কি কর্ল্লি করালি!
নিজের রক্ত নিজে খেলি,
মা ;মা, বলে ভয়ে ছেলে
ছুটে আসে মায়ের কোলে,
বুক থেকে টেনে ফেলে
পায়ে দলিলি!
এমন মধুর মা নামে বেটী
কালি মাখালি!

দ্বিতীয় দৃশ্য।

তক্ষশীলার গৃহ।

দূতবেশী বীরসিংহ ও আম্ভি।

বীর। না, বিবেচনা করবার সময় নেই। বীরসিংহ অর্দ্ধেক রাজত্ব দেবে প্রতিশ্রুতি দিয়ে সম্রাটকে আপনার বিরুদ্ধে ডেকে আন্‌চে কিন্তু আপনি যদি আর কিছু বেশী দেন, সম্রাট আপনার পক্ষ হন—কিন্তু বিবেচনা করবার একটুও সময় নাই। শীঘ্র মীমাংসা করুন—আলেকজাণ্ডারের সব কথা শুনেছেন তাঁকে শত্রু করা বড় ভয়ানক।

আম্ভি। তাই ত বড় তাড়াতাড়ি বিবেচনা—না দূত আমি বীরসিংহের সমস্ত রাজ্যটা তাঁকে দেব। বন্ধুত্ব আমার চাই—প্রয়োজন হয় আমারও রাজ্যের অর্দ্ধেক তাঁকে দেব · আমার হয়ে পুরুর বিরুদ্ধে তাঁকে অস্ত্র ধরতে হবে।

বীর। পুরুকে শাসন করতেই ত তিনি আসছেন। উত্তম · প্রতিভূদিন—

আম্ভি। কি প্রতিভূ চাই—না তা কেন আমি নিজেই যাব—

বীর। উপস্থিত সহস্র সুশিক্ষিত সৈনিক তাঁর সাহায্যে আমার সঙ্গে প্রেরণ করুন। দি'ন দি'ন বিবেচনা করবার সময় নাই। (স্বগত) মীরা এলেই সর্ব্বনাশ হয়ে যাবে। (প্রকাশ্যে) ও বুঝেছি বীরসিংহের মত আপনি খাঁটি লোক নন্ ·· আপনার প্রতিশ্রুতি শুধু মুখে—উত্তম তা হ'লে আলেকজাণ্ডারকে শত্রুরূপেই গ্রহণ করলেন! (দূত বাহির হইয়া যায় এমন সময়)

আম্ভি। দেব—দেব দূত এস—[উভয়ের প্রস্থান ও সৈন্য সহ প্রবেশ।

বীর। (স্বগত) সহস্র সৈন্য পেয়েছি—এই সৈন্য নিয়ে কি করব? মীরার চক্ষে যে বীরসিংহ দেশদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক হ'য়েছে সেই বীরসিংহকে বধ করতে হবে। [প্রস্থান।

আম্ভি। মন্দ করলুম কি—জয়ই হ'ক—পরাজয়ই হ'ক্ যুদ্ধ বাধলেই হাজার সৈন্য মারা যাবেই—বেশ করেছি—বেশ ক'রেছি—এইবার আদর ক'রে আলেকজাণ্ডারকে সিংহাসনে বসাব—কত বড় পুরু তা দেখব।

দুইজন রাজার প্রবেশ।

১ম রাজা। দেখুন—আলেকজাণ্ডার ভারত জয় করতে সিংহদ্বারে এসে দাঁড়িয়েছে, আমরা বেশ শান্তিতে আছি। তাকে বাধা দিতে কতকগুলি অর্থ আর সামর্থ নষ্ট করতে আমরা চাই না। এই অভিমত নিয়ে আমরা পুরুরাজের কাছে গেছলুম। তিনি যুদ্ধ সাজসজ্জায় ব্যস্ত এ কথায় কর্ণপাত ক'রলেন না।

আম্ভি। কেন সার্ব্বভৌমত্ব ত আপনারাই তাকে দিয়েছিলেন—

১ম রাজ। ভুল হয়েছিল এখন দেখছি তিনি নিতান্ত অপরিণামদর্শী আমাদের মত, চলুন আলেকজাণ্ডারকে কিছু অর্থ দিয়ে ফিরিয়ে দিই—আর তা' না হয় চলুন সকলে মিলে আলেকজাণ্ডারকে ডেকে আনি—পুরুর দর্প চূর্ণ ক'রে দিই।

আম্ভি। (স্বগত) আরে বাপরে—এরাও যে এই মতলব আঁটাওরাচ্ছে। (প্রকাশ্যে) দেখুন ব্যক্তিগত বিদ্বেষে আমি পুরু রাজের শত্রু কিন্তু জাতিগত ধর্ম্মগত বিদ্বেষে আমি তাঁর বন্ধু। আজ ভারতের দ্বারে শত্রু এসে দাঁড়িয়েছে আর আপনারা অর্থ দিয়ে বিদেশীর পদাঘাত ক্রয় করতে যাচ্ছেন! ধিক্ শতধিক্ আপনাদের।

১ম রাজ। ঠিক বলেছেন—আমি ভুল ক'রেছি, কেউ না যাও আমি যাচ্ছি।

আম্ভি। রাজা, আমরা তাঁকে সার্ব্বভৌমত্ব দিয়েছি—তিনি ত আমাদের রাজা ভাই—

২য় রাজ। রাজা, আমাদের মার্জ্জনা করবেন, আমরা ভ্রান্ত। তা হ'লে আমরা আসি রাজা! কেউ না যাও আমি যাব [সকলের প্রস্থান।

আম্ভি। (স্বগত) হাঃ হাঃ হাঃ ভারি বুঝিয়ে দেওয়া গেছে যে এটা আমি মোটেই পছন্দ করি না। হাঃ হাঃ হাঃ পুত্র! পুত্র! অজিৎ! অজিৎ! (অজিতের প্রবেশ) পুত্র ভারি সুযোগ। আলেকজাণ্ডার ভারতের সীমান্তে ছাউনি ফেলেছে—ভারতের বিশৃঙ্খলার খবর তাকে দিয়ে তাকে ভারত আক্রমণ ক'রতে নিমন্ত্রণ করে আসতে হবে। এখনি এই রাজারা এই নিমন্ত্রণ করতে যাবার জন্য আমাকে আহ্বান করতে এসেছিল। কিন্তু তা'দের এমন ক'রে বুঝিয়ে দিয়েছি যে তারা আর যাচ্ছে না। হাঃ হাঃ হাঃ এতটা গোটা সুবিধে কি ছেড়ে দিতে পারা যায়; যদি সে ভারত জয় করতে পারে কোন না আমায় কিছু দেবেই—

অজিৎ। তাই নাকি, তা হ'লে ত ভারি সুযোগ—আমায় কি ক'র্‌তে হবে বাবা!

আম্ভি। আমি আলেকজাণ্ডারের কাছে চল্লুম—যখন দেখ্‌বে আলেক-জাণ্ডার এসে পড়েছে, পুরুর সৈন্য যুদ্ধ যাত্রা ক'রেছে—সেই সময় যেমন ক'রে হ'ক্ পুরুকে হত্যা ক'র্‌তে হবে।

অজিৎ। এত খুব সোজা আর কি ক'র্‌তে হবে আর কি ক'র্‌তে হবে?

আম্ভি। আর কি ক'র্‌তে হবে—আর কি ক'র্‌তে হবে—তাই ত কাজের সময় কাজ খুঁজে পাচ্ছি না! দেখ দেখ, যদি পুরুর স্ত্রীকে, ও তার পুত্রদের—ভয় দেখিয়ে তার বিরুদ্ধে দাঁড় করাতে পার! কি পুত্র! কি ভাবছ? সব তোমার জন্য—আমি ক'দিন থাক্‌ব! একি! ভয় করছ? উত্তর দাও—

অজিৎ। উত্তর কি দেব পিতা! না না তোমার পায়ে ধরি এমন ক'রে নিম্নে তুমি নেমে যেওনা, এমন ক'রে তুমি আজ নিজেকে ভুলে যেওনা।

আম্ভি। অজিৎ, স্মরণ রেখ, সব তোমার জন্য—

অজিৎ। আলেকজাণ্ডার তোমার রাজত্ব আক্রমণ করতে আস্‌ছে জেনেও যে মহাপ্রাণ পুরুরাজ তোমার শত অপমান শত লাঞ্ছনা ভুলে গিয়ে তোমায় রক্ষা ক'র্‌তে আসছে, সেই মহাপুরুষকে তুমি এমনি ক'রে হত্যা ক'রতে চলেছ! শুধু নিজে কলুষিত হওনি, পিতা হ'য়ে পুত্রকে সঙ্গী ক'রে নিতে এসেছ—পিতা হ'য়ে পুত্রের সর্ব্বনাশ ক'র্‌তে বসেছ!

আম্ভি। অজিৎ—তুমি আমার তাজ্যপুত্র—আমার অবর্ত্তমানে এ রাজ্য মীরার—

অজিৎ। আর তোমার বর্ত্তমানে এ রাজ্য আমার নরক বাবা!

আম্ভি। যাও—দূর হও, পিতার বিরুদ্ধে পুত্র দাঁড়াবে—পিতাকে পুত্র চোখ রাঙ্গাবে—না—তা হবে না—তক্ষশিলা পুত্রের ভয় ক'রবে না—পুরুর বশ্যতাও স্বীকার করবে না—

পুরুর প্রবেশ।

পুরু। আর যদি পুরু তোমার বশ্যতা স্বীকার করে—তাহলে তুমি কি তাকে মার্জ্জনা ক'রবে না ভাই—ভাইয়ে ভাইয়ে দ্বন্দ্ব—ভাইয়ে ভাইয়ে কলহ—সব আজ ভুলে যেতে হবে। আজ দেশের বিপদ—জাতির বিপদ—মায়ের বিপদ। আমি তোমার কাছে আজ নতজানু হ'য়ে ভিক্ষা করছি তক্ষশিলা—অপরাধ ক'রে থাকি মার্জ্জনা কর—আমি তোমার হাতে ধ'রে বলছি—আলেকজাণ্ডারকে ডেক না।

আম্ভি। তুমি বশ্যতা স্বীকার করবে! উত্তম তা হলে আমার কোন আপত্তি থাকবে না।

পুরু। এই আমি তোমার কাছে আত্মসমর্পণ করলুম। (তরবারি রাখিলেন) হুকুম কর ভাই—আলেকজাণ্ডারকে বাধা দিই—

আম্ভি। না—না—অমন ক'রে পায়ের কাছে তরবারি রেখ না (তরবারি কুড়াইয়া) তরবারি নাও, তরবারি নাও—(একটু সরিয়া) এইবার দাম্ভিক পুরুরাজ! মহানুভবতা দেখিয়ে তুমি আমায় জগতের ঘৃণ্য ক'রে দিতে চাও? চঞ্চল হও না পুরু! আজ তুমি আমার কবলে পড়েছ—আজ তোমায় হত্যা করব— (আম্ভির তরবারি উত্তোলন)

পুরু। সব উপকার ভুলে গেলে! না তক্ষশিলা! তাই কর, আমায় হত্যা কর, আমার সর্ব্বস্ব নাও, সার্ব্বভৌম হও, শুধু আলেকজাণ্ডারকে বাধা দাও, তাকে ভারতবর্ষে নিয়ে এস না, ভারতের সব যাবে। তক্ষশিলা! কার্য্য শেষ হবে—তোমার মুখে সে বিষ তুলে দেবে। পুরু গেলে সহস্র পুরু আসবে কিন্তু দেশ গেলে দেশ আর হবে না।

অজিৎ। এর পরেও তুমি তরবারি তুলছ বাবা!

আম্ভি। দেশ রসাতলে যাক তোমায় আমি হত্যা করব।

অজিৎ। তা হলে পুত্র হত্যা ক'রতে হবে (আগলাইয়া দাঁড়াইল)

আম্ভি। তাই করব (অস্ত্রাঘাতে উদ্যোগ)

তরবারি হস্তে মীরার প্রবেশ।

মীরা। নিরস্ত্রকে হত্যা করা মহাপাপ! অস্ত্র নিতে দাও বাবা, অস্ত্র নিতে দাও— (পুরুর হস্তে অস্ত্র দান)

আম্ভি। (সভয়ে সরিয়া আসিয়া) সর্ব্বনাশী—সর্ব্বনাশী—

পুরু। মা, মা, (অস্ত্র লইয়া) তবে কেন যাবে মা, তবে কেন যাবে অজিৎ, মুমূর্ষের মধ্যে যখন এমন সজীবতা, ব্যাধির সঙ্গে যখন এমন স্বাস্থ্য, তখন কোথায় যাবে মা! ভগবান আর কোথাও যাব না—আজ এই পুত্র কন্যাদের হাত ধরে এই বিপদ সঙ্কুল কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হলুম। যদি যায়, বুঝব ভারত যাবার তাই গেছে, তক্ষশিলার জন্য নয়— [উভয়কে লইয়া প্রস্থান।

আম্ভি। সর্ব্বনাশ হয়ে গেল, সর্ব্বনাশ হয়ে গেল, তক্ষশিলার বক্ষে পদাঘাত করে পুরু দম্ভ দেখিয়ে চলে গেল। কি করব, কি করব! কি করে অজিতকে ধ্বংস করব—কি করে মীরার দর্প চূর্ণ করব—কি করে পুরুর সর্ব্বনাশ ক'রব। যাব যাব আলেকজাণ্ডারের কাছে যাব—রাজ্য নিয়ে যাব—ঐশ্বর্য্য নিয়ে যাব—সিংহাসন নিয়ে যাব— [প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

যুদ্ধক্ষেত্রের অপরপার্শ্ব।

গ্রীকদূত বেশে বীরসিংহ ও তক্ষশিলার সৈন্যগণ।

দূত। সৈন্যগণ, বীরগণ! এইবার আমাদের পুরুরাজের বিরুদ্ধে অগ্রসর হতে হবে।

আম্ভির প্রবেশ।

আম্ভি। গ্রীকবীর, গ্রীকবীর এখনও অগ্রসর হওনি! আমি সম্রাটের কাছে যাচ্ছি, তুমি বিলম্ব কর না, এখনি অগ্রসর হও—

দূত। দুর্ব্বৃত্ত পুরুর ছিন্নশির যদি গ্রীক সম্রাটের পদতলে উপহার দিতে পার তোমাদের সুযশে পৃথিবী ধ্বনিত হয়ে উঠবে, তোমাদের রাজার রাজত্ব ভারতব্যাপ্ত হবে।

সৈন্য। রাজার আদেশে আজ আমরা গ্রীকের সেবায় প্রাণ দিতে এসেছি। ঝড়-ঝঞ্ঝা মাথায় করে আমরা নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মে অগ্রসর হব।

আম্ভি। দাম্ভিক পুরু—এইবার পশুর মত তোকে হত্যা ক'রব।

দূত। যদি বন্ধু হত্যা করতে বলি—

সৈন্য। হাত কাঁপবে না—

আম্ভি। অজিৎকে নিয়ে এসে অন্ধকূপে নিক্ষেপ করব, মীরাকে জলে ডুবিয়ে মারব আর পুরুকে খেতে না দিয়ে তিল তিল করে বধ ক'রব।

দূত। যদি ভ্রাতৃহত্যা করতে বলি—

সৈন্য। রাজার আদেশ উপায় নাই—

আম্ভি। পুরুর ভাই বন্ধু স্ত্রী পুত্র সব এনে জীবন্ত মাটির নিচে প্রোথিত করব। আলেকজাণ্ডার আমার সহায়, আমি ঈশ্বরকেও ভয় করি না।

দূত। যদি মাতৃহত্যা করতে বলি—

সৈন্য। মাতৃহত্যা! সাবধান গ্রীক্, রাজা হলেও তার শির স্কন্ধ থেকে নামিয়ে দেবো। (আম্ভির ভাবান্তর)

দূত। তবে আমার শির স্কন্ধচ্যুত হ'ল না কেন? আলেকজাণ্ডার ভারতের স্বাধীনতা হরণ করতে আসছে, ভারতের সমস্ত রাজা আজ দিগ্বিজয়ীর নামে কম্পিত কলেবরে, আলেকজাণ্ডারের পদতলে লুটিয়ে পড়্‌তে চ'লেছে—একমাত্র পুরুরাজ, ভারতের একমাত্র সুযোগ্য সন্তান, জননী জন্মভূমিকে বিদেশীর বন্ধন হ'তে রক্ষা ক'রতে জীবন পণ ক'রে দাঁড়িয়েছে আর আমি—সেই পুরুরাজকে, দেবতাকে, ভাইকে হত্যা ক'রতে বলে মাতৃহত্যায় কি তোমাদের উত্তেজিত করিনি? সৈন্যগণ, সৈণ্যগণ, বল বল

দীর্ঘকারাবাসের পর জীবনের প্রথম প্রভাতে যে মাটীতে প'ড়ে বড় দুঃখ দূর হ'ল ব'লে বড় আনন্দে কেঁদে ওঠ, সেই মাটী, কি মা নয়?

আন্তি। একি একি এ'ত গ্রীক নয়! এ'ত আলেকজাণ্ডারের দূত নয়!

সৈন্য। সত্যই ত এ আমরা ক'রেছি কি! রাজা! একি আদেশ দিয়েছ! না না আমরা অগ্রসর হব না। শুন গ্রীক, আলেকজাণ্ডারকে আমরা পৃথিবী জয় ক'রতে সাহায্য ক'রতে পারি কিন্তু ভারতের একটী প্রাণীর বিরুদ্ধে সে যদি একখানি তরবারি নিষ্কাষিত করে আমরা লক্ষ তরবারি নিষ্কাষিত ক'র। কিন্তু একটা কথা, সন্দেহ হ'চ্ছে—তুমি যদি গ্রীক হও, হয় তুমি বিশ্বাসঘাতক না হয় তুমি দেবতা—আত্মহত্যা মহাপাপ তা বুঝিয়ে দিলে।

তক্ষ। বিশ্বাসঘাতক, বিশ্বাসঘাতক, বল কে তুই—

দূত। সৈন্যগণ, আমি গ্রীক ও নই, বিশ্বাসঘাতক ও নই, দেবতা ও নই। আমি হিন্দু আমি বীরসিংহ আমি তোমাদের ভাই। তোমাদের রাজা এই তক্ষশীলা আলেকজাণ্ডারের সঙ্গে যোগ দিতে প্রস্তুত হ'য়ে আছে আমি কৌশল ক'রে তোমাদের নিয়ে তার শক্তির হ্রাস ক'রেছি—

(ছদ্মবেশ উন্মোচন)

পুরুরাজের প্রবেশ।

পুরু। চমৎকার করেছিস চমৎকার করেছিস। ভারতের যোগ্য সন্তানের মত করেছিস। ঘৃণায় একদিন এ বক্ষ পুরে উঠেছিল আজ সম্ভ্রমে এ বক্ষ তোকে আলিঙ্গন ক'রতে নেচে উঠেছে। এসেছিস যদি আয় বীরসিংহ! আজ দেশের বুকে শত্রু চেপে পড়েছে, ধন রত্ন গৌরব গরিমা সব যায়। আজ বড় ভীষণ যুদ্ধ বেধেছে—এক দিকে অস্তগামী সত্য, ত্রেতা দ্বাপরের ম্লান মহিমা আর একদিকে এক নূতন জগতের উদীয়মান ভাস্করের দুর্দ্দান্ত প্রতাপ। আয় বীরসিংহ! আজ আমি বড় একা!

আম্ভি। সর্ব্বনাশ সর্ব্বনাশ—ভয়ানক ষড়যন্ত্র—ভয়ানক ষড়যন্ত্র।

[প্রস্থান।

সৈন্য। একি! কুমার, আমাদের কুমার—তুমি মৃত নও তুমি জীবিত। আমরা অনন্যোপায় হয়ে রাক্ষস তক্ষশীলার সেবা করছিলুম—আজ যখন তোমায় পেয়েছি তখন চল কুমার, গান্ধার সিংহাসন থেকে তক্ষশীলাকে বিচ্যুত করে তোমায় বসাইগে চল।

বীর। না ভাই, এখন ত ভাইয়ে ভাইয়ে যুদ্ধ করে শক্তির একটুও অপচয় করবার সময় নয়।.........

পুরু। আজ শত্রু মিত্র অন্ধ খঞ্জ শিশু বৃদ্ধ সকলকে জাগাতে হবে। ওঠ ভাই জাগ ভাই—আজ দেশের পর দেশ ধ্বংস করে প্রবল পরাক্রান্ত শত্রু আসছে তাদের উচ্চ আশা—তাদের গর্ব্ব—তাদের ভোগবিলাস বাসনাপূর্ণ ক'র্‌তে—আর আমরা, ক্ষুদ্র মুষ্টিমেয় আমরা—আমাদের মান সম্ভ্রম আমাদের সর্ব্বস্ব আমাদের স্বাধীনতা রক্ষা করতে চলেছি।

ভবানী ও সহচরীগণের প্রবেশ ও গীত।

এগিয়ে চল, এগিয়ে চল, এগিয়ে চল—
হাত তুলে ওই ডাকছে তোরে দিবানিশি মা কেবল।
যে বলে ওই অহরহ ছুটছে গ্রহ উপগ্রহ
সে বল ঘুমায় তোর ভিতরে জানিস না কি রে দুর্ব্বল।
মহাকালের মতন বেগে ছুটবে সে বল ঝঞ্ঝা বেগে
অবাক হয়ে দেখবে চেয়ে স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল।
এক হাতে ঝড় এক হাতে বাজ—
ছোট' রে আপদ বিপদের মাঝ,
তোলরে তোল বিজয় রোল সাগর হতে হিমাচল॥

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

গভীর অরণ্য পথ।

আলেকজাণ্ডার ও আম্ভির প্রবেশ।

আলেক। বল তক্ষশীলা! কোথায় নিয়ে চলেছ! সম্মুখে অন্ধকার! পশ্চাতে অন্ধকার! দক্ষিণে অন্ধকার, বামে অন্ধকার, উর্দ্ধে অন্ধকার নিম্নে অন্ধকার! আমার সন্দেহ হচ্ছে, বল তক্ষশীলা! কোথায় নিয়ে চলেছ?

বেগে সেলুকাসের প্রবেশ।

সেলু। সম্রাট! আর এগুবেন না—চতুর্দ্দিকে শত্রু, প্রত্যেক পাহাড়ে শত্রু যেন আমাদের জন্য অপেক্ষা ক'রছে!

আলেক। এঁ্যা! আমার যে সমস্ত সৈন্য সুড়ঙ্গের মধ্যে! এ কোথায় নিয়ে এলে তক্ষশিলা? বল—বল—এ নিশ্চয় তোমার ষড়যন্ত্র!

(গলদেশ ধারণ)

আম্ভি। ষড়যন্ত্র নয় সম্রাট! বিশ্বাস করুন, এই পর্ব্বতগুলো অতিক্রম ক'রলেই—

আলেক। বিশ্বাস ক'রব! না—না—বিশ্বাসঘাতক তোমরা, সব করতে পার—বুঝেছি—ঐশ্বর্য্যের লোভ দেখিয়ে আমার সর্ব্বনাশ করতে এসেছ—আমার কীর্ত্তি, আমার বীরত্বের এইখানে সমাধি গড়তে এসেছ? না, তা পারবে না। সেলুকস! তক্ষশিলাকে ঐ গাছের গোড়ায় বাঁধ, এমন করে বাঁধ যেন তক্ষশিলা, রক্ত বমন করতে করতে স্বীকার করে, সে ষড়যন্ত্র করেছে—

(সেলুকস ও প্রহরীর তথাকরণ)

আম্ভি। সম্রাট—সম্রাট—বিশ্বাস করুন—বিশ্বাস করুন—এই পর্ব্বতগুলো পার হ'লেই গুপ্তপথ পাবেন। আমি আপনার জন্য বিরাট আয়োজন করে রেখেছি—বিশ্বাস করুন—বিশ্বাস করুন।

আলেক। বিশ্বাস ক'রব! হাঃ হাঃ হাঃ—

[তক্ষশিলা ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

আম্ভি। উঃ—পাপের শাস্তি—পাপের শাস্তি! আর পারছি না! মলুম গেলুম কে আমায় উদ্ধার করবে—কে আমায় উদ্ধার করবে—আমি তার কেনা হয়ে থাকব, আমি তার আমরণ সেবা ক'রব।

পুরু অজিৎ প্রভৃতির প্রবেশ।

পুরু। সৈন্যগণ—বীরগণ! এস শত্রু আমাদের আক্রমণ করবে না, শুধু আমাদের ক্লান্ত করবে, এস আমরা শত্রু কোথায় সন্ধান করি।

(একটু অগ্রসর হইয়া তক্ষশিলাকে দেখিয়া)

একি! একি—তক্ষশিলা মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করছে? একি! কে তোমার এ দশা ক'র্‌লে!

আম্ভি। আলেকজাণ্ডার—আলেকজাণ্ডার! পুরুরাজ! আর হিংসা নেই, বলতে আর লজ্জা নেই, আমি আলেকজাণ্ডারকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলুম, এই দুর্গম পথে এসে, সে আমায় অবিশ্বাস করে বেঁধে রেখে গেছে উঃ—

সকলে। চমৎকার করেছে—চমৎকার করেছে। বিশ্বাসঘাতকের উপযুক্ত হয়েছে।

অজিৎ। বাবা! পুত্র আমি, আমিও বলছি—আলেকজাণ্ডার চমৎকার করেছে—তার জয় হক, আজ যদি সে ভারতবর্ষ ধ্বংস করে চলে যায়, তবু বলব, তার মধ্যে এই কাজটা সে জগতের শিক্ষার জন্য করে রেখে গেছে, আজ যে তোমায় উদ্ধার করতে যাবে, তাকে আমি হত্যা করব।

পুরু। অজিৎ! তোমার পিতা—না—না—এখানে পিতা পুত্রের কোন সম্বন্ধ নেই। স্মরণ কর অজিৎ! অত্যাচারী হক শঠ হক প্রবঞ্চক হক বিশ্বাসঘাতক হক—*[তোমার দেশের একজনকে বিদেশী গ্রীক

এমনি করে এই নির্ম্মম যাতনা দিয়ে গেছে।]* আর তোমরা সেই যাতনা চক্ষের সমক্ষে দেখেও প্রাণে একবারও অনুভব ক'রতে পারছ না— কি কালিমা তোমাদের সর্ব্বাঙ্গে আলেকজাণ্ডার ঢেলে দিয়ে গেছে! অশ্বমেধের অশ্বভালে জয়পত্র বেধে যেমন করে পৃথিবীর বুকে ছেড়ে দেয়, তেমনি করে আলেকজাণ্ডার তার বিজয় দম্ভ তক্ষশিলার সর্ব্বাঙ্গে বেঁধে ছেড়ে দিয়েছে। আমাদের বুঝিয়ে দিয়ে গেছে, আমরা নিদ্রিত স্থবির, আর বুঝিয়ে দিয়ে গেছে ভারতে একজনও এমন কেউ নেই যে, তার একটা কার্য্যের বিরুদ্ধে একটা অঙ্গুলি তোলে। না, তা হবে না আমি তক্ষশিলাকে উদ্ধার করব।

অজিৎ। আমরা তোমায় তা হলে শুধু পরিত্যাগ করব না, আমার পিতার পাশেই তোমাকে স্থান দেব, রাজা! পিতা বিশ্বাসঘাতকের মত দেশের সর্ব্বনাশ করেছে, আর তুমি বিশ্বাসঘাতককে প্রশ্রয় দিয়ে দেশের হন্তারক হচ্ছ!

পুরু। আপনাদেরও কি এই অভিপ্রায়!

সকলে। অভিপ্রায় কি? আমরা আপনাকে পরিত্যাগ করলুম।

[সকলের প্রস্থান।

পুরু। যাও সব; কিন্তু আমি যাবনা। আমি তক্ষশীলাকে উদ্ধার ক'রব। তক্ষশীলা! আমি তোমার শত্রু নই, কিন্তু তুমি আমার শত্রু! আমাকে তুমি অপমান ক'রেছ, বন্দী ক'রেছ, হত্যা করবার চেষ্টা ক'রেছ, আর এও জানি আজ যদি তোমাকে মুক্ত করে দিই এখনই তুমি আবার আমাকে হত্যা করতে আস্‌বে। কিম্বা পুনর্ব্বার আলেকজাণ্ডারকে পথ দেখিয়ে নিয়ে আস্‌বে। তবু আমি তোমায় মুক্ত না করে দিয়ে থাকতে পারছি না, তোমার অপমান মনে হচ্ছে আমার অপমান, সারা ভারতের সমস্ত হিন্দুর অপমান! তক্ষশিলা! মুক্ত তুমি যথা ইচ্ছা প্রস্থান কর!

(বন্ধন কর্ত্তন)

আম্ভি। পুরুরাজ। আর আমি কোথাও যাব না, আমি তোমার সেবা করব, আমি তোমার পায়ের নিচে পড়ে থাকব।

পুরু। তবে এস ভাই! আমার সেবা নয়—দেশের সেবা। তক্ষশীলা! তক্ষশীলা! ঐ আলেকজাণ্ডার যাচ্ছে—ঐ তার বিশাল বাহিনী—গ্রীকের পদভরে ধরিত্রীর বক্ষ—মায়ের বক্ষ দীর্ণ হ'য়ে যাচ্ছে—শত শত কীট, শত শত পতঙ্গ, শত শত নিরীহ নরনারী তাদের পায়ের তলায় প'ড়ে দলিত হচ্ছে—ছুটে এস ভাই—

পঞ্চম দৃশ্য।

রণক্ষেত্র—বিতস্তা-তীর।

আলেকজাণ্ডার ও সেলুকসের প্রবেশ।

আলেক। কি ব'ললে সেলুকস—আলেকজাণ্ডারের সৈন্য পালাচ্ছে মিথ্যা কথা! লোহা দিয়ে তৈরী দিগ্বিজয়ী সৈন্য আমার ভারতবর্ষের হাওয়ায় গলে যাচ্ছে। বোধ হয় তারা কোন চাতুরী অবলম্বন করেছে—কিন্তু তাতে কাজ নাই। আক্রমণ কর—সমস্ত সৈন্য পুরুকে লক্ষ্য ক'রে চালিত কর—এক পুরুর জন্য—যদি সহস্র সৈন্য বিনষ্ট হয়—তাও কর—যেমন ক'রে হ'ক পুরুকে আহত ক'রবার চেষ্টা কর।

[উভয়ের প্রস্থান।

মীরার প্রবেশ।

মীরা। আর একটু আর একটু—তা হ'লেই গ্রীককে ভারতবর্ষের দ্বারদেশ হ'তে ফিরে যেতে হবে আর একটু—আর একটু, তা হলেই দিগ্বিজয়ী বীরের—দিগ্বিজয়ী কীর্ত্তির সমাধি হবে। ধন্য রাজা—ধন্য বীরসিংহ—ধন্য

আমি—আমার জন্ম ধন্য, কর্ম্ম ধন্য জীবন ধন্য। বীরসিংহ—বীরসিংহ—আজ মীরার মরতে ইচ্ছা হ'চ্ছে। মীরার ভালবাসা আজ বুক ছাপিয়ে উথ্‌লে উঠেছে। ভাগ্যদোষে ভারতের সমস্ত রাজা আজ বিদ্রোহ ক'রেছে করুক—আজ আমাদের মহারাজা পুরু আছেন বীরসিংহ আছে। আর যদি কোন স্থানে কোন অলস সন্তান ঘুমিয়ে থাকে, ছুটে এস ছুটে এস একা হও ভয় ক'র না। *[দেশের জন্য শত্রুর বিরুদ্ধে যে দাঁড়ায় সে একা নয়, সে সহস্র লক্ষ কোটী।]* আজ বাতাস তাকে সাহায্য ক'র্‌বে, আগুন তার শত্রুকে পুড়িয়ে দেবে, বিদ্যুৎ তার শত্রুকে ঝল্‌সে দেবে। [প্রস্থান।

আলেকজাণ্ডার ও সেলুকসের প্রবেশ।

সেলু। আহত—আহত পুরুরাজকে আহত ক'রতে সহস্র বীর একে একে প্রাণ দিয়েছে—

আলেক। কিন্তু নেতার অভাবে এ দিকটা ত' একটুও শান্ত হ'ল না আরও দ্বিগুণ জলে উঠল্‌

সেলু। সম্রাট! পশ্চিম হ'তে কাতারে কাতারে সৈন্য আস্‌ছে।

আলেক। পূর্ব্বে শত্রু পশ্চিমে শত্রু দক্ষিণে দুরন্ত নদী, তবে কি এই স্থান থেকে পশ্চাৎ ফিরব সেলুকস?

সেলুকস। সম্রাট! নূতন বিপত্তি, ভয়ঙ্কর ঝড় উঠছে! সম্রাট শিলাবৃষ্টি হচ্ছে।

আলেক। তবে আর ভয় নাই সেলুকস! ঈশ্বরের বরপুত্র আমি—আজ ঈশ্বর ঝড় বৃষ্টির রূপ ধ'রে, মর্ত্তে নেমে আসছেন—আমায় বাধা দিতে নয়, আমার বীরত্ব আমার উদ্যমকে বাধা দিয়ে শতমুখী ক'রে দিতে। ঐ বিতস্তা তার তরঙ্গায়িত স্ফীত প্রশস্ত বক্ষ উন্মুক্ত ক'রে, আমার পথ দেখিয়ে দিচ্ছে। এই ঝড় বৃষ্টি বজ্রাঘাত শিরে ধ'রে ঐ বিতস্তা পার হ'তে হবে এস।

সেলু। সম্রাট—উন্মাদ আপনি—সব ডুবে যাবে।

আলেক। যায় যাবে—আলেকজাণ্ডারের কীর্ত্তি বীরত্বের ঐ বিতস্তার জলে সমাধি হবে। তা ব'লে ভারতবর্ষের দ্বার থেকে ফিরে যেও না—ইতিহাস দুর্ব্বল বলে ঘোষণা ক'র্বে। ঝাঁপিয়ে পড়—ঝাঁপিয়ে পড়—ওই তরঙ্গ নিষ্পেষিত ক'রে বিতস্তা পার হও—ওই তরঙ্গ ভঙ্গে ভারতের বুকের উপর আছ্ড়ে পড়— (সমস্ত সৈন্য লইয়া ঝম্পপ্রদান)

ষষ্ঠ দৃশ্য।

আহত পুরুর বীরসিংহকে অবলম্বন করিয়া প্রবেশ।

পুরু। শত্রু অকস্মাৎ চক্ষুর অন্তরাল হয়েছে—তুমি যাও বীরসিংহ, সতর্ক দৃষ্টিতে তাদের পশ্চাদ্ধাবন কর—আমি সামান্য আহত—একটু বিশ্রাম ক'র্ব। এখনি আরোগ্য হব, কোন চিন্তা নাই, তুমি যাও—যাও—যাও রাজার আদেশ পালন কর। (উপবেশন)

বীর। তাই যাই, ঈশ্বর—ঈশ্বর, তুমি এই স্থান নিরাপদ কর। আমাদের রাজা রইল, দয়াময়! দয়াময়! তোমার অক্ষয় কবচ দিয়ে তাঁকে রক্ষা কর। [প্রস্থান।

পুরু। উঃ—ভগবান্! ভগবান্! আর আমায় দুর্ব্বল ক'র না—আমার সম্মুখে অনন্ত কাজ—আর আমায় নিস্তেজ ক'র না। দয়াময়! আমার বিহনে সৈন্য সব বুঝি ছত্রভঙ্গ হ'য়ে প'ড়ছে—তুমি তাদের ব'লে দাও—আমি ম'রি নি, আমি তাদের বিজয়-বার্ত্তা শুন্বার জন্য এইখানে অপেক্ষা কর্ছি। (শয়ন)

মীরার প্রবেশ।

মীরা। সর্ব্বনাশ হ'ল—সর্ব্বনাশ হ'ল—গ্রীক সৈন্য বিতস্তা পার হ'চ্ছে—

পুরু। কি বল্লে—গ্রীক সৈন্য বিতস্তা পার হ'চ্ছে? মীরা—মীরা—

একটু জল—অতিরিক্ত রক্তস্রাবে আমার দেহ শুষ্ক হয়ে গেছে। জল—একটু জল—আমায় আবার উঠ্‌তে হবে।

মীরা। রাজা—রাজা—আমি জল আনি। [প্রস্থান।

আম্ভির প্রবেশ।

আম্ভি। জল চাইছে—জল চাইছে—পুরু জল চাইছে। আমার প্রিয়বন্ধু জল চাইছে—দেব, দেব, পরোপকার করবার এমন সুযোগ আর পাব না—এমন নির্জ্জনে বুঝি আর পাব না। দেব—দেব, জল দেব, শুধু জল দেব না, মহারাজকে শুধু জল দেব না—জলের সঙ্গে একটা বড় মধুর জিনিস মিশিয়ে সরবৎ ক'রে রাজাকে খাওয়াব। রাজা! রাজা! জলপান কর—জলপান কর!

পুরু। কে তক্ষশিলা—এসেছিস্ ভাই! দে—দে জল দে—আমায় এখনি উঠ্‌তে হবে—জল দে।

অজিতের প্রবেশ।

অজিৎ। রাজা—রাজা! ও জল আমায় দাও—আমার বড় তৃষ্ণা—বড় তৃষ্ণা—

পুরু। অজিৎ—অজিৎ—তবে কি তুমিও আহত—

আম্ভি। যাও—এ জল রাজা পান করবে—তোমার মত ক্ষুদ্র জীবের জন্য নয়—

অজিৎ। রাজা—রাজা—ও জল আমায় দাও—আমায় দাও—বড় তৃষ্ণা, এই দেখ আমার জিভ্ শুকিয়ে গেছে।

(পুরুর হস্ত হইতে আকস্মাৎ পাত্র লইয়া নিমিষে পান)

তক্ষ। অজিৎ—অজিৎ—করিস্ কি—করিস্ কি?

(অজিতের হস্ত হইতে পাত্র লইতে গেল, শূন্য পাত্র মাটিতে পড়িল)

অজিৎ। বাবা—আমি যে যুদ্ধ ছেড়ে তোমার পেছু পেছু ঘুরছি,

ছিঃ বাবা, ছিঃ—এখনও বুঝ্‌লেনা—কাকে তুমি হত্যা করতে এসেছিলে। উপকার যার করেছ সে তোমাকে পদাঘাতে দূর ক'রে দিলে—কিন্তু জন্মদিন থেকে অপকার যার ক'রেছ, সে তোমায় বুকে ক'রে নিয়ে এল—এ দেখেও তোমার প্রাণ শান্ত হ'ল না। তুমি কি মানুষ নও? তুমি কি পাথর না লোহা! না—মানুষ হ'লে তুমি দেবতা হ'য়ে যেতে—পাথর হ'লে ফেটে যেতে, লোহা হ'লে গলে যেতে তবে তুমি কি?

পুরু। কি হ'ল কি হ'ল?

আম্ভি। ও হো হো কি সর্ব্বনাশ ক'র্‌লুম কি সর্ব্বনাশ ক'র্‌লুম—অজিৎ অজিৎ—বাবা আমার— (পতন)

অজিৎ। কিছু না বাবা, দ্বাপরে অশ্বত্থামা ঐষিক অস্ত্র ত্যাগ করেছিলেন, স্বয়ং নারায়ণ নিজ মস্তকে সে অস্ত্র গ্রহণ ক'রে সৃষ্টি রক্ষা করেছিলেন—আজ আবার কলিতেও সেই দয়াল ঠাকুর আমার বক্ষে প্রবেশ করে তোমার এই উদ্যত অস্ত্র থেকে মহারাজকে রক্ষা ক'র্‌লেন (ঢলিয়া পড়িতে গেল)

পুরু। (দ্রুত উঠিয়া ধরিয়া) কি ক'র্‌লি—অজিৎ—অজিৎ আমার জন্য তুই প্রাণ দিলি—

অজিৎ। দোবনা, তুমি যে আমার চেয়ে বড়, পিতার চেয়ে বড়, তুমি যে আমাদের রাজা—তুমি বেঁচে থাক্‌লে যে দেশ বেঁচে থাক্‌বে ধর্ম্ম বেঁচে থাক্‌বে তোমাকে যে আমাদের বুকের রক্ত দিয়ে বাঁচিয়ে রাখবার কথা রাজা—

মীরার প্রবেশ।

মীরা। এই জল এনেছি—এই জল এনেছি—রাজা—রাজা- পান কর—পান কর—

পুরু। এনেছিস্! মা—মা—আমার চেয়ে তৃষ্ণার্ত্ত একজন জল চেয়েছিল

পায়নি—বিষ খেয়েছে। দে মা—জল দে, ভগ্নি তুই, ভাইয়ের মুখে একটু জল দে, আমি অপেক্ষা করতে পারছি না—শত্রু বিতস্তা পার হ'চ্ছে, অজিৎ, অজিৎ, কাঁদবার অবসর নাই—আশীর্ব্বাদ কর—তোর দেওয়া প্রাণে যেন তোর মর্য্যাদা রাখ্‌তে পারি। [প্রস্থান।

মীরা। একি! দাদা—দাদা—কি হ'ল—কি হ'ল—ঠোঁট কাঁপ্‌ছে কেন, ভাই—একটু জল খাও একটু জল খাও।

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য।

ব্রাহ্মণগণের আশ্রম।

তৃণশয্যায় ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ মহামতি দণ্ডী অর্দ্ধশায়িত।

শিষ্যগণ ও ভবানী।

আলেকজাণ্ডার ও সেলুকসের প্রবেশ।

সেলুকস। এই সেই চোর গুলো সম্রাট—

আলেক। কিন্তু অপরাধীর এমন সৌম্যমূর্ত্তি ত সম্ভবে না সেলুকস—

সেলু। এইরূপে এরা পথিককে মুগ্ধ করে, দেখছেন না, অসভ্য, প্রায় একেবারে নগ্ন! তার উপর সঙ্গে স্ত্রীলোক।

আলে। শীত গ্রীষ্মে বোধ হয় এঁদের তিতিক্ষা জন্মেছে, সুখ দুঃখে এরা বিগত স্পৃহা হয়েছেন সেলুকস! আমার ভয় হচ্ছে—করিন্থের উপকণ্ঠে সেই মহাপুরুষ ডায়োজেনিসের কথা মনে হচ্ছে—আমি তাঁর সমস্ত অভাব দূর করে দেব বলে জোড়হাত করে জিজ্ঞাসা করে দাঁড়ালুম তিনি তখন রোদ পোহাচ্ছিলেন! হাস্য করে বললেন, সূর্য্যের আড়াল

ছেড়ে দাঁড়ালেই যথেষ্ট হবে। সেলুকস! আলেকজাণ্ডার না হয়ে আমার ডায়োজেনিস হবার সাধ হল।

সেলু। আমাদের সেই নিস্পৃহ মহাপুরুষ আর ভারতের এই অসভ্য ডাকাতগুলো! এদের জটায় হাত দিয়ে দেখুন সোনার ডেলায় ভর্ত্তি দেখতে পাবেন, একটা পয়সা দিয়ে আপনার সঙ্গে যেতে বলুন এরা যাবে। ধনীর ধন দরিদ্রের শ্রমলব্ধ অর্থে এরা চমৎকার দেহের পুষ্টি করে।

আলেক। কিন্তু কোন পুণ্যে এরা সেগুলো জীর্ণ করে সেলুকস—

সেলু। আমি স্বচক্ষে দেখেছি—এরা কুস্তি করে, মাটি কাটে এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকে—

আলেক। উত্তম অনুসন্ধান কর।

সেলু। (দণ্ডীর প্রতি) তুমিই এদের প্রধান বলে বোধ হচ্ছে। শুন যুপিটারপুত্র বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর আলেকজাণ্ডার তোমাকে তাঁর কাছে যাবার জন্য আদেশ করেছেন।

দণ্ডী। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর! তিনি ত সামান্য মানুষ, তাঁকে যে এক দিন মরতে হবে। তিনি ত এখনও তাম্রলিপ্ত নদীর তট পর্য্যন্ত গমন করতে সমর্থ হননি—মগধ রাজ্যের সীমান্ত প্রদেশ ও অতিক্রমণে সমর্থ হননি। তুমিই বল ভাই, আকাশ মণ্ডলে সূর্য্যদেব কোন পথ অবলম্বন করে গমন করেন তিনি কি তা জানেন।

সেলু। তোমার বক্তৃতা শুনতে আসিনি। তাঁর আদেশ তোমাকে যেতে হবে তিনি তোমাকে প্রচুর পুরস্কার দেবেন।

দণ্ডী। আমার কাছে পুরস্কারের ত কিছু মূল্য নাই। আমার কুটির ও শয্যার জন্য প্রচুর পত্র পুঞ্জ রয়েছে। বৃক্ষের ফল মূলে আমি ক্ষুধা দূর করি—অঞ্জলি দ্বারা জল পান করে তৃষ্ণা নিবারণ করি। আমি পুরস্কারের চিন্তা করি না বরং ঘৃণা করি।

সেলু। বৃক্ষের ফল মূলে নয় ব্রাহ্মণ! স্বর্ণ রৌপ্য মণিমুক্তা—

দণ্ডী। স্বর্ণ প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষায় তো আমার সুনিদ্রা হবে না। জননীর মত পৃথিবী আমার সমস্ত অভাব দূর করে দেন। যথায় আমার ইচ্ছা তথায় আমি গমন করি—অভাবের তাড়নায় আমায় কোথায় যেতে হয় না!

সেলু। মূর্খ ব্রাহ্মণ, আমাদের দিগ্বিজয়ী সম্রাটের তাড়নায় তোমায় যেতে হবে। যদি তুমি না যাও, তোমার ছিন্ন শির যাবে।

দণ্ডী। আমার ছিন্ন মস্তক তিনি অধিকার করতে পারেন বটে, কিন্তু তা হ'লেও আমার আত্মাকে ত অধিকার করতে পারবেন না। শুন বীর, তোমার সম্রাট যদি জীবের প্রতি পীড়াদায়ক হন—তা হ'লে পীড়িতের আর্ত্তনাদ ও দীর্ঘশ্বাসই তাঁর পক্ষে যথেষ্ট শাস্তি হবে।

সেলু। স্পর্দ্ধিত ব্রাহ্মণ! নিজের সর্ব্বনাশ তুমি নিজে করলে! সম্রাটকে বলিগে তুমি যাবে না।

দণ্ডী। শুধু তা ব'ল না বীর! তোমার সম্রাটকে বলো দণ্ডী ব্রাহ্মণ সে তাঁর নিকট রতি মাত্র জিনিসের আকাঙ্ক্ষা করে না। সুতরাং তাঁর নিকট যাবার দণ্ডীর কোন প্রয়োজন নাই বরং দণ্ডীর নিকট যদি কিছু প্রার্থনা থাকে তোমার সম্রাটকে আসতে বল।

আলেক। সেলুকস—সেলুকস—এই মহাপুরুষকে অভিবাদন করবার আগে তোমায় আমি অভিবাদন করি। তোমার কৃপায় আমার সাধু সন্দর্শন হয়েছে! হে মহাভাগ! আলেকজাণ্ডার নিজেই এসেছে তার প্রার্থনা আছে পূরণ করুন।

দণ্ডী। তুমি আলেকজাণ্ডার। বালক! তুমি আলেকজাণ্ডার—বল তোমার কি প্রার্থনা। ব্রাহ্মণের সাধ্যাতীত না হ'লে অবশ্য তার পূরণ হবে।

আলেক। আমি বীরশ্রেষ্ঠ পুরুরাজের সঙ্গে যুদ্ধ করতে চলেছি—আশীর্ব্বাদ করুন আমি যেন জয়যুক্ত হই।

দণ্ডী। পুরু আমার শিষ্য আমার প্রাণাধিক—

আলেক। শিষ্যকে জয় করবার জন্য তার গুরুর আশীর্ব্বাদ একান্ত

প্রয়োজন। হে সাধু! সুখ দুঃখ জয় পরাজয় জন্ম-মৃত্যুতে সমজ্ঞান ব্রাহ্মণ আমায় আশীর্ব্বাদ করুন।

দণ্ডী। আলেকজাণ্ডার তোমার জয় হ'ক।

আলেক। সেলুকস—এস—(অভিবাদন ও প্রস্থান)...

সেলু। সাধু, আমি মানুষ আমায় ক্ষমা কর। [অভিবাদন ও প্রস্থান।

ভবানী। কি করলেন গুরু, জয় হক বলে গ্রীককে আশীর্ব্বাদ করলেন!

দণ্ডী। না—না—কখন ও আশীর্ব্বাদ করিনি—না ভবানী, এ বালক বোধ হয় যাদু জানে—বোধ হয় আমায় মন্ত্র মুগ্ধ করে কিম্বা ভুলিয়ে কিম্বা ভয় দেখিয়ে আমার কণ্ঠ হতে আশীর্ব্বাদ বের করে নিয়ে গেছে। ভবানী, আমার সর্ব্বাঙ্গ এখনও শিহরিত রয়েছে—বীরত্বের প্রতিমূর্ত্তি অধ্যবসায়ের অবতার এই বালকের এক চক্ষু হতে দুর্দ্দমণীয় গর্ব্ব দুঃসহ তেজ ফেটে পড়ছে—অপর চক্ষু যেন বিনয়ে গলে পড়ছে। বুঝিবা ভারতের ক্ষত্রতেজ এই বালকের পদতলে দলিত হয়।

ভবানী। আপনার আশীর্ব্বাদ ত ব্যর্থ হবে না।

দণ্ডী। তবে আত্মহত্যা করেছি মা! ভয় কি, ভারতের ক্ষত্রতেজ আজ যদি সত্যই মুমূর্ষ হয় ব্রহ্মবলে তাকে সঞ্জিবীত করতে হবে। ডাক ভবানী—ভারতের সমস্ত ব্রাহ্মণকে ডাক।

ভবানী। তাই ডাকি—দেশের কল্যাণে পূজা হোম যাগযজ্ঞ আরম্ভ করি।

দণ্ডী। পূজা হোম এখন স্থগিত রাখতে হবে। তক্ষশীলার রাজা স্বহস্তে দেশের গলায় শৃঙ্খল পরিয়ে দিয়েছে, অন্যান্য রাজাগণও স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য আলেকজাণ্ডারের সঙ্গে যোগ দিতে চলেছে—আমাদেরও তেমনি প্রস্তুত হয়ে থাকতে হবে। এখন দিন এসেছে ভবানী যেদিন কবিকে তার লেখনী রাখতে হবে—যাজ্ঞিককে যাগযজ্ঞ পরিত্যাগ করতে হবে—ব্যবসায়ীকে তুলাদণ্ড রাখতে হবে—তারপর আরও ভীষণ এমন এক মুহূর্ত্ত

আসতে পারে—যেদিন সন্তানের মৃত দেহের উপর দাঁড়িয়ে জননীকে অস্ত্র চালনা করতে হবে।

ভবানী। ... ...

দণ্ডী।

ভবানীর গীত।

রুদ্রবীণা বাজাও এবার জোর ক'রে,
[তাতে ছুটুক তপ্ত সুরের শোণিত রক্ত রঙ ধরে।]
বজ্র বেগে ছুটে যাক সে সুর
নাচিয়ে তুলুক স্বর্গ মর্ত্যপুর
যাক্ সে চলে বিশ্ব প্রান্তে সব জড়তায় নিক হরে।
দিনে তারা উঠবে তখন হেসে
গ্রহের গতি থামবে এক নিমিষে
সবাই ধ্রুব তারার মতন শুনবে সে সুর প্রাণ ভ'রে।
সেই সুরেতে মাভৈঃ করাভয়
কাঁপিয়ে আকাশ উঠবে ধ্বনি জয়
প্রাণে প্রাণে সে সুর মিশে বাঁধবে সবায় প্রেম ডোরে।
কান্না ভেঙ্গে গড়বে সে সুর হাসি
পড়বে আলো ভেঙ্গে আঁধার রাশি।
মরণ ভেঙ্গে গড়বে জীবন সত্য যুগের রূপ ধ'রে॥

দ্বিতীয় দৃশ্য।

যুদ্ধক্ষেত্রের অপর পার্শ্ব।

জনকতক রাজার প্রবেশ।

১ম রাজা। যুদ্ধ করব না, কেন—রক্ত দিয়ে যুদ্ধ করছি আমরা—

২য় রাজা। আর নাম হচ্ছে পুরুর।

৩য় রাজা। ব্রাহ্মণ নাম কচ্ছে পুরুর, শূদ্র নাম কচ্ছে পুরুর, গৃহস্থ নাম কচ্ছে পুরুর, সন্ন্যাসী নাম কচ্ছে পুরুর, কেন—আমরা কি কেউ নয়? বেশ আমরা যুদ্ধ করব না—দেখি এবার ছেলে বুড়োয় কার নাম করে?

আম্ভির প্রবেশ।

আম্ভি। যদি জয় হয়—তা' হলে পুরুর নামই করবে! আর যদি পরাজয় হয়—তা' হলে তোমাদের দোষ দেবে।

১ম রাজা। ঠিক বলেছ, তখন তোমার কথা শুনিনি—ভুল করেছি—আমরা যুদ্ধ করব না। [সকলের প্রস্থান।

আম্ভি। শুধু যুদ্ধ করব না বললে হবে না; এইবার নিজের ঘর থেকে তোমাদের কিছু কিছু অর্থ দিয়ে, পুরুর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরাব। তার জন্য যেমন আমার পুত্র গেছে—আমার জন্যও তেমনি তার পুত্র যাবে। [প্রস্থান।

পুরুর প্রবেশ।

পুরু। বহুদূর হতে অতিথি এসেছে তাদের বুক ভরা আলিঙ্গন দাও—কোন স্থান গুপ্ত রেখ না—আমাদের কীর্তি আমাদের রচনায় শত্রু হস্তক্ষেপ করবার আগে—বাস ভবন চূর্ণ করে যুদ্ধ ক্ষেত্র নির্ম্মাণ কর—পর্ণকুটীর অট্টালিকা, রাজপ্রাসাদ চূর্ণ করে যুদ্ধক্ষেত্র নির্ম্মাণ কর—পান্থশালা—ধর্ম্মশালা ধ্বংস করে, যুদ্ধ ক্ষেত্র নির্ম্মাণ কর—পাঠাগার—যজ্ঞাগার ধ্বংস ক'রে যুদ্ধক্ষেত্র নির্ম্মাণ কর—

পুরুর পুত্র অজয় সিংহের প্রবেশ।

অজয়। বাবা, সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে রক্ত ঝরছে—বড় ক্লান্ত তুমি—একটু বিশ্রাম কর—আমি আলেকজাণ্ডারের পেছু নিই।

পুরু। সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে রক্ত ঝরছে? না পুত্র! গ্রীকের রক্তে সর্ব্বাঙ্গ ডুবে গেছে—এখনও উদর পূর্ণ হয় নি—তুমি এইখানে গ্রীকের পথ বন্ধ করে দাঁড়াও অজয়; আমি আলেকজাণ্ডারকে বিদায় অভ্যর্থনা দিয়ে আসি—

[প্রস্থান।

আম্ভির প্রবেশ।

আম্ভি। অজয়—অজয়—এতদিনে অজিৎ এই নারকীর মোহ দূর করে দিয়ে গেছে—এতদিনে বুঝতে পেরেছি—তোমার পিতার উপর আমি কত অত্যাচার করেছি—

অজয়। তবে এস রাজা—দেশকে উদ্ধার কর, আমার পিতাকে সাহায্য কর—

আম্ভি। এই যে সাহায্য করি— (অজয়কে ছুরিকাঘাত)

অজয়। উঃ—পিশাচ—রাক্ষস—(পতন)

আম্ভি। ব্যস—পুরুর একটা হাত ভেঙ্গে দিয়েছি—অর্থ দিয়ে রাজাদের বশীভূত করেছি—সৈন্যগণ এস—এইবার পুরুকে আক্রমণ করি। [প্রস্থান।

অজয়। পিশাচ বিশ্বাসঘাতক—উঃ, বাবা, বাবা, কোথায় তুমি—শত্রু তক্ষশীলা

পুরুর প্রবেশ।

পুরু। অজয়ের আর্ত্তনাদ, অজয়ের আর্ত্তনাদ, অজয় অজয় এ্যাঁ, এ কি!

অজয়। বাবা, বাবা, বিষের ছুরী, তক্ষশীলা বিশ্বাসঘাতক, পুত্র হত্যা করেও তক্ষশীলা মানুষ হয়নি। শীঘ্র তাকে বধ কর, নইলে সর্ব্বনাশ হবে, সব যাবে। (নেপথ্যে আলেকজাণ্ডারের জয়) আলেকজাণ্ডারের জয়, আলেকজাণ্ডারের

জয়। বাবা, এ বিয়ের জ্বালা সহ্য করে মরতে পারব, আলেকজাণ্ডারের জয় শুনে ম'রতে পারব না। শীঘ্র বধ·কর—

ভবানীর প্রবেশ।

ভবানী। বাবা বাবা, সর্ব্বনাশ হয়েছে। সমস্ত রাজারা যুদ্ধ ছেড়ে দিয়ে, আলেকজাণ্ডারের সঙ্গে যোগ দিয়েছে।

পুরু। সমস্ত রাজারা আলেকজাণ্ডারের সঙ্গে যোগ দিয়েছে! ও হো হো ধর্ম্ম, কর্ম্ম, কীর্ত্তি, মান সমস্ত জলাঞ্জলি দিয়েছে। *[মাথায় করে নিয়ে ভারতের স্বর্ণ সিংহাসন গ্রীকের পায়ে বিলিয়ে দিতে গেছে।]*

ভবানী। আর এখানে একি হয়েছে! অজয় অজয়, ভাই ভাই, এ যে রক্তে সব ভেসে গেছে! বাবা, বাবা, অজয় যে উঠতে পার্চ্ছে না, অজয় যে কথা কইতে পারছে না। ক্ষণেকের জন্য শান্ত হও বাবা, একটু খানি যুদ্ধ স্থগিত রাখ, শুশ্রূষা করলে অজয় হয়ত বেঁচে উঠবে।

(নেপথ্যে আলেকজাণ্ডারের জয়)

পুরু। আবার আলেকজাণ্ডারের জয়—যুদ্ধ স্থগিত রাখবার একটু সময় নেই। শুশ্রূষা করবার একটু অবসর নেই, অজয়ের কিছু প্রয়োজন নেই কিন্তু কি হল—কি হল—এক সঙ্গে সব গেল—জাত গেল—দেশ গেল—ধর্ম্ম গেল—জ্ঞান বিজ্ঞান বেদ পুরাণ সব গেল—না—না—আলেকজাণ্ডারকে ধ্বংস ক'রে—তক্ষশীলাকে হত্যা ক'রে এসে যদি তোমাকে দেখতে পাই পুত্র, তখন তোমার শুশ্রূষা ক'র্ব—তখন তোমার মুখে জল দেব—না পাই চখের জলে আনন্দ করে তোমার মৃতদেহকে ভাসিয়ে দেব।

ভবানী। অজয়—অজয়? এখনও বেঁচে আছ—অজয়কে ফেলে গেলে এখনি গ্রীকেরা এসে বন্দী করে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে যাবে—তারা বুকের উপর পা তুলে দেবে—কি ক'র্ব—কি ক'র্ব—আজ আমাদের কেউ নেই।

দণ্ডী ও সন্ন্যাসীগণের প্রবেশ।

দণ্ডী। কে বলে তোমার কেউ নেই—কেউ না থাক্ আমরা আছি মা! শীত গ্রীষ্ম কখনও অনুভব করিনি, পুত্র কন্যা কখনও প্রতিপালন করিনি, যপ যজ্ঞে আমাদের এক হস্ত ব্যবহার করে এসেছি। আজ স্বদেশ-বাসীকে রক্ষা করতে, দুই হস্তে অস্ত্র ধ'রব—এই জপমালা আমরা নিক্ষেপ কর্‌লুম। বল মা কি ক'রতে হবে? (সকলে যপমালা নিক্ষেপ)

ভবানী। গুরু—গুরু—কি হতভাগ্য আমরা! সন্ন্যাসীদের শান্তি ভঙ্গ করেছি—

দণ্ডী। না—না—আমরাত শুধু সন্ন্যাসী নই, আমরা যে জাতির মস্তক, আমরা ত শুধু শান্তির কৌপীন ধারী বৈরাগী নই—আমরা ধর্ম্ম যুদ্ধের বর্ম্মাবৃত অগ্রভেরী, মরণের নির্ব্বিকার পথ প্রদর্শক; চল শিষ্যগণ কেউ না থাকে আমরা আছি।

সকলে। জয় পুরুরাজের জয়—জয়। [সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

যুদ্ধক্ষেত্র।

বেগে আলেকজাণ্ডারের প্রবেশ।

আলেক। মৃত্যু—মৃত্যু—চতুর্দ্দিকে ঘোর রব—
মৃত্যুর করাল ছায়া ঘুরিছে বাতাসে।
মৃতদেহ—মৃতদেহ—বায়ুভরে ঘোরে—
দুরন্ত রাক্ষসী যেন বিস্তারি বদন—
রক্ত মাখা লোল জিহ্বা করি বিনির্গত—
গ্রাসিতেছে ম্যাসিডন-গণে।

সারা সাধনার যশোরাশি
কার' স্বামী, কার' ভ্রাতা, অমূল্য রতন লয়ে
বক্ষে করি বিপুল জয়াশা
সুদূর ম্যাসিডন হ'তে আসিনু ছুটিয়া
পরিণাম তার পরাজয়!

সেলুকসের প্রবেশ।

সেলুকস—সেলুকস—পরাস্ত কি তোমার ও বাহিনী?
সর্ব্বস্ব হারায়ে কিহে যেতে হবে ম্যাসিডনে ফিরে?

সেলু। হে সম্রাট, নূতন এ যুদ্ধ-নীতি—
অত্যদ্ভুত এ যুদ্ধের কৌশল—
জলে স্থলে ব্যোম পথে যুদ্ধের ঘোষণা—
স্বহস্তে পুড়ায়ে তারা নিজ বাস ভূমি—
বিস্তৃত যুদ্ধের ক্ষেত্র করিছে নির্ম্মাণ!
হে সম্রাট—বুক ফেটে যায়—বুঝি যায় সব প্রাণ।

আলেক। প্রাণ সেত মাটীর খেলানা—
মান যাবে—সেলুকস—মান যাবে—
ভারতের পদ প্রান্তে—
ম্যাসিডন রক্তাক্ত লুটাবে—
কেন যাবে—কোথা যাবে সেলুকস।
সব সৈন্য লয়ে একেবারে কর আক্রমণ—
জয় কিম্বা হউক নিধন—

সেলু। তাই যাই—শেষ চেষ্টা—শেষ এ উদ্যম। [প্রস্থান

আলেক। (ভীষণ চীৎকার করিয়া)
গেল গেল সব—আলেকজাণ্ডার—

দর্পিত স্পর্দ্ধিত বীর—
এতদিনে গেল তব বিজয় গৌরব !
কোথা যাবো কোথায় লুকাব—
কোথা গেলে রহিবে সম্মান ?
শত্রু নাহি করতালি দেবে,
জগৎ না বিদ্রুপ করিবে।
কোথা যাব কি করিব নাহিক উপায়—
না না, নিজ মাংস ছিঁড়ে খেতে হবে—
নিজ চক্ষু নিজে উপাড়িয়া—
নিজ বক্ষে বসায়ে ছুরিকা
রাখিতে হইবে বুঝি নিজের সম্মান—
(একখানি প্রস্তর ধরিয়া দাঁড়াইল)
পিতা, পিতা, পুত্র বলে নাহি হ'ল দয়া—
রুদ্ধশ্বাস হস্ত পদ কম্পিত আমার—
তৃষ্ণা—তৃষ্ণা—বুক ফেটে যায়—
সেলুকস—সেলুকস—জল—জল—কে আছ কোথায় !

ভবানীর জল লইয়া প্রবেশ।

ভবানী। আর্ত্তকণ্ঠে কেবা চাহ জল !

আলেক। আমি আমি। কিন্তু তুমি ত ভারত রমণী ! তুমি আমায় জল দেবে ? বোধ হয় তুমি জান না আমি কে ? না, প্রবঞ্চনা করে, তোমার হাত থেকে জল নিয়ে তোমাদের সর্ব্বনাশ করতে পারব না। নারি ! আমায় জল দিও না—আমি তোমাদের শত্রু ! আমি আলেকজাণ্ডার।

ভবানী। আপনি আলেকজাণ্ডার ! তা হলে ত আপনাকে যুদ্ধ দিতে হবে ! কিন্তু তার আগে তৃষ্ণার্ত্ত আপনি, জল পান করুন—সুস্থ হন !

আলেক। এ কি! এ কি মূর্ত্তি! এ তো শুধু ভারত-রমণী নয়—এ যে দেবী মূর্ত্তি! আপনার মহিমায় আপনি গলে পড়ছে! আপনার ব্যাপ্তিতে সারাজগত ব্যাপ্ত করে দিতে চাইছে। নারি! আলেকজাণ্ডার জেনেও তুমি আমায় জল দিতে প্রস্তুত!

ভবানী। সম্রাট! শত্রু হ'লেও আপনি তৃষ্ণার্ত্ত! আমি আপনাকে জল না দিয়ে পারি না।

আলেক। আর আমি! না, আমার তৃষ্ণা দূর হয়ে গেছে। বক্ষ শুষ্ক হয়ে গেছলো, স্বর্গের বন্যা এসে তাকে আপ্লুত ক'রে দিয়েছে; আমি বিস্মিত, মুগ্ধ! ভারত-রমণি, শত্রু হলেও তুমি আমার নমস্যা—আমি আমার সমস্ত দেহ তোমার মহত্ত্বের দ্বারে নত করে দিয়ে, তোমার পানীয় প্রার্থনা করছি। দাও না! জল দাও! আমি পান করে ধন্য হই—পবিত্র হই।

(জল গ্রহণ ও পান করিবার উদ্যোগ)

বেগে মকরের প্রবেশ ও ভবানীর পৃষ্ঠে ছুরিকাঘাত।

ভবানী। উঃ, কেরে বিশ্বাসঘাতক!

মকর। সম্রাট! এ কেউটের বাচ্ছা! পুরুর কন্যা ভবানী—

আলেক। ও হো হো—নারী হত্যা, নারী হত্যা—না আর জলপান করব না। (পাত্র নিক্ষেপ)

মকর। সম্রাট! পুরুর পুত্র গেছে—এইবার কন্যা গেল; এ কন্যা বড় ভয়ানক ছিল—দেবতারা এর কথা শুনত! এইবার ভারত তোমার—আমার পুরস্কার!

আলেক। পিশাচ, শয়তান, তোর পুরস্কার—

(তরবারি লইয়া কাটিতে গেল, এমন সময়ে বেগে মীরা আসিয়া মকরের পৃষ্টে ছুরিকাঘাত করিল।)

মীরা। পুরস্কার এই আমি দিচ্ছি সম্রাট!

মকর। উঃ, গেছি— (পতন ও মৃত্যু)

আলেক। চমৎকার—চমৎকার—

নেপথ্যে। ("জয় ম্যাসিডন সম্রাটের জয়".)

সেলুকসের প্রবেশ।

সেলু। বন্দী কর, বন্দী কর, সম্রাট! এই সেই নারী! বিদ্যুতের মত রণক্ষেত্রে বিচরণ করছে। শবদেহের উপর দাঁড়িয়ে, ভগ্নোৎসাহ হিন্দু-সৈন্যকে উত্তেজিত করছে!

(মীরাকে চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিল)

আলেক। তাই নাকি! মীরা! তবে তুমি আমার বন্দী! সৈন্যগণ বন্দী কর—

মীরা। উত্তম! সম্রাট, আপনি প্রভু! আপনি ভারতের ভাগ্য-বিধাতা, আপনার হুকুম আমি মাথা পেতে নিলুম।

আলেক। আর তোমায় যদি আমি ছেড়ে দিই মীরা!

মীরা। এই নারীর, এই সন্ন্যাসিনীর মৃতদেহ নিয়ে প্রস্থান করব।

আলেক। এ মৃতদেহে তোমাদের আর কোন অধিকার নেই। আচ্ছা, তুমি এ মৃতের দেহ নিয়ে কি করবে, মীরা?

মীরা। কি ক'রব শুনবে, সম্রাট! শুনলে এ মৃত দেহ আর তুমি দেবে না। এ মৃতদেহ রক্ষা ক'রতে—তুমি সর্ব্বস্বপণ ক'রবে; তবু শোন, এ মৃতদেহের চতুর্দ্দিকে বসে আমরা বিলাপ করবনা, এ মৃতদেহ সহস্র খণ্ডে খণ্ডিত করে প্রত্যেক ভারতবাসীর সম্মুখে ধরব; এর চক্ষু দুটো উপড়ে নিয়ে পুরুরাজের সম্মুখে ধরব, কন্যার ছিন্ন শির দেখিয়ে, পিতাকে ক্ষেপিয়ে দেব; এমন করে এবার ক্ষেপিয়ে দেব, সারা ভারত ঘুরে, এবার এমন করে উদ্দীপনা জাগাব, যার সম্মুখে আলেকজাণ্ডার তার বিশাল বাহিনী নিয়ে আতঙ্কে বসে পড়বে, যার দ্বারে দিগ্বিজয়ী বীরের দিগ্বিজয়ী কীর্ত্তির সমাধি হবে।

আলেক। তবে তাই যাও মীরা! এ মৃতদেহ আমি তোমায় ছেড়ে দিলুম!

সেলুকস। সম্রাট! এ মিসর নয়—এ পারস্য নয়—এ ম্যাসিডন নয়, এ ভারত! এ ছেলেখেলা নয়—এ যুদ্ধ! আজ যদি এই নারীকে ছেড়ে দেন, এই নারী অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত সমস্ত ভারতে আগুন ধরিয়ে দেবে। এই মৃত দেহ দেখে, সমস্ত ক্ষেপে যাবে, নারীকে ছেড়ে দিলেও, মৃত দেহ দেবেন না।

আলেক। তাই আমি চাই সেলুকস! এই নারীর অভাব এই নারীর মৃত দেহ দিয়ে যৎকিঞ্চিৎ পূরণ ক'রতে দাও! তুমি কি জান সেলুকস! এ মৃত দেহ কার? মানুষের নয়—শত্রুর নয়—দেবীর। ক্লান্ত আলেকজাণ্ডারকে হত্যা করতে আসেনি! শত্রু জেনেও তৃষ্ণার্ত্ত আলেকজাণ্ডারকে জল দিতে এসেছিল; সেলুকস—সেলুকস—বিনিময়ে সে কি পেয়েছে, জান? নৃশংস হত্যা! নৃশংস হত্যা! না সেলুকস! এস আমরা এ মৃত দেহের সম্মান করি; চল সেলুকস! এ দেহ মাথায় করে নিরাপদ স্থানে দিয়ে আসি। জয় পরাজয়ের, উত্থান পতনের কথা ভাব্‌ছ সেলুকস? কখনও কি কোথাও দেখেছ, কখনও কি ভাব্‌তে পেরেছ যে, ক্লান্ত শত্রুকে আক্রমণ না করে, শত্রু তৃষ্ণার্ত্ত ব'লে—তাকে জল দিয়েছে? না, বন্ধু, না, এ মিসর নয়, পারস্য নয়, ম্যাসিডন নয়, যে পরাজয়ে পতন, জয়ে উত্থান! এ ভারত—জয়ে ও উত্থান পরাজয়েও উত্থান—এস—

চতুর্থ দৃশ্য।

শিবির।

আলেকজাণ্ডারের প্রবেশ।

আলেক। হ'লনা—আমার পাঁচ সহস্র সৈন্য তার পঞ্চাশ জনের বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলতে দেখেও একটু পেছুলো না—আত্মসমর্পণ না ক'রলে প্রাণ যাবে বলে ভয় দেখালুম—ভয় খেলে না—রাজ্য ফিরে দেব অঙ্গীকার ক'রলেম—অস্ত্র নামালে না—কি ক'রব কি ক'রে জীবন্ত পুরুকে পাব—ক্লান্ত আমি কি ক'রে যুদ্ধ শেষ করব।: মান সম্ভ্রম নিয়ে কি ক'রে ফিরে যাব—

আহত সেলুকসের প্রবেশ।

কে—সেলুকস? তুমি আহত!

সেলুকস। প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এসেছি এই প্রথম সম্রাট—মৃতের মত আহত পুরু প'ড়ে ছিল—বন্দী কর—বন্দী কর—বলে আক্রমণ ক'রলুম—ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের মত আমাদের আক্রমণ ক'রলে—তার অবশিষ্ট পঞ্চাশ জন পাঁচ শতের মত প্রতীয়মান হ'ল—বন্দী ক'রতে পারলুম না—আহত হ'য়ে পালিয়ে এলুম।

আলেক। তুমি ভীরু কাপুরুষ—

সেলুকস। সম্রাট, মুক্তকণ্ঠে স্বীকার ক'রছি—আমি অসমর্থ—কিন্তু কাপুরুষ নই। স্মরণ রাখবেন—পুরুরাজের দশ সহস্র সৈন্য ধ্বংস ক'রতে আমাদের পঁচিশ সহস্র সৈন্য বিনষ্ট হয়েছে।

আলেক। তারা তোমার মত অপদার্থ ছিল—

সেলুকস। সম্রাট—সেলুকস যা নয়—তা ব'লে ভর্ৎসনা ক'রবেন না। এখনও উপায় আছে—আমরা অনায়াসে পারব—যদি পূর্ব্ব গৌরব রক্ষা

ক'রতে চান—এই মুহূর্ত্তে সমস্ত সৈন্য নিয়ে আক্রমণ করুন—পুরুকে বধ করুন—

আলেক। তুমি আমায় হুকুম ক'রছ—জীবন্ত পুরুকে তোমাকেই বন্দী ক'রতে হবে। মর বাঁচ আলেকজাণ্ডারের কোন ক্ষতি নেই—

সেলুকস। সামান্য প্রহরী থেকে সেনাপতি পর্য্যন্ত যে আলেকজাণ্ডারের প্রাণ ছিল—তার মুখে এই কঠোর উক্তি—বুঝেছি সম্রাট—বিপদকালে আপনার বিপরীত বুদ্ধি হ'য়েছে—বুঝেছি আপনি কিছু চান না—চান গর্ব্ব দম্ভ—কিন্তু তা এই ভারতবর্ষে চূর্ণ হ'য়ে যাবে—আমি চল্লুম—যদি জীবন্ত পুরুকে বন্দী ক'রতে পারি ফিরব—নতুবা এ মুখ আর ঐ হৃদয়হীন সম্রাটকে দেখাব না— [প্রস্থান।

আলেক। কোন অপরাধ নেই, আলেকজাণ্ডার পারেনি—সেলুকস কি ক'রে পারবে—কিন্তু জীবন্ত পুরুকে আমায় পেতেই হবে, আমার দিগ্বিজয় শেষ ক'রতেই হবে—কি করে পাব—কে পারবে—পুরুকে বন্দী ক'রে দিতে কে পারবে—

আম্ভির প্রবেশ।

আম্ভি। আর কতক্ষণ যুঝবেন বাছাধন এখনি জিব বেরিয়ে প'ড়বে।

আলেক। কে—তক্ষশীলা—আবার এসেছ—

আম্ভি। আসবনা! আপনার জয়ে আমার উত্থান—শুধু আমার নয়—আমাদের দেশের গৌরব বাড়বে—একটা বীরের মত রাজা পাব—একটা দেবার মত পরিচয় হবে। সম্রাট! আপনাকে পূজা ক'রে ধন্য হব।

আলেক। না—এ ব্যাধি তোমার আরোগ্যের বাইরে তক্ষশীলা—অপমানিত করেছি, লাঞ্ছিত করেছি—পদাঘাত করেছি—তবু তোমার প্রাণে একটু সাড়া নাই। যে হস্তে তোমায় লাঞ্ছিত করেছি—সেই হস্তের তুমি সেবা ক'রতে এসেছ! যে পদ তোমার শিরে তুলে দিয়েছি—সেই পদ লেহন ক'রছ! ভারতবর্ষের একটা ধূলোর কণাও কি তোমার শরীরে নাই!

এমন একটা বীর তোমার—যার কীর্ত্তির দ্বারে দিগ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডারের শির নত হয়ে যাচ্ছে—এমন একটা পরিচয় দেবার মত জিনিষ—যে পরিচয়ের সম্মুখে জগৎ মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়াতে পারবে না—আর তুমি, সেই বীর রাজার ধ্বংসে আনন্দ পাচ্ছ! পদাঘাতে তোমায় স্পর্শ করতেও আমার ঘৃণা হচ্ছে—আজ তোমায় আমি হত্যা ক'রব।

আম্ভি। সেকি আমায় হত্যা—উপকারীকে হত্যা—

(পলায়ন ও আলেকজাণ্ডারের পশ্চাদ্ধাবন।

পঞ্চম দৃশ্য।

যুদ্ধক্ষেত্রের অপর পার্শ্ব

আহত পুরু।

পুরু। ভাই—সব—

সৈন্য। স্থির হও রাজা! প্রবল বেগে রক্ত-পাত হ'চ্ছে।

পুরু। আর রক্তে কি হবে! ভাই সব, বুক চিরে রক্ত দিয়ে মা'র পা ধুয়ে দিলুম-পুত্রের মুণ্ড কেটে—কন্যার মুণ্ড কেটে—ভাইয়ের মুণ্ড কেটে যে মায়ের মুণ্ডমালা গ'ড়ে দিলুম! হ'ল না—ও হো হো—সামর্থ্যের অভাবে ত' নয়—শক্তির অপব্যয়ে, আত্মহত্যায়। ভাই সব—ভাই সব চল—সে দৃশ্য দেখতে পারবো না—চল মরিগে চল—জীবন্ত ধরা দেব না, আর চোরের মত পালিয়ে বেড়াব না।

বেগে আম্ভির প্রবেশ।

আম্ভি। আর কতদূর পালাব, না আর পারছি না—আলেকজাণ্ডারের হস্ত থেকে আর নিস্তার নেই—কোথায় যাব—কোন দিকে যাব—কে রক্ষা ক'রবে, কে রক্ষা করবে—এ' এ যে পুরু! তবে আর কোন্ দিকে যাব!

পুরু। পেয়েছি—পেয়েছি—(কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া আসিয়া তক্ষশীলাকে ধরিল) পিশাচ, রাক্ষস, যমালয়ে যেতে হবে। এখনও বাঁচবার সাধ নিয়ে ছুটে বেড়াচ্ছিস্—এখনও বাঁচতে ইচ্ছা হয়—

(ছুরিকাঘাতের উদ্যোগ)

আম্ভি। না—না আমায় মেরো না, মেরো না, আমায় শুধু পালিয়ে যেতে অবসর দাও। আমি ভারতবর্ষ ছেড়ে চলে যাব—পৃথিবীর বাইরে গিয়ে বাস ক'রব। পুরুরাজ! তুমি সৎ মহৎ, তোমার পায়ে পড়ি, আমায় বধ ক'র না।

পুরু। বধ ক'রব না! কি করলি, একবার ভাবলি না! *

* না না, এত বড় একটা দেশদ্রোহীকে রেখে মরতে পারব না। (ছুরিকাঘাত)

আম্ভি। উঃ গেলুম—গেলুম—

পুরু। ও হোঃ হোঃ—দেশ গেল ধর্ম্ম গেল—স্বাধীনতা গেল—

(উপর্য্যুপরি ছুরিকাঘাত।)

আম্ভি। ম'রতে দাও, ম'রতে দাও, একটু নিশ্বাস ফেলে ম'রতে দাও, জল—জল—একটু জল—(আছড়াইয়া পতন ও মৃত্যু)

(নেপথ্যে) জয় আলেকজাণ্ডারের জয়!

পুরু। মরেছে, মরেছে, এতদিনে তক্ষশীলা ম'রেছে—এইবার এস গ্রীক!

আলেকজাণ্ডারের প্রবেশ।

মরণের উপকূলে পুরু তরবারি হাতে ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। এই তরবারি

উপাধান ক'রে পুরু অনন্তশয্যায় শয়ন 'ক'রবে, জীবন্ত ধরা দেবে না। ধর অস্ত্র ধর।

আলেক। আর কিছু প্রয়োজন নেই রাজা, আমি সন্ধিপ্রার্থী। এই আমার অস্ত্র ত্যাগ ক'রছি—আজ আমরা আপনার বন্ধুত্বের দ্বারে অতিথি। আসুন আলিঙ্গন দিন।

সকলে। রাজা এ প্রতারণা—প্রতারণা !

আলেক। প্রতারণা! হাঃ হাঃ হাঃ; আমার পঞ্চ সহস্র সৈন্য এখনও জীবিত। আপনাদের বধ না ক'রে অস্ত্রত্যাগ ক'রে আপনাদের তরবারির সম্মুখে এসে দাঁড়ানও তা হ'লে প্রতারণা! ভারতের বুকের উপর আলেকজাণ্ডারের সিংহাসন বিস্তৃত না করাও তা হ'লে প্রতারণা!

পুরু। ক্ষমা করুন সম্রাট! কিন্তু এমন হীন হ'য়ে শত্রুর সঙ্গে সন্ধি ভারতবাসী করে না।

আলেক। উত্তম, কোন প্রয়োজন নাই। আলেকজাণ্ডার তার কর্ত্তব্য করেছে, ভারতের একটু বন্ধুতার জন্য জয়ী হয়েও আজ সে বিজিতের মত এসে দাঁড়িয়েছে। পুরুরাজের বুকভরা আলিঙ্গন আশায় আজ সে জয়ী হয়েও পরাজয় স্বীকার ক'রে নিচ্ছে। উত্তম—তা হ'লে আমি আপনাকে অভিবাদন করে প্রস্থান করি।

[প্রস্থানোদ্যোগ।

পুরু। না—না—এত প্রতারণা নয়! এযে অনেক উচ্চে, ধারণার অতীত। দাঁড়ান সম্রাট! অতিথি সৎকারের অবসর দিন—হীন পুরুরাজকে আপনার আলিঙ্গন দিন।

(উভয়ে আলিঙ্গন বদ্ধ হইলেন কতকগুলি গ্রীক সৈন্য আসিয়া—
পুরুকে বন্দি করিল)

পুরু। প্রতারণা—প্রতারণা—

সকলে। প্রতারণা—প্রতারণা—

আলেক। হাঃ হাঃ হাঃ নিয়ে চল—জীবন্ত পুরু বন্দী হবে না ব'লে গর্ব্ব করেছিলো। [সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য

আশ্রম।

* *

দণ্ডী। আর জীবনে প্রয়োজন নাই। স্বাধীনতার সূর্য্য অস্ত গিয়েছে—এতক্ষণ নৃশংস আলেকজাণ্ডার পুরুকে হত্যা করেছে—ভারতের রক্তে ভারতবর্ষ ভেসেছে—

* *

আলেকজাণ্ডারের প্রবেশ।

আলেক। এই যে গুরু! তোমার আশীর্ব্বাদে—আমার জয় লাভ হ'য়েছে—কিন্তু তোমরা কি করলে ব্রাহ্মণ! চিরমুক্ত, চিরসুখী, চিরজয়ী ব্রাহ্মণ, তোমরা কেন বিদ্রোহী হ'লে—তোমরা কেন অস্ত্র ধর্‌লে—বল ব্রাহ্মণ সাময়িক উত্তেজনায় ভুল ক'রে ফেলেছ। তোমাদের মুক্তি দিতে ইচ্ছা হ'চ্ছে।

দণ্ডী। না আলেকজাণ্ডার বিদ্রোহী হইনি—ভুলও করিনি—দেশের রাজা—ব্রাহ্মণকে মুকুটের উপর স্থান দিয়েছিল—দেশবাসী ব্রাহ্মণকে অগ্র ভাগ দিয়ে পূজা করে আসছিল—দেশের স্বাধীনতা ব্রাহ্মণকে মুক্ত অধিকার দিয়েছিল—বিপদের দিনে ব্রাহ্মণ তাই নিশ্চেষ্ট বসে থাকতে পারেনি—সর্ব্বাগ্রে অস্ত্রপাণি হয়েছিল।

আলেক। তা হ'লে কৃতজ্ঞতায়—

দণ্ডী। না আলেকজাণ্ডার—কৃতজ্ঞতায় নয়—

আলেক। আলেকজাণ্ডারের সংসর্গে তোমার দেশ আরও সমৃদ্ধি সম্পন্ন হত—না ব্রাহ্মণ বল, ভুল করে অস্ত্র ধরে ছিলে—নতুবা সশ্রম কারা-দণ্ডে তোমাদের দণ্ডিত করব।

দণ্ডী। সম্রাট!.........

আলেক। স্পর্দ্ধিত ব্রাহ্মণ! সশ্রম কারাদণ্ডে তোমাদের দণ্ডিত করলুম। বল ভুল করে অস্ত্র ধরেছিলে—নতুবা অরণ্যচর জন্তুদের মত তোমাদের পিঁজরেয় পুরে রেখে দেবো। কোন রকমে ক্ষমা করতে পারব না।

দণ্ডী। ....

আলেক। যাবজ্জীবন নির্ব্বাস দণ্ড তোমাদের দিলুম—এখনও ভুল করেছি বলে ক্ষমা চেয়ে এ দণ্ডের লাঘব কর, আলেকজাণ্ডারকে ক্ষেপিও না ব্রাহ্মণ!

দণ্ডী। সম্রাট!............

আলেক। প্রাণদণ্ড—প্রাণদণ্ড—তোমাদের প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলুম—হীনমতি ব্রাহ্মণগণ এখনও ভুল করেছ বলে ক্ষমা ভিক্ষা করে পৃথিবীর চেয়ে প্রিয় যে প্রাণ সেই প্রিয় প্রাণ রক্ষা কর।

দণ্ডী। ....ধিক্ আমাদের ধিক্ আমাদের, হত্যা কর।

আলেক। কোন জাতির কোন জন এমন করে আলেকজাণ্ডারের মস্তকে পদাঘাত করে কথা কইতে পারেনি—কিন্তু আর কি শাস্তি দেব—আর কি অস্ত্র নিক্ষেপ করব! ভারতের ব্রাহ্মণ আজ আলেকজাণ্ডারকে দীনহীন ভিক্ষুক করে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। তার শাসন দণ্ডে ভীতি নাই তার রক্তনেত্রে বিভীষিকা নাই—তুণে অস্ত্র নাই—বল ব্রাহ্মণ বল—আর কি শাস্তি তোমাদের দেব।

দণ্ডী। এর পর নূতন শাস্তি তোমার শক্তির বাইরে সম্রাট! তোমার দণ্ডের পর—সে শাস্তি মুক্তি—তার বিধাতা ঐ উচ্চে—

আলেক। তার বিধাতা আলেকজাণ্ডার—ব্রাহ্মণ! পরহিতব্রত পর দুঃখকাতর দয়ালু মহান ব্রাহ্মণ, মুক্তি দিতে আলেকজাণ্ডারকে অনুমতি দাও! সে বড় গর্ব্বী—বড় অভিমানী, তার হাত থেকে একটা কিছু নাও—এমন করে তার অভিমান ব্যর্থ করে দিও না।

দণ্ডী। সম্রাট!.........

আলেক। না—একটা কিছু নিতেই হবে—দণ্ডে ভীত হবে না—মুক্তি চেয়ে নেবে না—না একটা কিছু নিতেই হবে, দণ্ড নিতেই হবে—তার আগে যে দেশের জন্য অস্ত্র ধরেছিলে তার রাজার ভীষণ পরিণাম দেখতে হবে—

দণ্ডী। চল সম্রাট! পুরুর রক্তে ভারতের কতখানি ডুবে গেছে দেখে আসি।

সপ্তম দৃশ্য।

পুরুরাজের সিংহাসনে আলেকজাণ্ডার পার্শ্বে সেলুকস।

সম্মুখে বন্দী পুরুরাজ।

আলেক। পুরুরাজ! দিগ্বীজয়ী আলেকজাণ্ডারকে তুচ্ছ করেছিলে, জীবন্ত আমার বন্দিত্ব স্বীকার করবে না বলে গর্ব্ব করেছিলে, আজ সে দম্ভ তোমার চূর্ণ করে দিয়েছি।

সেলু। পুরু, আলেকজাণ্ডারকে জয় করতে না পারলেও, বীরের মত মরে তার প্রভুত্ব তুচ্ছ করতে পার্‌ত, কিন্তু প্রবঞ্চনায় আলেকজাণ্ডার তার স্বাধীনতা হরণ করে নিয়েছে।

আলেক। কি বললে সেলুকস্, প্রবঞ্চনায়? না, অনুকম্পায়। পুরুর একটা একটা অঙ্গ আলেকজাণ্ডার কেটে দিতে পারত—নৃশংসভাবে তাকে হত্যা করতে পার্‌ত; কিন্তু সে উদার মহৎ! বড় দুঃখী বলে বধ করেনি—কৌশলে তাকে ধরে এনেছে—সে পুরুর রাজ্য নিয়েছে, প্রাণ নেয়নি।

সেলু। আলেকজাণ্ডার শঠ খল প্রবঞ্চক—

আলেক। স্থির হও সেলুকস! পুরুরাজ! বীরসিংহের মস্তক স্কন্ধচ্যুত করেছি—তক্ষশীলাকে হত্যা করেছি—এবার আমি তোমাকে হত্যা করব বলে তরবারি খুলে দাঁড়িয়ে আছি।

মীরার প্রবেশ।

মীরা। আর আমি এই তরবারি খুলে দাঁড়িয়ে আছি—বিশ্বাসঘাতক পিশাচ! এই তোমার দিগ্বিজয়! এই তোমার বীরত্ব! এই তোমার ভুবন বিশ্রুত কীর্ত্তি!

আলেক। কে? মীরা! বীরসিংহের প্রণয়িণী! বড়ই দুঃখের বিষয় আমি তোমাকে স্বামী হীনা করেছি।

মীরা। বীরসিংহের জন্য ছুটে আসিনি, হতভাগ্য সে তোমার মত বিশ্বাসঘাতকের হাত হতে মরণের স্বাধীনতাটুকুও রক্ষা করতে পারেনি!

কিন্তু তুমি কি মনে করেছ এমনি করে একটি মহাপ্রাণকে প্রবঞ্চনায় নষ্ট করে, ভারতবর্ষ থেকে ফিরে যাবে? না. তা হবে না, তার আগে এই তরবারির মুখে বুক পেতে দিতে হবে।

আলেক। দাম্ভিকা রমণি! না, এখন না। আমার এ অভিযানের যবনিকা, আমি নারী হত্যায় নিক্ষেপ করব। সে বড় চমৎকার হবে, আমার কীর্ত্তি আরও মুখরা হয়ে উঠবে। একটু অপেক্ষা কর, আমার বিচার কার্য্য শেষ হক তার পর তোমায় আমায় যুদ্ধ হবে, আলেকজাণ্ডারের শাস্তির ভয়ে তখন হাতের তরবারি ফেলে দিওনা।

মীরা। আলেকজাণ্ডার! এই তরবারি হয় তোমার শোণিত পান ক'রবে, না হয় তোমার ঐ তরবারি আমার শোণিত পান করবে।

আলে। উত্তম, পুরুরাজ! তোমাকে বাঁচিয়ে রেখে তোমার সাম্রাজ্য শাসন না ক'রতে পারলে তৃপ্তি পাবনা ব'লে তোমায় আমার মুক্তি দিতে ইচ্ছা হ'চ্ছে। যুক্তকরে জানুপেতে ব'সে প্রাণ ভিক্ষা চাও, আমি তোমার প্রাণ ভিক্ষা দেব, যদি না পার, আমি তোমায় বধ করব।

পুরু। বিরক্ত ক'রনা সম্রাট! যেদিন দেশ গেছে—সেইদিন সব পুড়ে ছাই হ'য়ে গেছে, যেদিন স্বাধীনতা গেছে—সেইদিন মাংস মজ্জা, সব গ'লে ঝরে গেছে!

আলেক। ওঃ, তা হ'লে এ ব্যবহার আমার কাছ থেকে তুমি প্রত্যাশা করনি! উত্তম! আমি তোমায় স্বাধীনতা দিচ্ছি—তুমিও রাজা আমিও রাজা—এ ছাড়া আমার কাছ থেকে তুমি অন্য কি ব্যবহার আশা কর!

পুরু। কি ব্যবহার চাই তা জানি না, তবে তুমিও রাজা আমিও রাজা। রাজার প্রতি রাজার ব্যবহার যা ইচ্ছা তাই কর!

আলেক। কি ব'ললে! রাজার প্রতি রাজার ব্যবহার! সে যে বড় ভয়ঙ্কর হবে! রাজার প্রতি রাজার ব্যবহার শুনলে তুমি বধির হয়ে যাবে, ধমনীর গতি তোমার স্তব্ধ হয়ে যাবে! রাজার প্রতি রাজার

ব্যবহার! বিজিত রাজাকে জীবন্ত প্রোথিত করে, কুক্কুর দিয়ে খাওয়াতে হয়, তপ্ত লৌহ শলাকা দিয়ে পরাজিত রাজার চক্ষু বিদ্ধ করে দিতে হয়, জীবন্ত অন্ধকূপে নিক্ষেপ করে, আহারের পরিবর্ত্তে একটু একটু করে বিষ দিয়ে শেষ ক'রতে হয়। রাজার প্রতি রাজার ব্যবহার! পরাজিত রাজার মৃতদেহ, তার সমাধি থেকে তুলে এনে নূতন করে পদাঘাত ক'রতে হয়। বল, রাজা কোনটা তোমার প্রতি আমার সৎ ব্যবহার হবে? বেছে নাও—কোনটা তোমার প্রীতিকর হবে?

পুরু। দিগ্বিজয়ী বীর! মৃত্যু আমার অনেক দিন হয়ে গেছে—তোমার ও দণ্ডগুলো আমায় স্পর্শ ক'রতে পারবে না—রোষে ক্ষোভে প্রতিহত হয়ে ফিরে যাবে, না—সম্রাট! ভারতবাসীর রাজা আমি—ভারতবাসীর রাজার অনুরূপ আরও ভীষণ দণ্ড আমায় দাও—যে দণ্ডে আমার এই জড়দেহে চেতনা আসবে, বিস্মৃতি মুছে যাবে, বর্ত্তমান, ভূত ভবিষ্যৎ যুগপৎ চক্ষের উপর ভেসে উঠবে। কাঁদবার জন্য চক্ষে প্রচুর জল থাকবে।

আলেক। ঠিক বলেছ, ভারতের রাজা তুমি, ভারতের অনুরূপ দণ্ড তোমায় দিতে হবে। আমিও আজ ভারতের বিচার কর্ত্তা, ভারতের আইনে আমায় তোমাকে দণ্ডিত করতে হবে। পেয়েছি, পেয়েছি পুরুরাজ! ভারতের সমস্ত আইন শাস্ত্র আমি চক্ষের সমক্ষে দেখতে পেয়েছি। আমি দেখতে পেয়েছি পুরুরাজ! তোমার সেই বিবেক বিচার বুদ্ধি এখনও পৃথিবীকে আলোকিত করে রয়েছে। আমি দেখতে পেয়েছি পুরুরাজ। তোমার কন্যার মূর্ত্তি দেখতে পেয়েছি—ক্লান্ত আলেকজাণ্ডারকে হত্যা না করে তৃষ্ণার্ত্ত শত্রুকে সে জল দিতে এসেছিল। আমি দেখতে পেয়েছি পুরুরাজ! দেশের জন্য, জাতির জন্য স্বাধীনতার জন্য একজনকে বুকের রক্ত ঢেলে দিতে দেখেছি! পেয়েছি ! তোমার অনুরূপ দণ্ড আমি তোমাদের শাস্ত্র থেকে

খুঁজে বার করেছি। পুরুরাজ! এ রাজ্য তোমার, এ সিংহাসন তোমার, এ জয় তোমার।

(সিংহাসন হইতে নামিয়া পুরুর হাতের বাঁধন খুলিয়া দিল।)

পুরু। এ কি! এ আবার কি ছলনা! বিজিতের সঙ্গে আবার কেন প্রবঞ্চনা—

আলেক। না—না—ছলনা নয়—প্রবঞ্চনা নয়—একবার প্রবঞ্চনা করেছিলেম—জীবন্ত তোমাকে পাবার জন্য। তোমাকে লাঞ্ছিত করব ব'লে নয়, তোমাকে হত্যা ক'রব ব'লে নয়, তোমাকে জীবন সার্থক ক'রে দেখবো বলে। আমার কীর্ত্তি, আমার বীরত্ব আমার দিগ্বিজয়ী নাম দিয়ে পূজা করবো বলে—পুরুরাজ! তুমি ত শুধু রাজা নও, তুমি ত শুধু বীর নও—তুমি মানুষ! আলেকজাণ্ডারের তূর্য্য নিনাদে বিকম্পিত ভারতের সমস্ত পশু যখন আমার পদতলে লুটিয়ে পড়েছিল, তখন একমাত্র তুমি প্রাণের চেয়ে মান বড় করেছিলে। স্বর্গের চেয়ে দেশ বড় ক'রেছিলে—ইহকাল পরকালের উপর জন্মভূমিকে স্থান দিয়েছিলে—শুধু আলেকজাণ্ডারের বিপক্ষে দাঁড়াওনি—তাকে বুঝিয়ে দিয়েছ—একজন মাত্র সত্যনিষ্ঠ দেশভক্তের স্বাধীনতা একটা বিশাল শক্তিশালী জাতিও হরণ করতে পারে না। বস রাজা সিংহাসনে বস—

পুরু। সম্রাট! একবার জয়ে তোমার তৃপ্তি হয়নি, আবার নূতন ক'রে জয় করতে চাইছ? তাই দাও, তোমার অভীষ্টই সিদ্ধ হ'ক! পরাজয়েও আজ আমার আনন্দ হচ্ছে। হে মহান, হে গরীয়ান, হে দিগ্বিজয়ী বীর! তোমার পরাধীনতা আজ আমার স্বাধীনতার চেয়েও যেন বড় ব'লে বোধ হ'চ্ছে। এই আমি দু'হাত পেতে তোমার দান মাথায় তুলে নিচ্ছি। দীন আমি, হীন আমি, অযোগ্য আমি, তথাপি এই সিংহাসনে উপবেশন করছি।

(সিংহাসনে আলেকজাণ্ডার বসাইয়া দিল।)

আলেক। এইবার মীরা এস, আমার বিচার শেষ হ'য়েছে—যুদ্ধ দাও—

আমায় পরাজিত ক'রে তোমার স্বামী হত্যার প্রতিশোধ নাও—একি! তুমি অস্ত্র ফেলে দিয়েছ? বুঝেছি মীরা, আমার ভয়ে?

মীরা। ভয়ে না সম্রাট! ভয়ে নয়—ইচ্ছা ক'রে নয়, হাত থেকে তলোয়ার আপনি প'ড়ে গেছে। উদগ্রীব হ'য়ে তোমার বিচার শুন্‌ছিলুম, মুগ্ধনেত্রে তোমার দিগ্বিজয় দেখ্‌ছিলুম, জানি না, হাতের তরবারি কখন পড়ে গেছে।

আলেক। (উচ্চৈঃস্বরে) সেলুকস! দেখ মীরা! সেলুকস কি অবাধ্য দেখ, আমার হুকুম তুচ্ছ ক'রে সে বীরসিংহকে বধ করেনি, ঐ দেখ—সঙ্গে করে এই দিকে নিয়ে আসছে।

মীরা। সম্রাট! বীরসিংহ জীবিত! তবে তা'কে তুমি হত্যা করনি?

আলেক। না—সেলুকস অবাধ্যতা করেছে—আমি বীরসিংহকে এই বার বধ করব— (বীরসিংহকে লইয়া সেলুকসের প্রবেশ।)
শোন বীরসিংহ—স্মরণ আছে, একদিন প্রতিজ্ঞা ক'রেছিলুম, পারি ভারতবর্ষ জয় ক'রে ধন্য হব, না পারি ভারতবর্ষের দ্বারে মাথা নুইয়ে আসব। আজ আমার সে কার্য্য শেষ হ'য়েছে, এইবার তোমায় আমি সেই ঔদ্ধত্যের শাস্তি দেব।

বীর। সম্রাট! আমিও গর্ব্ব করে ব'লে এসেছিলুম, ভারতের সিংহদ্বারে তরবারি হাতে দেখা হবে। আমারও কার্য্য শেষ হ'য়েছে—যে কোন দণ্ড আমাকে দিন।

আলেক। যে কোন দণ্ড গ্রহণ কর'বে, উত্তম, তবে দাও বীরসিংহ, পারস্যের উপকণ্ঠে দাঁড়িয়ে যে বিচ্ছেদের সৃষ্টি আলেকজাণ্ডার করেছিল, আজ সেই বিচ্ছেদের মিলন আলেকজাণ্ডারকেই কর্‌তে দাও। এস বীর-দম্পতি (উভয়ের হাত ধরিয়া) আজ তোমাদের সেবা ক'রে আমি ধন্য হই!

পুরু। যাদু যাদু! তুমি কি যাদু জান সম্রাট! নিমিষে সব ওলট

পালট ক'রে দিলে! বিভীষিকার্ত মত, ধূমকেতুর মত, ভারত গগনে উদিত হ'য়ে, ঈশ্বরের মত ভারতের তপ্ত বক্ষে চন্দন বৃষ্টি ক'রে দিলে! আগুনের মত পীড়িত ভারতে জ্ব'লে উঠে, নূতন স্বাস্থ্য ঢেলে দিলে, বন্যার মত ধুয়ে দিয়ে, ফল পুষ্পে সাজিয়ে দিলে—সম্রাট! তুমি অতি উচ্চে, অতি উচ্চে, উচ্চ থেকে নেমে এসে, দীনহীন ব'লে আদর ক'রে বুকে তুলে নিলে!

আলে। না রাজা! তুমি দীন নও—হীন নও—এ সিংহাসনের তুমিই উপযুক্ত। শোন রাজা! ম্যাসিডন্ জয় করে, স্পার্টানদের শাসন ক'রে—মিসর পদানত ক'রে, পারস্য ধ্বংস করে, মনে করেছিলুম, আমার মত উদ্যোগী,—আমার মত অধ্যবসায়ী—আমার মত শক্তিশালী, আমার মত বীর পৃথিবীতে নাই; আমার বিজয় দম্ভের সম্মুখে মাথা উঁচু ক'রে কেউ দাঁড়াতে পারবে না। আজ মুক্তকণ্ঠে আমি প্রকাশ করছি, সে দম্ভ আমার ঘুচে গেছে; পুরুরাজ! তোমার বীরত্বের দ্বারে আমার সে কীর্ত্তি, সে বীরত্ব, সে দিগ্বিজয়, ধুলা-খেলা বলে প্রতীয়মান হ'চ্ছে; আমি কীর্ত্তি সঞ্চয় করিনি, শুষ্ক বালুকা সঞ্চয় করেছিলুম, তাও তোমার দেশের ঝড়ে উড়ে গেছে, বস রাজা! তুমিই যোগ্য, তুমিই এ সিংহাসনে বস, আর আমি যুক্ত-করে জানুপেতে বসে,—জ্ঞান বিজ্ঞান শিক্ষা করি। তোমার মন্দিরে ব'সে, যুদ্ধনীতি, ধর্ম্মনীতি, রাজনীতি শিক্ষা করে যাই।

ক্লিওপেট্রার প্রবেশ।

ক্লিও। এইত তুমি শত্রুকে চমৎকার বন্দী করেছ পুত্র! এইত তুমি চমৎকার জয় করেছ!—

(পুরুরাজ সিংহাসন হইতে নামিয়া আসিয়া দাঁড়াইল)

আজ এমন করে বন্দী করেছ যে, সে বন্ধন শত্রু জনমে অবহেলা করবেনা; আজ এমন করে শত্রুকে পরাজিত করেছ যে, সে পরাজয় ছাড়া জয় শত্রু চাইবে না। সেকেন্দার! পুত্র! আজ তুমি প্রকৃত জয়ী!

এ জয় রাজ্যের সঙ্গে শেষ হবেনা—জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে যাবে না—এ জয় যুগযুগান্তর ধরে, তোমার নাম বুকে করে থাক্‌বে। চন্দ্র সূর্য্যের মত সমস্ত পৃথিবীতে তোমার বীরের পূজার মহিমা বিলাবে। আলেকজাণ্ডার পুত্র! আজ তুমি প্রকৃত জয়ী হলে—এত দিনে তুমি দিগ্বিজয় করলে!

দণ্ডী। গ্রীক্‌ সম্রাট! তুমি সব পার—দাও আমায় মুক্তি দাও আমি তোমায় আশীর্ব্বাদ করব।

আলেক! হে ব্রাহ্মণ, মহারাজা পুরুর গুরু, ভারতের গুরু, আলেকজাণ্ডারের গুরু, জগতের গুরুস্থানীয় ব্রাহ্মণ, স্বার্থপর ঐতিহাসিকের বিচক্ষণতায় ভারতের ক্ষত্রতেজের উপর আলেকজাণ্ডারের জয় ঘোষণা যদ্যপিঃ কোন ছত্রে বর্ণিত থাকে তথাপি প্রতিছত্রে ঘোষিত থাক্‌বে ভারতবর্ষের নগ্ন ব্রাহ্মণের পদতলে ইউরোপীয় বীরকুলের অগ্রগণ্য দিগ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডারের দর্প অহঙ্কার চূর্ণ হ'য়ে গেছে।